কাব্যকুসুমাঞ্জলি

"প্রিয়প্রসঙ্গ"-রচয়িত্রী-

শ্রীমানকুমারী-প্রণীত

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

(পঞ্চম সংস্করণ।)

কলিকাতা।

৭৭ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, জয়ন্তী-প্রেসে

কে, পি, চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৫ সাল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বীরকুমার-বধ-কাব্য—কাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী-প্রণীত এই অপূর্ব্ব কাব্য বাঙ্গালিমাত্রেরই পাঠ করা উচিত। মেঘনাদবধকাব্যের পর বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরে এরূপ কাব্য আর হয় নাই। সুন্দর ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১॥০ টাকা। ডাকমাশুল ৶০ আনা।

কনকাঞ্জলি—কাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী-প্রণীত। 'হেয়ার-প্রাইজ্ এসে ফণ্ড' হইতে পুরস্কার-প্রাপ্ত। এই কনকাঞ্জলি ও **কাব্যকুসুমাঞ্জলি** (৫ম সংস্করণ)—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা, প্রত্যেকের মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাকমাশুল ⁄১০।

প্রিয়প্রসঙ্গ—গ্রন্থকর্ত্রীর ১ম গ্রন্থ। ইহা পতিশোকার্ত্তা গ্রন্থকর্ত্রীর মর্ম্মভেদী শোকোচ্ছ্বাস। ইহার সমালোচনায় মানব-শক্তি অক্ষম। অনেকের আগ্রহে আমি সুন্দর আকারে পুনঃপ্রকাশিত করিয়াছি।—মূল্য ॥৶০, ডাঃ মাঃ ⁄০। এই সকল গ্রন্থ ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

প্রকাশকের নিবেদন।

"ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ" ॥—(গীতা)

মানুষ তিন প্রকারের। কাহারও সত্বগুণ, কাহারও রজোগুণ, কাহারও তমোগুণ প্রবল। সত্বপ্রধান ব্যক্তিরা ঊর্দ্ধলোকে, রজঃপ্রধান ব্যক্তিরা মধ্যলোকে, এবং তমঃপ্রধান ব্যক্তিরা অধোলোকে গমন করে।

যাঁহারা সত্বপ্রধান ধাতুর লোক, এবং নিয়ত সত্বগুণেই অবস্থান করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, সময়ে সময়ে তাঁহারা ভক্তি, মৈত্রী ও করুণা প্রভৃতি সাত্বিক ভাবের উদ্রেকে 'দশা প্রাপ্ত' হন—একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যান। তখন, তাঁহাদের হৃদয়শায়ী 'অন্তঃপুরুষ' (১) যেন হঠাৎ জাগরিত হইয়া উঠেন, এবং তাঁহাদিগকে যা বলান, যা করান, তাঁহারা ভূতাবিষ্টের ন্যায় তাই বলেন ও তাই করেন। ভূতভাবন ভগবান্, ভূত-কল্যাণের জন্য,

(১) 'অন্তঃপুরুষ' বা 'অন্তরাত্মা'—অন্তর্য্যামী পরমাত্মা; যিনি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছেন।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"।—(কঠোপনিষৎ)

"There is a spirit in man; and the inspiration of the Almighty giveth him understanding." Job. XXXII. 8.

ব্যক্তিবিশেষের মুখ দিয়া এইরূপে নিজ বক্তব্য ও কর্ত্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের যন্ত্রস্বরূপ সেই ব্যক্তি-বিশেষকে আমরা 'নরদেবতা' বলিয়া পূজা করি। এই গ্রন্থকর্ত্রীকে 'নরদেবতা' বলিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছে। ইহাঁর প্রবন্ধসকল যতই পাঠ করিতেছি, আমার বিশ্বাস ও ভক্তি ততই ঘনীভূত হইতেছে।

ইহাঁর 'শিবপূজা', 'ভাঙিও না ভুল' প্রভৃতি পদ্যগুলি দৈববাণীর ন্যায় মানবমাত্রেরই সেবনীয়। এই সকল পদ্য ধর্ম্মজগতের চূড়ান্ত কাব্য, বঙ্গসাহিত্যের 'গীতা'।

এই গ্রন্থ যথেচ্ছ সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিবার ভার আমার উপর ছিল। কিন্তু, মুদ্রাঙ্কনের ভুল ছাড়া আর কিছুই সংশোধন করি নাই।—"তীর্থোদকঞ্চ বহ্নিশ্চ নান্যতঃ শুদ্ধিমর্হতঃ" —গঙ্গার জল আর আগুন স্বভাবতই শুদ্ধ, তাহা আবার অন্যে শুদ্ধ করিবে কি ?

এই গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্রীর প্রথমাবস্থার কবিতা এবং পর পর অবস্থার কবিতা আছে। সাধারণ স্থলে, বয়োভেদে, শক্তির তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাঁর রচনায় তাহা দেখিলাম না। এজন্য, রচনার পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে প্রবন্ধবিভাগ করিতে চেষ্টা করি নাই। যে সকল বস্তু দৈবশক্তি-প্রভাবে একই সত্বগুণের মধুময় উৎস হইতে উত্থিত, তার আবার পূর্ব্বাপর কি ? যখন যেটী ইচ্ছা উপভোগ কর না কেন, সকলি মধু। 'প্রতি-

তার আবার বাল্য যৌবন কি ?—"তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে"। এই কুসুমাঞ্জলির যে কুসুমটীর আঘ্রাণ লইবে, দেখিবে, স্বর্গীয় পরিমলে প্লাবিত !

যেমন পদ্যরচনায়, তেমনি গদ্যরচনায়, এই মহিলা সমান শক্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর পদ্যপ্রবন্ধ পাঠ করিলে যেমন মোহিত ও চমৎকৃত হইতে হয়, ইহাঁর লিখিত প্রিয়প্রসঙ্গ, গান্ধারী, সাবিত্রী, শৈব্যা, পার্ব্বতী, সুমিত্রা, প্রভৃতি গদ্যপ্রবন্ধ পাঠ করিলেও তেমনি মোহিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাঁর লেখায় একটী বিশেষ গুণ এই যে, তাহা পাঠমাত্রেই হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, হৃদয়ের কোনও অংশই অপূর্ণ থাকে না। শুষ্ক তৃণমধ্যে অগ্নি যেমন তাড়িতবেগে ব্যাপ্ত হয়, তেমনি ভাব ও ভাষায় যে গুণ থাকিলে, তাহা তাড়িতবেগে সমস্ত হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে 'প্রসাদ-গুণ' (১) বলে। দিব্য প্রসাদ-গুণ ইহাঁর ভাব ও ভাষার বিশেষ গুণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইনি কোনও শিক্ষকের কাছে শিক্ষা পান নাই। সদা সহস্র গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিয়া, এবং কোনও শিক্ষকের সাহায্য না পাইয়া, কেবল ঈশ্বরনিষ্ঠা ও আত্মাবলম্বনের গুণেই এরূপ

(১) "চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ।
স প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু চ" ॥—(সাহিত্যদর্পণ)।

উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। ধন্য ঈশ্বরনিষ্ঠা! ধন্য আত্মবালম্বন! তোমারাই মানবের প্রকৃত শিক্ষক।

কলিকাতা।
১৩০০ সাল।
৭৭, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।

প্রকাশক
শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইল। পুস্তকের শেষে যে গদ্যপ্রবন্ধটী ছিল, তৎপরিবর্ত্তে গ্রন্থ-কর্ত্রীর আর দুইটী নূতন পদ্য প্রদত্ত হইল। সর্ব্বজন-সমাদৃত উপজীব্য মহাত্মারা এই পুস্তকের প্রতি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কয়েকটী মাত্র পুস্তকের শেষে উদ্ধৃত হইল।

কলিকাতা ৭৭, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।
১৪ই চৈত্র। ১৩০৩।

প্রকাশক।

সূচীপত্র।

কাব্যকুসুমাঞ্জলিঃ।

ঈশ্বর।

জগদীশ!

এ ভব-ভবন-মাঝে
যে দিকে যখন চাই,
তোমার করুণারাশি
কেবলি দেখিতে পাই।

২

তোমার আদেশে রবি
উজল-কিরণময়,
তোমার আদেশে বায়ু
ভুবন ভরিয়ে রয়।

৩

চাঁদের মধুর আলো
যখন জগতে ভাসে,
তোমার করুণা তা'য়
উছলি উছলি হাসে।

৪

আঁধার গগনে যবে
কোটি তারা দেয় দেখা,
তোমার মহিমা যেন
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা।

৫

বিহগে ললিত গীতি
শিখায়েছ ভালবাসি,
ঢেলেছ ফুলের দলে
স্বরগের শোভারাশি।

৬

ভূধর, সাগর, মেঘ,
বসন্ত, বরিষা-ধারা,
বিচিত্র কৌশল তব
মরমে জাগায় তা'রা।

৭

নগরের কোলাহল
বিজনের নীরবতা,
না সুধিতে বলে সদা
তোমারি স্নেহের কথা।

৮

কত যে বাসিছ ভাল
কিছু না জানিতে পাই,

যখন যা প্রয়োজন
তখনি দিতেছ তাই।

৯

ভাঙ্গিলে ভবের খেলা
কোল পেতে দিবে স্থান,
দেখেও দেখিনে, তবু
নাহি ভাব "কুসন্তান"।

১০

নাহি চাও প্রতিদান
নাহি রাখ কোন আশা,
নীরবে বাসিছ ভাল
ধন্য বটে ভালবাসা!

১১

কি আর চাহিব নাথ!
তোমার চরণতলে,
তুমি যার সে আবার
কি চাহিবে ভূমণ্ডলে?

১২

এইমাত্র মাগি ভিক্ষা
যে ভাবে যখন থাকি,
তুমিই আমার, তাই
সদা যেন মনে রাখি।

১৩

যত টুকু, যত বিন্দু,
যা হয় এ ক্ষমতায়,
সাধিয়া তোমারি কাজ
যেন এ জীবন যায়।

১৪

করম, করম-ফল
সকলি তোমার হরি!
ভকতি প্রণতি নাথ!
ধর, এ মিনতি করি।

শিবপূজা।

১

নমো দেব মহাদেব, নমো রাঙ্গা পায়,
পোড়া হাড় ভস্ম ছাই,
ও চরণে পায় ঠাঁই,
আকন্দ ধুতুরা ফুল গরবে দাঁড়ায়;
ভকত-বৎসল হর,
ভকতে দিবেন বর,
মরতে "শিবত্ব" মিলে শিব-সাধনায়,
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায়?

২

খুঁজিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় দেখেছি সকল,
দেখেছি সে শচীপতি,
কনক অমরাবতী,
দেখেছি নন্দন বনে অমরের দল;
দেখেছি বৈকুণ্ঠধামে,
নারায়ণ লক্ষ্মী বামে,
দেখেছি কমলাসনে উজল অনল,
গণিয়া একটি দুটি,
দেখেছি তেত্রিশ কোটি,
দেখেছি গন্ধর্ব্ব নাগ—স্বর্গ রসাতল;
এমন আপনা-ভোলা,
এমন পরাণ-খোলা,
এমন রজতগিরি—শ্বেত শতদল,
পবিত্র শঙ্কর কোথা দেখিনি কেবল।

৩

দেখিনি কে সুধা বলি কালকূট খায়,
দেখিনি কে কৃত্তিবাস,
শ্মশানে সুখের বাস,
ভূত পিশাচেরে পালে প্রীতি মমতায়;
দেখিনি মড়ার হাড়,
কে করে গলার হার,
কাল বিষধর স্নেহে হৃদয়ে দোলায়,

কার বুকে এত স্নেহ,
প্রণয়িনী-শব-দেহ,
হৃদয়ে তুলিয়া মাতে মহাতপস্যায় ?
অমৃতান্ন-পরিপূর্ণা,
কার ঘরে অন্নপূর্ণা,
সতীর গরব তরে কেবা পড়ে পায় ?
কার প্রেম হেন সাধ,
কে দেয় জায়ারে আধা,
"অর্দ্ধনারীশ্বর" কোথা মিলে দেবতায় ?
কুবের ভাণ্ডারী তবু,
সুখ সাধ নাই কভু,
বিশ্বপ্রেমে দিশাহারা "পাগল" ধরায়,
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায় ?

নমো দেব মহাদেব, নমো ত্রিলোচন,
ভালে শোভে শশিকলা,
গলায় হাড়ের মালা,
কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বিভূতি ভূষণ ;
জ্ঞানময় সদাশয়,
আত্মজয়ী মৃত্যুঞ্জয়,
পুড়ে মরে রিপুকুল খুলিলে নয়ন,

নিষ্কাম নির্ব্বাণদাতা,
বিশ্ববন্ধু বিশ্বপাতা,
অগতির গতি নাথ অনাথশরণ,
কাহারে পূজিব আর—বিনা ও চরণ ?

৫

সদানন্দ ভোলানাথ আমি ভালবাসি,
অনাসক্ত অনুরাগী,
সংসারী সংসারত্যাগী,
শ্মশানে সুখের বাস নিত্য স্বর্গবাসী ;
অনাথ অধমপাতা,
সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধিদাতা,
রাজরাজেশ্বর তবু ভিখারী উদাসী !
জ্ঞান কর্ম্ম প্রেম ভক্তি,
মিশামিশি শিব-শক্তি,
উন্নতি মঙ্গল তাহে নিত্য পাশাপাশি !
সহস্র প্রণাম পা'য়,
স্মরণে নীচত্ব যায়,
মৃত দেহে নব প্রাণ উঠে পরকাশি !
যদিও বুঝিনা মর্ম্ম,
জানিনা ভকতি কর্ম্ম,
তবুও পূজিব প্রভো ! সাজিয়া সন্ন্যাসী,
প্রেমময় মৃত্যুঞ্জয় আমি ভালবাসি।

ভাঙিওনা ভুল।

১

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল,
যে কদিন বেঁচে র'ব,
তোমারে "আমারি" ক'ব,
অন্তিমে খুঁজিয়া ল'ব, ও চরণমূল.
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল।

২

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল,
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পিতা,
তুমি মোর রচয়িতা,
কি কাজ খুঁজিয়া মম সৃষ্টিতত্ত্ব-মূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল।

৩

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল,
আমি দাসী তুমি প্রভু,
আমি হীন তুমি বিভু,
আমারি দেবতা তুমি অমৃত অতুল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল

৪

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল,
স্নেহময়ী বসুন্ধরা,
তোমারি সৌন্দর্য্যভরা,
তোমারি প্রেমের সিন্ধু অনন্ত অকূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল।

৫

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল,
তোমারি স্নেহের শ্বাসে,
চাঁদ হাসে রবি হাসে,
তোমারি সোহাগ-মাখা কুসুম-মুকুল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল।

৬

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল,
পিতা মাতা ভাই বোন,
দম্পতীর সম্মিলন,
সকলি তোমার দান অমূল অমূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল।

৭

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল,
তোমারি ব্রহ্মাণ্ডভূমি,
অনাদি অনন্ত তুমি,

তবুও আমারি তুমি, শিখিয়াছি স্থূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

প্রভো! ভাঙিওনা ভুল,
তব এ নিখিল বিশ্ব,
তুমি গুরু আমি শিষ্য,
আমারে শিখায়ে দিও কর্ত্তব্যের মূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

প্রভো! ভাঙিওনা ভুল,
তোমারি আশীষ বরে,
খাটি যেন তোমা-তরে,
কি দুখ? হিংসুক যদি ভাবে চক্ষুশূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

১০

প্রভো ভাঙিওনা ভুল,
ভয় কি সে শোক-রোগে,
ভয় কি অশান্তি-ভোগে,
আমার "আমিত্ব" যাহে তুমি তারি মূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

১১

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল,
বুঝিনে বেদান্ত, তন্ত্র,
জানিনে তপস্যা, মন্ত্র,
আমি তব, তুমি মম—এই জানি স্থূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল।

১২

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল,
আমি কে ? তা বুঝি এই,
তুমি ছাড়া আমি নেই,
আমি তব অণুকণা তব পদধূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল।

১৩

ভাঙিওনা ভুল প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল,
এ ব্রহ্মাণ্ড রঙ্গভূমি,
এক অভিনেতা তুমি,
তবুও আমারি তুমি, শিখিয়াছি স্থূল ;
ক্ষুদ্র বিশ্ব যায় যাক্,
এ প্রাণ তোমাতে থাক্,
ও চরণ বুকে থাক্ হয়ে বদ্ধমূল,

জীবলীলা-অবসানে,
ওই প্রেমসিন্ধু-পানে,
ছুটিবে জীবন-গঙ্গা করি কুল কুল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

মা।

১

তুমি মা! জগতধাত্রী,
সংসার-পালনকর্ত্রী,
স্নেহময়ী-বেশে;
পুণ্য অমৃতের ভূমি,
স্বরগের দেবী তুমি,
মানবের দেশে।

২

কেউ কোথা নাহি যার,
তুমিই সকলি তার,
জুড়াও পরাণ;
তাই মা! তোমার নাম
আনন্দ-শান্তির ধাম,
বুকে ওঠে তান।

৩

যে অভাগা শত হেয়,
সংসারের অবজ্ঞেয়,
সদা লভে গালি ;
তারো লাগি যুড়ি কর,
বিধি-পা'য় মাগ বর,
স্নেহ-অশ্রু ঢালি।

৪

কৃতঘ্ন, রাক্ষস, ভূত,
পিশাচ, যমের দূত,
তারে লও বুকে ;
তারেও "গোপাল" জানি,
স্নেহমাখা কোলে টানি,
চুমো দাও মুখে।

৫

প্রীতির অমিয়া মূর্ত্তি,
ভকতির পূর্ণ স্ফূর্ত্তি,
অমৃতের খনি ;
"মা" বলে ডাকিলে মন,
সুধারসে নিমগন,
শত ভাগ্য গণি।

৬

আমি যে অভাগা দীন,
অবোধ শকতিহীন,
কি জানি মহিমা ;
দর্শন বিজ্ঞান তোমা,
বেদ সংহিতাদি ও মা !
দিতে নারে সীমা।

৭

চাঁদ ধ'রে, তারা ছিঁড়ে,
বুক কেটে, প্রাণ চিরে
আমারে হাসাও ;
কেমন স্বরগ-ধাম,
"দেবতা" কাহার নাম,
তুমিই শিখাও।

৮

পর লাগি আত্মহারা,
দেখিনি এমন ধারা,
নিশ্বাসে নিশ্বাসে ;
আমার সুখের তরে,
কার প্রাণ হেন করে,
কা'র এত আসে ?

৯

তোমারি শোণিত দিয়া
গঠিত আমার হিয়া,
তব দত্ত প্রাণ ;
আমি মা ! তোমারি দাস,
তুমিই আমার আশ,
তোমারি সন্তান।

১০.

মরুদেশে চারু ছায়া,
মরতে স্বরগ-মায়া,
সুখ-শান্তি-আশা ;
মানব-করুণা-হেতু,
বিধির পুণ্যের সেতু,
জানিনে তো ভাষা !

১১

হেরিলে তোমারি মুখ,
পুলকে উথলে বুক,
(তাই থাকি) রাত দিন চেয়ে
সুধিতে মুখের পরে,
আমার যে লজ্জা করে,
তুমি কি মা ! দেবতার মেয়ে

১২

এই কর আশীর্ব্বাদ,
সন্তানের এই সাধ,
যে ক'দিন থাকি ;
বসি তব পদতলে,
ভাসি সুখ-অশ্রুজলে,
"মা" বলিয়া ডাকি।

১৩

কেমন স্বরগ-ধাম,
"দেবতা" কাহার নাম,
বুঝিব মরতে ;
তোমারি তো হাতে গড়া,
তোমারি চরণে পড়া,
আমি কে জগতে ?

মায়ের কুটীর।

১

আয় তোরা যাদুধন!
দেখিনি রে কতক্ষণ,
ভিজায়ে রেখেছি খুদ, ঘরে গুড় আছে ;
বেশী না তো এক মুঠো,
ধর এই দুটো দুটো,
খাও দেখি সবে মিলি বসি মোর কাছে।

২

ধূলা-মাখা সোণা গা'য়,
মুছায়ে দি কোলে আয়,
মরি মরি! কচি মুখ গেছে শুকাইয়া;
আমার কপাল পোড়া,
কত দুখ পেলি তোরা,
দুখিনী মায়ের পেটে জনম লইয়া।

৩

তিনটী এ শিশু ছেলে,
পতি গিয়াছেন ফেলে,
বাছাদের ভাবনায় পরাণ শুকায়,
অবোধ বোঝেনা কথা,
অভাগী কি পাবে কোথা,
সকালে ভাঙিলে ঘুম আগে খেতে চায়।

৪

এমনি বিধির বাদ,
এ সব সোণার চাঁদ,
দুবেলা না পায় দুটো উদর ভরিয়া;
এ বুকে যে কত আছে,
কব তা কাহার কাছে,
আঁধারে কামনা কত গেল মিলাইয়া!

৫

থাকি এই কুঁড়ে ঘরে,
তথাপি বাসনা করে,
ভাল মন্দ দেই কিছু বাছাদের মুখে ;
ঘুঁটে ভাঙি, কাটি ঘাস,
তবুও পরাণে আশ,
হেসে খেলে খেয়ে মেখে ওরা থাকে সুখে।

৬

হায় !
হেন জন নাই ভবে,
মিঠে দুটো কথা ক'বে,
কেন আমাদের হেন নিঠুর সংসার ?
পাড়া-প্রতিবাসী হায় !
দেখিলে সরিয়া যায়,
আমি তো করি নি কভু কোন ক্ষতি কার ?

৭

ধনীর দুয়ারে গেলে,
খেপায় তাদের ছেলে,
ছেঁড়া বাস দেখি দেহে রুখু রুখু চুল,
ক্ষীর সর যাহা পায়,
দেখায়ে দেখায়ে খায়,
আমার বাছারা যবে ক্ষুধায় আকুল !

হেরি সে ক্ষুধিত মুখ,
শত বাজ্রে ভাঙ্গে বুক,
জগতে কি ছেলে বুড়ো মায়াহীন হায় !
কা'র হায় ! পৌষ মাস,
কা'র হায় ! সর্ব্বনাশ,
তাহারা আমোদ তরে ওদের কাঁদায় !

৯

আমার তো কত সয়,
এ পরাণ লোহাময়,
পারিনে ওদের ব্যথা দেখিবারে আর ;
কেন তুমি নারায়ণ !
দিলে মোরে হেন ধন,
এ রাক্ষস-পুরে কেন বাছারা আমার ?

১০

শত উপবাস করি,
কিম্বা অনাহারে মরি,
সংসার করে না কভু মুখের জিজ্ঞাসা ;
তবু এই তুচ্ছ প্রাণ,
কতই মায়ার টান,
আমি মলে বাছাদের কি হবে রে দশা

না গো না সকলি স'ব,
এই স'য়ে বেঁচে র'ব,
শুকাব এ অশ্রুজল ওদেরি হাসিতে ;
তোমার চরণে হরি !
এই নিবেদন করি,
নিতি যেন পাই কিছু চাঁদ মুখে দিতে।

ভিখারিণী মেয়ে।

১

দিনমান যায় যায় প্রায়,
গেল রোদ গাছের আগায় ;
কে ও গায় পথে বসি এমন সময় ?—
না না না, আমারি ভুল, গান ও তো নয় ;
পরাণে কত কি ব্যথা পেয়ে,
কাঁদে এক ভিখারিণী মেয়ে !

২

কত দুখে আহা রে ! না জানি,
শুকায়েছে সোণা মুখখানি !
ছেঁড়া বাস জুড়ে তেড়ে ঢাকিয়াছে কায়,
কত দিন তেল বুঝি পড়েনি মাথায় !
অই শুন ! বড় বেদনায়
নিজে কেঁদে পরেরে কাঁদায় !

৩

"এ জগতে কেউ মোর নাই,
আমি আজি ভিখারিণী তাই ;
দুয়ারে দুয়ারে ডাকি 'ভিক্ষা দাও' ব'লে,
ঘর নাই, রেতে তাই থাকি তরু-তলে ;
কিছু নাই আমার সম্বল,
সবে ধন নয়নের জল !

৪

ছেলে মেয়ে পথ বেয়ে যায়,
অভাগিনী নীরবে তাকায় ;
'পাছে রাগ করে' ভেবে কথা বলি নাই ;
তারা কেউ নহে মোর বোন কিবা ভাই ;
তাই তারা আমারে ডাকে না,
মোর পানে চেয়েও দেখে না !

৫

এ জগতে কে আছে আমার,
আমারে ব'লিবে 'আপনার' ;
আপনা আপনি কাঁদি কেউ নাহি শুনে ?
আমারে জগতে কিগো ! কেউ নাহি চিনে ?
এ দেশে তো এত আছে লোক,
মোর তরে কেবা করে শোক ?

৬

হায় বিধি! আমার কপালে,
মরণ আছে কি কোনো কালে?
বাবা গেছে, দাদা গেছে, মা'ও গেছে চলে,
একা আমি পড়ে আছি, এত স'ব বলে!
ভাগ্যবান্ তাড়াতাড়ি মরে,
অভাগারে যমে ভয় করে।

৭

তিন দিন ভাত নাই পেটে,
চলিতে পারিনে পথ হেঁটে;
আকাশে উঠিছে মেঘ উড়িছে পরাণ,
যদি আসে ঝড় জল কোথা পাব স্থান?
এইমাত্র ভিক্ষা দাও হরি!
আজ যেন একেবারে মরি!

দারুণ দুখের জ্বালা সয়ে;
বেঁচে আছি আধমরা হয়ে;
এখন বাসনা শুধু, জনম মতন—
মরণের কোল পাই করিতে শয়ন;
এ জগতে কেউ যার নাই,
মরণ! তুমিই তার ভাই!"

৯

কচি মুখে এ বিষাদ-গান,
শুনে কার কাঁদে না পরাণ ?
আয় তোরা ভাই বোন, সবে মিলে যাই,
দুখিনীর আঁখি-জল যতনে মুছাই ;
আমাদের মানুষের প্রাণ,
কেন হবে নিরেট পাষাণ ?

১০

চল ! তোরা ওর হাত ধরে,
ডেকে আনি আমাদের ঘরে ;
এ জগতে কেউ ওর আপনার নাই,
কেউ হব বোন মোরা কেউ হব ভাই ;
তা হলে ও বেদনা ভুলিবে,
তা হলে বা পুলকে হাসিবে !

মলয়-বাতাস।

১

এ মধুর হাসিরাশি ঢেলে,
আজ ভাই ! কোথা থেকে এলে ?
এসেছ ত বোস ভাই !
কুশল জানিতে চাই,
ফুলের সৌরভ আজ কতখানি পেলে ?

উছলি তটিনী-প্রাণ,
গাহিয়া অমিয় গান,
কতগুলা তাপিতের পরাণ জুড়ালে ?

২

এত দিন ছিলে কোন্ দেশ,
কও তাই জানি সবিশেষ ;
প্রকৃতি তোমারি তরে,
বেঁচে ছিল ম'রে ম'রে,
জগতে ছিল না কিছু আরামের লেশ ;
তুমিই ছিলে না তাই,
সব ভস্ম সব ছাই,
স্নেহের ভবন যেন বড়ই বিদেশ।

৩

নিতি নিতি কলকণ্ঠে পাখী,
তোমারে করিত ডাকাডাকি ;
রবিটী সকাল বেলা,
খেলিত না ছেলেখেলা,
চাঁদেরো সোণার মুখে দুখ মাখামাখি ;
ফুলেরা হাসিয়া হেন,
খসিয়া পড়েনি যেন,
তুমি না আসিলে আমি "একা একা" থাকি

আজ ভাই! কও সমুদয়,
তুমি বুঝি এ ভবের নয়?
সরল কোমল প্রাণ,
নাহি ভান নাহি মান;
উদার হৃদয়খানি স্নেহের নিলয়;
শারদ-পূর্ণিমা-রাকা,
মধুর জ্যোছনা-মাখা,
ডুবানো পরার্থে মরি! মাখানো বিনয়।

৫

জগতে তো "আপনার পর"—
ভরা আছে সবারি অন্তর;
সুখ শান্তি ধন মান,
সবাই নিজস্ব চান,
শুনিয়া পরের সুখ গায়ে আসে জ্বর;
সবাই আপনা বোঝে,
সবাই সে স্বার্থ খোঁজে,
পরার্থের অর্থ নাই সংসার-ভিতর।

৬

তুমি দেখি পরেরে ভাবিয়া
দিনরাত বেড়াও খাটিয়া;

ফুলের সুবাস বও
চাঁদের জোছনা লও,
নদীর হৃদয় দাও সুখে মাতাইয়া ;
ব্যথিত মানব-গা'য়
সুধা হয়ে পড় হায় !
কেন ভাই ! এত স'ও পরের লাগিয়া ?

৭

একটুকু নাই আত্ম-জ্ঞান,
পরে পরে ভরা ও পরাণ !
ছোট, বড়, ধনী, দীন,
কিছু নয় তব ভিন,
কমল, শেহালা যেন দুটীই সমান ;
কোথাকার সরলতা,
কোথাকার মধুরতা,
এমন উদার ভাই ! কোথাকার প্রাণ ?

জগতে মানুষ আছে যারা,
"ছোট বড়" বেছে লয় তারা ;
দশের চোখের 'পরে
দয়া বিতরণ করে,
দয়ার দুয়ারে জাগে "সুযশ" পাহারা ;

তোমার মতন কেহ
নীরবে না দেয় স্নেহ,
কাঙালে ঢালে না কেহ অমৃতের ধারা !

৯

তুমি দেব,—তুমিই দেবতা,
বুক-ভরা করুণা মমতা !
আমি জানি দেবতারা—
ভালবেসে আত্মহারা,
দেবতা জানে না কভু "বাণিজ্য" বারতা ;
অনাথ দীনের দুখে
শত অশ্রু ঝরে মুখে,
দেবতার বুকময় শুধু কোমলতা।
পুণ্যপূর্ণ শান্তিময়,
ধেয়ানে পাতক ক্ষয়,
দীন হীনে ক'ন কত আদরের কথা ;
শত রবি শশী হায় !
যে আলোকে নিভে যায়,
চিনি আমি দেব-জ্যোতি দেব-অমরতা।

১০

তাই ডাকি, দাঁড়াও দাঁড়াও,
মোর শিরে পদ-ধূলি দাও !

একটু নয়ন ভরি,
পরাণ সফল করি,
পাপীর মরমে আজ স্বরগ জাগাও!
তোমার স্বর্গীয় নীতি,
পর-সেবা, বিশ্ব-প্রীতি,
আমারে করুণা করি একটু শিখাও!
আমি ভাই! বেঁচে মরা,
ষোল আনা স্বার্থ-ভরা,
অধমতারণ তুমি, কেন ফেলে যাও?
পরশ-পরশে হায়!
লোহা সোণা হ'য়ে যায়,
তুমিও আমার কাণে দেব-গীতি গাও—
তুমিও আমার শিরে পদ-ধূলি দাও।

ভ্রমর। *

১

হা'য় অভাগী ভ্রমর!
বঙ্গের সরলা বধূ,
পরাণে পূরিত মধু,
কে দিল গরল মেখে মরম-ভিতর?

* শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবুর 'ভ্রমর' দৃষ্টে লিখিত।

দেবতা পুরুষজাতি,
সে কেন বিশ্বাসঘাতী ?
'সে অবলা নাশে নাহি ভয় ডর ?
মুখ চেয়েছিলি অভাগী ভ্রমর !

২

হায় অভাগী ভ্রমর !
যার পানে চেয়ে চেয়ে
অবোধ অভাগী মেয়ে !
ভুলেছিলি এ অবনী অপূর্ণ নশ্বর,
মন্দার-সৌরভরাশি
প্রাণে উছলিত ভাসি,
সে অমৃত মৃত্যু-মাখা—বিষাক্ত আদর,
কারে দিয়েছিলি প্রাণ অভাগী ভ্রমর !

৩

হায় অভাগী ভ্রমর !
অনন্ত বিশ্বাস আশা,
সীমাশূন্য ভালবাসা
যে পতি-চরণে সতী ঢালে নিরন্তর,
সেই কিনা "কালো" বলে,
চলে যায় পায় দলে,
সে খোঁজে—"কাহার রূপে আলো করে ঘর",
কার এ কপাল পোড়ে, অভাগী ভ্রমর !

৪

হায় অভাগী ভ্রমর!
সাবাস পুরুষ-প্রাণ,
এ উপেক্ষা অপমান
দিতে কি একটুখানি হ'ল না কাতর?
ও কালো-বুকের তলে
স্বর্গ-মন্দাকিনী চলে,
বুঝিল না একবারো নিঠুর বর্বর!
এই কি সংসার-সুখ অভাগী ভ্রমর!

৫

হায় অভাগী ভ্রমর!
তুচ্ছ হীরা তুচ্ছ হেম,
নারীর উপাস্য প্রেম,
জানে না অবোধ হীন নীচাশয় নর;
সেই প্রেমে অপমান
সহে কি রমণী-প্রাণ?
শত বজ্রাঘাত সে যে প্রাণের উপর!
কেমনে, কেমনে তবে বাঁচিবি ভ্রমর!

৬

হায় অভাগী ভ্রমর!
নয়নে বহিল ধারা!
ভূতলে সম্বিত-হারা—
পড়িলি, বিঁধিয়া বুকে কালান্তক শর;

সে মহামরণ-তীরে
সে তো দেখিল না ফিরে,
দিল না জন্মের শোধ একটু আদর !
তখনি ম'লিনে কেন অভাগী ভ্রমর !

৭

হায় অভাগী ভ্রমর !
তবু কি তাহার আশে
আবার থাকিবি বাসে,
জ্বালায়ে জ্বলন্ত চিতা বুকের উপর ?
স'য়ে কি এ বিষবাণ
র'বে তোর দেহে প্রাণ ?
এত কি অসাড় হ'বে রমণী-অন্তর ?
নারী-কুলে হেন কালী দিস্‌নে ভ্রমর !

৮

হায় অভাগী ভ্রমর !
উজল তড়িত বুকে,
অশনি রয়েছে রুখে,
কলঙ্ক মেখেছে গা'য় রাঙা শশধর ;
দেবত্বে লেগেছে কালি,
কি দারুণ গালাগালি !
সরমে সরে না বাণী, বুকে লাগে ডর,
পতিত্ব পশুত্ব-ভরা, ছি-ছি-ছি ভ্রমর ! !

৯

হায় অভাগী ভ্রমর!
মরেছে যাহার নাম—
ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-ধাম,
পরশি যে পদধূলি পূত কলেবর—
সেই পতি "অপবিত্র"—
উহু কি ভীষণ চিত্র!
কোথায় লুকাবি আত্মা—কোথা পাবি ঘর?
জীবনের মহামরু এই তো ভ্রমর!

১০

হায় অভাগী ভ্রমর
"প্রিয় পতি দোষী কিনা"
পরেরে তা সুধাবি না,
আপনি মরিবি পুড়ে আগুন-ভিতর;
ওই ছিন্নমস্তা-বেশ!
বেশ্, লক্ষ্মি! বেশ্, বেশ্!
আপনি আপন হাতে যাবি যম ঘর!
কোন্ ছার ধন প্রাণ!
বড় আদরের মান,
পতির সম্মান ধর্ম্ম সর্ব্বোচ্চ সুন্দর;
সে যদি কলঙ্কী হবে,
দশে অপযশ ক'বে,
বিধাতা জানিবে তারে পাষণ্ড পামর;

সে হিংসা, সে শোকানলে
এ ব্রহ্মাণ্ড পোড়ে জ্বলে,
কি সাধ্য পুষিবে নারী বুকের ভিতর ?
তাই বলি বিষ খাও,
বিষ খেয়ে ম'রে যাও,
নীলিমে উড়িয়া জ্বালা যুড়া'গে ভ্রমর !
তোরি গীতি গেয়ে কবি হইবে অমর।

নীরবে।

১

নীরবে এসেছি সখি !
নীরবে যাইব ভাল,
আমারে যা দিবে, সবি
নীরবে নীরবে ঢাল।

২

নীরবে চলিবে নদী,
নীরবে মলয়া ব'বে,
মোর সাথে খেলাঘরে
নীরবে খেলিতে হবে।

৩

নীরবে হাসিবে শশী
কালো মেঘে লুকি' লুকি',
আমার তরুণ রবি
নীরবেই দিবে উঁকি।

আমার চামেলি বেলি
নীরবে জাগিয়া র'বে,
আমারে পাপিয়া শ্যামা
নীরবে দুকথা ক'বে।

নীরবে ঢালিবে ধারা
বরষায় কাদম্বিনী,
নীরবে আমার বীণে
উঠিবে খাম্বাজ-ধ্বনি।

৬

নীরবে ফুটাব সাধ,
নীরবে শুকা'ব আশা,
নীরবে কবিতা মম
গাহিবে প্রাণের ভাষা।

৭

নীরবে সাঁজের তারা
মোর পানে চেয়ে র'বে,
আদর সম্ভাষ সবি
নীরবে নীরবে হবে।

শরত বসন্ত মম
নীরবে আসিবে পাশে,
সে শুধু নীরবে র'বে
আমারে যে ভালবাসে।

নীরবে গঙ্গার বুকে
মিশাব এ অশ্রুধারা,
নীরবে দেখিব চেয়ে
নীরবে মিলিছে তারা।

১০

নীরবে প্রভাত মম
নীরবে সাঁজের বেলা,
আমি তো এসেছি শুধু
খেলিতে নীরব-খেলা।

১১

জীবনের যত—সবি
নীরবে নীরবে হবে,
মরণেরো গায়ে মোর
নীরবতা মাখা র'বে।

১২

নীরব নিঝুম সেই—
শ্যাম শ্মশানের পাশে,
নীরব সাধনা নিতি
সাধিব তাহারি আশে।

১৩

নীরবে সে দিবে দেখা,
নীরবে ডাকিয়া নিব,
প্রাণখানি তার হাতে
নীরবে নীরবে দিব।

১৪

নীরবে মুদিব আঁখি
সে মুখে হেরিয়া হাসি,
নীরবে জনম, সখি!
নীরবতা ভালবাসি।

আসিব কি ফিরে ?

স্থাবর জঙ্গম বুকে
অনন্তে মিশিতে সুখে
বসুমতী ধায়,
কত সুখ কত শান্তি
কত দুখ কত ক্লান্তি
তা'র সাথে যায় !
অলক্ষিত আকর্ষণে
প্রতি মুহূর্ত্তের সনে
কত কি ফুরায় !
প্রভাতে তরুণ রবি
ডগমগ লাল ছবি
প্রদোষে মিলায় ।
ফুল-বালা ফুটি ফুটি
কচি মাথা পড়ে লুটি,
সহসা ভূতলে,
ছয় ঋতু পা'য় পা'য়
আসে আর চলে যায়
এক বেগ-বলে !

সরল শৈশব-হাসি
মধুর যৌবনরাশি
দুদিনে পলায়,
এ বিশ্ব অশ্রান্ত গতি
পলে পলে এক রতি
অনন্তে মিশায়!
এ চঞ্চল স্রোতে ভেসে
চলি যাব কোন্ দেশে
কে জানে কাহিনী?
আঁধার আঁধারতম,
জীবন মরণ মম
অন্ধের যামিনী!
প্লাবনে ডুবিলে গিরি
কাঁদে লোকে "আহা" করি,
বড় ব্যথা পেয়ে,
ক্ষুদ্র এক বালি-কণা
ডুবিল কি ডুবিল না
কে দেখিবে চেয়ে?
প্রতিদিন কত বিন্দু
ভরিবে এ মহাসিন্ধু
হাসিয়া কাঁদিয়া,

তুলিয়া "উন্নতি"-গাথা
কতই উন্নত মাথা
উঠিবে জাগিয়া।

গাহিয়া প্রেমের গান
কুসুম-কোমল প্রাণ
ঘুমিয়া পড়িবে,

শিশুরে মা ধরি বুকে
চাঁদপানা সোণামুখে
সোহাগে চুমিবে।

যোগী যে অনন্ত-ধ্যানে
ডুবিবে উদার প্রাণে
মায়া মোহ ভুলে,

কবি সে গাহিবে গীতি
সুখ দুখ শোক প্রীতি
মন প্রাণ খুলে।

এখনো যেমন সবে
তখনো তেমনি র'বে
ধরাতল ছেয়ে,

ক্ষুদ্রতম বালি-কণা
ডুবিল কি ডুবিল না
কে দেখিবে চেয়ে ?

এ দেহের চিহ্ন নাই
শুধু একরাশি ছাই
র'বে গঙ্গা-তীরে,
আর কি পাঠাবে বিভু!
সুন্দর জগতে কভু
আসিব কি ফিরে?

পুড়ে যাবে সাধ আশা
ডুবে যাবে ভালবাসা
জাহ্নবীর নীরে,
আর কি পাঠাবে বিভু!
প্রেমের জগতে কভু
আসিব কি ফিরে?

একা।

১

একা আমি, চিরদিন একা
সে কেন দুদিন দিল দেখা?
আঁধারে ছিলাম ভাল
কেন বা জ্বলিল আলো?
আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা!

ভুলে ভুলে ভালবাসা
ভুলে ভুলে সে দুরাশা
ভুলে মুছিলনা শুধু কপালের লেখা !

২

একা আমি এ অবনীতলে,
কেহ নাই "আপনার" বলে,
একাই গাহিব গীতি
একাই ঢালিব প্রীতি
একাই ডুবিয়া যাব নয়নের জলে !
সে কেন পরাণে আসে
সে কেন মরমে ভাসে
কেন ছোটে তারি ঢেউ মরমের তলে !

৩

বসন্ত বরষা শীত যারা,
আমার কেহই নয় তা'রা,
ভাসিলে নয়ন-নীরে
দেয় না মাথার কিরে
হাসিলে আসেনা কাছে ঢেলে সুধাধারা !
একা আমি একা রই
সুখ দুখ একা স'ই
সে কেন আমার তরে হ'ত দিশাহারা ?

৪

একা আমি—জগতের পর
এক পাশে বেঁধে আছি ঘর,
আমার উঠানে ভুলে
হাসে না কুসুমকুলে
ঢালে না কো কলকণ্ঠ মধুমাখা স্বর ;
সে, হেন একার ঘরে
কেন অধিকার করে
প্রাণে কেন তারি ছটা ভাসে নিরন্তর ?

৫

একা আমি আসিয়াছি ভবে,
আমার "দোসর" কেন হবে ?
শ্মশান-সৈকত-বুকে
একাই ঘুমাব সুখে
জগত সংসার মোর শত দূরে র'বে,
আমারে মমতা স্নেহ
দেয় নি—দিবে না কেহ
সে কেন আমারি শুধু হয়েছিল তবে ?

৬

একা আমি চিরদিন একা,
তবু সে দুদিন দিল দেখা !

এখন বাসনা তাই
কোটি পরমায়ু পাই
তাহারি তপস্যা করি কপালের লেখা !
তারি লাগি বসুন্ধরা
হাসি-ভরা কান্না-ভরা
জীবনের মূল তত্ত্ব তারি লাগি শেখা !
সে আলোকে আলো পথ
ত্রিদিবের পুষ্পরথ !
ও পারে অনন্তপুরী যায় যেন দেখা !
যে কদিন থাকে প্রাণ
এই কোরো ভগবান্ !
গাই যেন তারি গান বসি একা একা।

স্নেহপ্রতিমা।

কোথাকার তুই বালা
কোথাকার তুই ?
কোথাকার যাতি বেলি
কোথাকার যুঁই ?
কেন মোরে তোর হেন
মরমের টান ?
আমি কি বেসেছি ভাল
দিয়ে শত প্রাণ ?

গাঁথিয়া চিকণ মালা
নব তারকায়,
আমি কি জড়ায়ে দি'ছি
তোর ও খোঁপায় ?
চাঁদের চাঁদনি কি গো !
মাখায়েছি মুখে ?
অমর অমৃতরাশি
ঢেলে দি'ছি বুকে ?
তুজনে কি এক সাথে
খেলেছি সাঁতার ?
করেছি কি তোরি লাগি
বিশ্ব চুরমার ?
কাঙাল গরীব আমি
কি দিয়েছি তোরে ?
পরাণ-টুকুনি তোর
কেন দিলি মোরে ?
কেন তোর আঁখি-ভরা
এ ঘুমের ঘোর ?
"আমি কি কয়েছি তোরে—
আমি শুধু তোর" ?

প্রিয়বালা। *

আয় তো আমার প্রিয়বালা!
　　আয় তো আমার হৃদয়-রাণি!
বল্ তো কথা সুধার ভাষে
　　তোল তো ও চাঁদবদনখানি।
চাইলে তোমার মুখের পানে,
　　দেখ্‌লে তোমার মধুর হাসি,
আমি কি আর আমায় থাকি!
　　প্রাণ চলে যায় কোথায় ভাসি!
যে আলোকে সোণালী চাঁদ
　　নিত্য হাসে শ্যামল সাঁঝে!
যে আলোকের ছড়াছড়ি—
　　বেলি-যূথি-গোলাপ-মাঝে।
যে আলোকে ঊষার বাহার,
　　যে আলোকে তরুণ রবি,
যে আলোকে ভুবন খানি
　　মনে হয় কি সোণার ছবি!

---

* গ্রন্থকর্ত্রীর পতি এই একমাত্র শিশুকন্যাটী রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।—প্রকাশক।

সেই আলোকে কেমন যেন
তোর মুখানি সদাই মাখা,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে হলেম সারা
তবু দেখ্‌লে যায় না থাকা।
মনটা যেন শিউরে উঠে,
প্রাণটা যেন বেরোয় কেঁপে,
তাই তো তোরে এমনি করে
বুকের 'পরে ধরি চেপে।
তোমার মুখে তোমার বুকে
স্বরগ-দেশের ভালবাসা,
তোমার কথা, তোমার গাথা
সব্ গুলো স্বরগের ভাষা!
স্বরগপুরের ফুলটী তুমি
ভূলোক-মাঝে দ্যুলোক-মেয়ে,
মানুষ গুলো "অমর" হয়
তোমার গায়ের গন্ধ পেয়ে।
তোমায় দেখে বিশ্ব গলে
ব'য়ে যায় কি প্রেমের ঢেউ!
থাকে না কো ঝগড়া ঝাঁটি
"পর" থাকে না একটী কেউ।
তাও ছাড়া আর্ কিছু আছে
তোমায় মুখে মাখামাখি,

তোরেই দেখ্‌লে মনে পড়ে

*　　*　　*

থাক্ থাক্ থাক্ থাক্ তা বাকি।
তখন আমার জগৎখানি
শুধুই কেবল ব্রহ্মময়,
তখন আমার শব্দগুলা
বেদ-বেদান্তের কথা কয়।
স্বরগ আছে, দেবতা আছে
তখন আমি বুঝ্‌তে জানি,
মরণ পরে জীবন আছে
চোকে দেখার মতন মানি।
পুরাণ, কোরাণ, বাইবেলি জ্ঞান
ঐ মুখে মোর সবই লেখা,
মনুষ্যত্ব, বিশ্বতত্ত্ব
তোমার কাছেই আমার শেখা।
এ শুকনো নীরস প্রাণে
তোমার তরেই তুফান ছোটে,
তোমার তরে এ সাহারায়
দু'চার হাজার কুসুম ফোটে।
যাবার বেলা প্রাণটী আমার
তো'তে রেখে চলে যাব,

সেই আলোকে কেমন যেন
তোর মু খানি সদাই মাখা,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে হলেম সারা
তবু দেখ্‌লে যায় না থাকা।
মনটা যেন শিউরে উঠে,
প্রাণটা যেন বেরোয় কেঁপে,
তাই তো তোরে এমনি করে
বুকের 'পরে ধরি চেপে।
তোমার মুখে তোমার বুকে
স্বরগ-দেশের ভালবাসা,
তোমার কথা, তোমার গাথা
সব্‌ গুলো স্বরগের ভাষা !
স্বরগপুরের ফুলটী তুমি
ভূলোক-মাঝে দ্যুলোক-মেয়ে,
মানুষ গুলো "অমর" হয়
তোমার গায়ের গন্ধ পেয়ে।
তোমায় দেখে বিশ্ব গলে
ব'য়ে যায় কি প্রেমের ঢেউ !
থাকে না কো ঝগড়া ঝাঁটি
"পর" থাকে না একটী কেউ।
তাও ছাড়া আর্ কিছু আছে
তোমার মুখে মাখামাখি,

তোরেই দেখ্‌লে মনে পড়ে

থাক্ থাক্ থাক্ থাক্ তা বাকি।
তখন আমার জগৎখানি
শুধুই কেবল ব্রহ্মময়,
তখন আমার শব্দগুলা
বেদ-বেদান্তের কথা কয়।
স্বরগ আছে, দেবতা আছে
তখন আমি বুঝ্‌তে জানি,
মরণ পরে জীবন আছে
চোকে দেখার মতন মানি।
পুরাণ, কোরাণ, বাইবেলি জ্ঞান
ঐ মুখে মোর সবই লেখা,
মনুষ্যত্ব, বিশ্বতত্ত্ব
তোমার কাছেই আমার শেখা।
এ শুকনো নীরস প্রাণে
তোমার তরেই তুফান ছোটে,
তোমার তরে এ সাহারায়
দু'চার হাজার কুসুম ফোটে।
যাবার বেলা প্রাণটী আমার
তো'তে রেখে চলে যাব,

আমার যা সব রইল বাকি
তুমি পেলেই আমি পাব ।
যে দিন তুমি এসেছিলে
সে দিন ছিল পীযূষ-ঢালা,
তাই আমরা তোমার নাম
রেখেছিলেম "প্রিয়বালা" ।
আজ—
গরীব আমি কাঙাল আমি
কোথায় বা কি পাব আর ?
এইটী নিও, বলে তোমার
জনম-দিনের উপহার ।

সাবিত্রী ।

১

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, নিশীথ-গগনে
আঁধার জলদ রয়েছে ছেয়ে,
আঁধার ধরেছে জড়ায়ে আঁধার
পলায়ে গিয়েছে বিজলী মেয়ে ।

২

নিঝুম নিঝুম নিবিড় কানন,
জ্বলে না জোনাকী কাঁপে না পাতা,
স্তব্ধ প্রকৃতি স্তবধ আকাশ,
তটিনী গাহে না মধুর গাথা।

৩

নীরব নিথর নিচল অবনী
ঘুমায়ে আঁধারে আনন ঢাকি,
জেগে আছে শুধু সাবিত্রী অভাগী
মৃতপ্রায় পতি হৃদয়ে রাখি।

খুলিয়া গিয়াছে বসন ভূষণ,
এলোথেলো হ'য়ে পড়েছে চুল,
মরমে জ্বলেছে দারুণ আগুন
শুকায়ে উঠেছে কলিকা-ফুল !

৫

হৃদয় গলিয়া যুগল নয়নে
দর দর দর বহিছে ধারা,
অজানা আতঙ্কে শিহরে পরাণ
আজি রাজবালা আপনা-হারা !

৬

কভু তুলি ধীরে স্নেহ-মাখা কর
যতনে বুলায় পতির গা'য়,
কভু বা আঁচলে করিছে বাতাস,
কভু মুখপানে চমকি চায়।

৭

ক'য়েছে তাহারে দয়িত তাহার
বিষাদ-ব্যথিত করুণ রবে—
"ধর গো! আমায় দংশিছে বিছায়
তোমারি পরশে আরাম হবে!"

৮

তাই কোলে সতী রাখিয়াছে পতি
ঘুচাতে তাহার অসহ্য ব্যথা,
তবু সে চাহে না তবু সে হাসে না
আর তো কহে না একটী কথা!

নীরব ভুবন আঁধার কানন
ত'ায় তো রমণী করেনি ভয়,
তার বুক শুধু উঠিছে কাঁপিয়া
"আজি ধ্বা সাবিত্রী বিধবা হয়!"

১০

ঘনায়ে আসিছে যুগান্ত আঁধার
ফাঁকি দেয় বুঝি জীবিতনাথ,
সুখ-শান্তি-আশা জীবন-লালসা
সবি ফাঁকি দেয় তাঁহারি সাথ !

১১

না না সে দয়িতে দিবে না যাইতে
পরাণে পরাণ রাখিবে চেপে,
হেরিয়া সে দৃশ্য চমকিবে বিশ্ব
মরণেরো প্রাণ উঠিবে কেঁপে !

১২

মাভৈঃ মাভৈঃ ডাকিছে দেবতা—
"সাবিত্রি ! তোমার কিসের ভয়,"
আকাশ অবনী ডাকে প্রতিধ্বনি—
"সতী কি কখনো বিধবা হয় ?"

১৩

কোন্ তুচ্ছ যম, কি তার বিক্রম,
ভাঙ্গিয়া চূরিয়া সাবিত্রী-হৃদি
পরাণে জ্বালায়ে রাবণের চিতা
কেড়ে নেবে তার অমূল্য নিধি।

১৪

জগতে অভয়া অনন্তে বিজয়া
সাবিত্রী সতীত্বে অমৃতময়,
তার প্রিয় পতি দেবতা অমর
তার কি মরণ কখনো হয় ?

১৫

এখানে এস না নিঠুর শমন !
সাবিত্রীর নাম দিও না ঘুচে,
ভবের লালসা প্রাণের ভরসা
সিঁথির সিঁদূর নিও না মুছে !

১৬

থা'ক্ থা'ক্ থা'ক্ আঁধার যামিনী
ফুটো না ফুটো না সোণার রবি,
হেরি মৃত পতি ম'রে যাবে সতী
আগে তো মরিবে অভাগা কবি।

বর্ষা-সুন্দরী।

১

রাত দিন ঝম্ ঝম্
রাত দিন টুপ্ টুপ্,
কি সাজে সেজেছ রাণি!
এ কি আজ অপরূপ!

২

আননে বিজলী হাসি
গলায় কদম-হার,
আঁচলে কেতকী-ছটা
এ আবার কি বাহার!

৩

শিখী নাচে ভেকে গায়,
মেঘে গুরু গরজন,
বসুধা আনন্দভরে
কত করে আয়োজন!

৪

ডুবেছে রবির ছবি—
ডুবেছে চাঁদিমা তারা,
আকাশ গলিয়া পড়ে
তরল রজত-ধারা !

৫

উথলিছে গঙ্গা, পদ্মা,
পরাণে ধরে না সুখ,
মরমে রয়েছে ছেয়ে
তোমারি স্নেহের মুখ !

৬

রাত দিন ঝম্ ঝম্
রাত দিন টুপ্ টুপ্,
দেখেছি অনেকতর
দেখিনি তো এত রূপ !

৭

জলদ বিজলী তা'রা
এ উহার কর ধোরে
চলেছে পিছল পথে,
পা যেন পড়ে না সোরে।

৮

ভিজে গেল—ভেসে গেল—
ডুবে গেল ধরাখান,
গ'লে গেল, মেতে গেল
মানবের ক্ষুদ্র প্রাণ।

৯

প্রকৃতি ঢেকেছে মুখ
শ্যামল সুন্দর বাসে,
চাহিলে তাহার পানে
কত কি যে মনে আসে!

১০

জ্যোছনার ফুল যারা
ফুটিবে বসন্ত-বা'য়,
আমি নিতি জেগে থাকি
বরিষার নীলিমায়।

১১

প্রাণ গলে—মন গলে—
দিগন্ত অনন্ত গলে,
ব্রহ্মাণ্ড ডুবায়ে যেন
প্রেমের তুফান চলে।

১২

কে যেন লুকিয়ে আছে
সে যেন সুমুখে নাই,
কারে যেন ডাকি নিতি
শত প্রাণ দিয়ে তাই!

১৩

সসীমে অসীমে আজ
হ'য়ে গেল মিশামিশি,
বুঝিনে আপন পর
চিনিনে সে দিবা নিশি!

১৪

শরত বসন্ত শীত
জানে শুধু হাসাহাসি,
বরিষা! তোমারি বুকে
অনন্ত প্রেমের রাশি!

১৫

সাধে কি বেসেছি ভাল
সাধে কি আপনা ভুলে
দিয়েছি হৃদয়খানি
তোমার চরণ-মূলে!

১৬

জ্যোছনার ফুল যারা
ফুটিবে বসন্ত বা'য়,
ঢালিব আমারি প্রাণ
বরিষার নীলিমায়।

১৭

সবি তো ডুবিছে রাণি!
আমিও ডুবিয়া যাব,
চির-সাধনার ফল
তোমাতে ডুবিলে পাব।

জীবন-প্রহেলিকা।

১

ছোট বড় ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া
রঙ্গে তরঙ্গিণী চলিছে বহিয়া,
কত ফুল পাতা খড় কুটা লতা
হাসিছে—ভাসিছে—যেতেছে ডুবিয়া।

২

কোথা যায় কেন ? কে জানে কারণ,
সংসারের বুকে মানব যেমন,
কেন আসে যায় ? জানিতে না পায়,
রয় এ আঁধারে মুদিয়া নয়ন।

৩

"স্বজন আমার, সম্পদ আমার,
এ ও তা আমারি—আমারি সংসার,
কিবা আমা বিনা ?" কিন্তু রে ভাবি না—
কোন্ কীট "আমি"—আছে কি "আমার" ?

৪

শোক তাপ ক্ষোভে হই হতবল,
প্রণয়ে পাগল, আনন্দে চঞ্চল,
"সুখ" লক্ষ্য করি সদা ঘুরে মরি !
আমি যেন সবি আমারি সকল।

৫

নাহি মানি অন্ত, বুঝি না অনন্ত,
"আমাময় বিশ্ব" জেনেছি নিতান্ত,
"আমি"—কে ভুলিয়া "আমি"-তে মজিয়া
হয়েছি পাগল পাগল একান্ত।

৬

কোটি-বিশ্ব-পূর্ণ এ মহাব্রহ্মাণ্ড,
কোটি মহাসূর্য্যে সৌর কি প্রকাণ্ড !
কোটি কোটি তারা, কি বিশাল তা'রা,
প্রতিক্ষণ গতি কি দূর প্রচণ্ড !

৭

সে বিরাট বিশ্ব, পরমাণু-কণা,
জড়পিণ্ড বই আর তো কিছু না,
পলকে ডুবিছে—পলকে জাগিছে,
ভাবিতে নয়নে পলক পড়ে না।

৮

কত তলে আমি কত ক্ষুদ্রতম,
অণু-রেণু-কণা-পরমাণু-সম !
সংসারের অঙ্গে ভেসে যাই রঙ্গে,
এ গরব দাপ কিসে আসে মম !

৯

কেন রে ! ও কথা কেন রে ! আবার—
"আমিই সকল, সকলি আমার",
কেমনে ভুলিনু কেমনে মজিনু !
এ দেহ যে হবে চিতার অঙ্গার।

১০

মরণ স্মরণে মুখ ঢেকে যাই,
মরণের ভয়ে চেতনা হারাই!
কেমনে সহিব আমি যে মরিব,
হরি! হরি! তাই ভুলিবারে চাই!

১১

এত দেখি শুনি তবুও বুঝিনা,
"আমাময় বিশ্ব" তবু এ ধারণা,
"আমিই সকল আমিই কেবল"
ভুলেও ভাবিনে "আমি তো কিছু না"।

১২

নহি আমি গ্রহ অথবা তারকা,
নহি সৌদামিনী অথবা করকা,
আমি কি জগৎ? আমি কি মহৎ?
আমি তো শুধুই শ্মশান-বালুকা।

১৩

যাঁর মহাতেজে তেজোময় ভানু,
শৃঙ্গবান্ গিরি যাঁর পদরেণু,
পলকে যাঁহার নিখিল সংসার,
আমিও তাঁহারি ক্ষুদ্র এক অণু।

১৪

"আমিময় বিশ্ব" আর নাহি ক'ব,
বিশ্বময় আমি কত দিনে হ'ব ?
কবে বা আমারে ভুলি একেবারে—
এই ক্ষুদ্র প্রাণ বিশ্ব-প্রাণে দিব !

১৫

কোথা সেই দিন যার শুভক্ষণে,
মিলিব অনন্তে—অনন্ত মিলনে—
কবে রে আমার পোহাবে আঁধার,
আমিত্ব ঘুচিবে 'নিত্য'-পরশনে !

অন্ধকার নিশি।

১

সে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গেছে কোথায় লুকায়ে,
উলঙ্গ আঁধার-ছায়
আঁধারে মিশিছে হায় !
আঁধার রয়েছে এ যে আঁধার জড়ায়ে ;

আঁধার গরজি হায়!
ধরা গরাসিতে চায়,
অগণ্য জ্যোতিষ্ক সব ফেলেছে নিভায়ে,
গেছে সে অসীম বিশ্ব আঁধারে হারায়ে!

২

দেখেছি ফুটিতে ফুল কানন উজলি,
ঊষার আলোক মাখি
মধুর গাহিত পাখি,
ছড়াইত শিশু-রবি কনক-অঞ্জলি;
দেখেছি সায়াহ্ন-কালে
ভাঙা ভাঙা মেঘজালে
চাঁদের চাঁদনী নব উঠিতে উথলি,
দেখেছি মেঘের পাশে ছুটিতে বিজলি।

৩

দেখেছি নগরে নিতি জন-কোলাহল,
দেখিয়াছি বীর-পণা,
আস্ফালন, শক্তি নানা,
দেখিয়াছি বেঁচে মরা কত হীনবল;
কত কান্না কত হাসি
কত ভালবাসাবাসি
কতই অমৃত তাহে কতই গরল!
দেখেছি সুখের সাধ সংসারে কেবল।

৪

সে সব গিয়াছে আজি অন্তরে মিশিয়া,
অসীম অনন্ত গায়
বসুধা মিশিছে হায়!
অণু রেণু কণা তার পড়েছে ঘুমিয়া ;
আকাশে জাগে না তারা,
ভূতল জোনাকীহারা,
নিশাচর উচ্চ কণ্ঠে উঠে না ডাকিয়া,
ধরণী আঁধারে আজ রয়েছে ডুবিয়া।

৫

মগনা প্রকৃতি দেবী মহাসাধনায়,
কি গভীর কি মহান্—
বিশ্বদেবী-মহাপ্রাণ—
মিশাইছে যোগ-বলে বিশ্ব-দেবতায়!
প্রেম-অশ্রু দু'কপোলে
দর দর ব'য়ে চলে,
নীরব নিস্পন্দ ধরা তাঁর পানে চায়,
গভীর সৌন্দর্য্য হেন দেখিনি কোথায়!

৬

চাই না ঊষার হাসি, আলো চাঁদিমার,
চাই না জলদ-কোলে
সোণালী চপলা দোলে,
চাই না গগনে তারা হীরকের হার ;

ঢালো—ঢালো অমা ! ঢালো
আঁধার আঁধার কালো,
আঁধারে যোগিনী-বেশ প্রকৃতি-বালার,
স্বর্গ মর্ত্ত্য মিশাইয়া করে একাকার !

৭

তি গো !
বিচিত্র তোমার লীলা সকলি সুন্দর,
পলকে দেখাও কত যুগ যুগান্তর !
কখন বেড়াও হেসে
সরলা মেয়েটী-বেশে
আঁচলে আঁচলে দোলে কুসুমের থর !
কভু দেখি লজ্জা-নত
বঙ্গ-বধূটীর মত
কোয়াসা-ঘোমটা মুখে, গতি মৃদুতর ;
কখন হাসির ঘা'য়
ভূতল চমকি চায়
ব্রহ্মাণ্ড ভাসায় কভু অশ্রু দর দর !
সে বেশ লুকায়ে ক্ষণে
ভীম ঝটিকার সনে
উগ্রচণ্ডা হয়ে হও রণে অগ্রসর !

আজি এ আঁধার রেতে
যেখানে গিয়েছ মেতে !
অনন্তে ঢালিয়া দেহ বিশাল অন্তর
তুমিই দেখাতে পার নরাতে ঈশ্বর !

আমরা কা'রা ?

"আমরা কা'রা ?"
নিশীথে উঠিছে ধ্বনি
প্রাণে হয় প্রতিধ্বনি,
শুনি শুনি হইলাম স্তবধ পারা,
এই শুন গায় গীতি—"আমরা কা'রা ?"

আমরা কা'রা ?
শীর্ণ দেহ জীর্ণ বাস
মর্ম্মভেদী বহে শ্বাস,
সুখ সাধ শান্তি-আশা হারাইছে হারা,
কি দেখে চিনিবি ভাই ! আমরা কা'রা ?

৩

আমরা কারা ?—
সদা পর-পদানত
পর-পদ-সেবা-রত,
পর-পদাঘাতে হাড় হয়েছে সারা,
কি বলে বুঝাব আজি—আমরা কারা ?

৪

আমরা কারা ?
ভিক্ষা মাগি আনি জুটে,—
ছাই ভস্ম এক মুঠো,
ক্ষুধায় উদর পোড়ে, নয়নে ধারা,
কেমনে বলিব হায় !—আমরা কারা ?

৫

আমরা কারা ?—
ধরিবার কিছু নাই
শুধু ভস্ম শুধু ছাই,
হতাশে রয়েছি হয়ে মরমে মরা,
কিসে পরিচয় দিব—আমরা কারা ?

৬

আমরা কারা ?—
রাজদ্রোহী আত্মঘাতী
নিঠুর পাষাণ-জাতি,

আপন সুখের আশে মায়েরে মারা!
স্বার্থপর পাপমতি—আমরা কা'রা?

আমরা কা'রা?
সে মহাপাতক-ফল
আজি নেত্রে অশ্রুজল,
সুখ শান্তি অন্ন বাস হয়েছি হারা,
হা বিধি! তুমিই জান—আমরা কা'রা?

আমরা কা'রা?
শিখিতে বিদেশী বুলি
জাতিভাষা গেছি ভুলি,
ভাই বোনে পরিহরি সাহেবি ধারা,
কেমনে জানাব আজি—আমরা কা'রা?

আমরা কা'রা?—
সভার সমক্ষে বলি
"হণ্টারেন্দ্র" বংশাবলি,
জানিনে দাদার নাম কি গোত্র তাঁরা,
কি ক'ব লাজের কথা—আমরা কা'রা?

১০

আমরা কারা ?—
রুক্ষভাষী রাঙামুখ,
অবিচার-পূর্ণ বুক,
সেবিতে তাদেরি পদ জীবন ধরা,
কোন্ পোড়া মুখে কব আমরা কারা

১১

আমরা কারা ?—
অভাগিনী জননীর
বহে সদা নেত্রনীর,
মড়ার উপরে পড়ে সহস্র খাঁড়া,
দেখেও সহিয়া আছি—আমরা কারা ?

১২

আমরা কারা ?—
কি কব যে মহাজাতি
উজলি জ্ঞানের ভাতি
সসাগরা বসুন্ধরা পালিলা যারা,
কেমনে চিনিব আজি—আমরা তারা !

১৩

আমরা কারা ?—
যাদের দুরপ-ভারে
ধরণী গরব করে,

যে নামে জাগিত শশী তপন তারা,
কেমনে কহিব হায় !—আমরা তা'রা !

১৪

আমরা কা'রা ?—
সত্যধর্ম্ম-অনুরক্ত
মহাশূর মাতৃভক্ত,
ভ্রূভঙ্গে মরণ-সঙ্গে খেলিত যা'রা,
কি দেখে বুঝিবি তোরা—আমরা তা'রা ।

১৫

আমরা কা'রা ?—
দিল্লীর সম্রাট-চিত্ত
যে বীরত্বে চমকিত,
সমরে বৃটিশ-সেনা আপন-হারা,
কি মুখে বলিব আজি—আমরা তা'রা !

আমরা কা'রা ?—
গৃহলক্ষ্মী অসিকরা
রণক্ষেত্রে বর্ম্মপরা,
বালক পুলকে মাখে শোণিত-ধারা,
কোন্ লাজে ক'ব মুখে—আমরা তা'রা !

১৭

আমরা কা'রা?

এই যে জীবনে মরা

এই যে "আঁচল-ধরা"

এই যে অধম দীন পতিত যা'রা,

সে অমর মহাপ্রাণ—আমরা তা'রা!

১৮

আমরা তা'রা—

এ ভগন বক্ষে কি রে

পরাণ পশিবে ফিরে?

শুকাবে কি কভু মা'র নয়ন-ধারা?

আর কি দেখিবে ধরা—আমরা তা'রা!

১৯

আমরা তা'রা—

মুছ ভাই! আঁখিজল

শূন্য বক্ষে কর বল,

ত্রিশ কোটি একেবারে যাবে না মারা,

কলমে জনমে তরু—আমরা তা'রা!

২০

আমরা তা'রা—

দাও সোণা দাও হীরে

দাও রক্ত বুক চীরে,

সব দিয়ে মনুষ্যত্ব হ'ও না হারা,
ব্রহ্মাণ্ড দেখিবে ফিরে—"আমরা কা'রা"।

২১

"আমরা কা'রা"—
নিশীথে উঠিছে ধ্বনি
হয় শত প্রতিধ্বনি
শুনি শুনি হইলাম স্তবধ পারা,
কে কারে শুনায় এবে "আমরা কা'রা ?"

আমার দেবতা।

নামিল সুখদা সন্ধ্যা এ ভব-ভবনে,
হইল জগত-চিত
নব ভাবে বিকসিত,
উজলিল শশধর সুনীল গগনে।

২

হাসিল ঘুমন্ত শিশু সুধা ছড়াইয়া,
স্মরণ-অমিয়-রাশি
অধরে উঠিল ভাসি,
জননী চুম্বিলা তারে পুলকে ভরিয়া !

৩

ঘরে ঘরে দীপমালা জ্বলিল সঘনে,
জগতের নর নারী
প্রণমে বিভুরে স্মরি,
আমিও প্রণমি নাথে বসি এ বিজনে।

৪

যেখানে সেখানে থাক ধর এ প্রণাম,
প্রাণের পিপাসা এই
আর কোন আশা নেই,
জানিনে এ উপাসনা সকাম নিষ্কাম;

৫

সাধে কি তোমারে পূজি বসি নিরজনে?
সাধে কি সতত প্রাণ
করে সেই গুণ গান,
সাধে কি মনের সাধে পড়ি ও চরণে?

৬

আমি যা দেখেছি সে কি নিশার স্বপন?
সে মুখ ত্রিদিব-আশা
অপার্থিব ভালবাসা,
সব কি কথার কথা? না না না কখন।

৭

সে সব ভুলিলে বিশ্ব জড়পিণ্ড হয়,
অরুণের আলো-রাশি
চাঁদের মধুর হাসি,
ফুলের ললিত ছটা জড় বই নয়।

৮

কি নিয়ে রহিব ভবে হ'লে তোমা-হারা?
এ কায় মাটির কায়
তুমি নিত্য আত্মা তায়,
তোমা লাগি শোক-অশ্রু প্রেম-অশ্রুধারা।

৯

যে বলে বলুক—তুমি এ জগতে নাই,
আমি তো তোমারে হেরি
অযুত নয়ন ভরি!
অযুত পরাণে মরি! চরণে লুটাই।

১০

ওই যে ভাসিছ তুমি নৈশ সমীরণে,
ওই যে চাঁদের কোলে
তব চন্দ্রানন দোলে!
এই যে জাগিছ তুমি আমার নয়নে!

❖

১১

গাহিছে বিহঙ্গ-বালা তুলিয়া লহরী,
বাগানে ফুটিছে ফুল
হাসিছে জোনাকীকুল,
ভবন ভরেছে মরি! তোমার মাধুরী!

১২

মিছে খুঁজিয়াছি আগে কোথা তুমি* ক'রে,
এখন দেখিনু তাই
তোমাময় সব ঠাঁই,
তুমিই রয়েছ সদা বিশ্বময় হয়ে!

১৩

আবার প্রণমি আমি ধর আর বার,
কিবা দিব উপহার
দিতে কিবা আছে আর?
অশ্রুধারা বিনা আজ কি আছে আমার?

১৪

কেন যে প্রণমি আমি কি বুঝিবে পারে?
কেন যে তোমার নাম
ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-ধাম,
সেই জানে শুধু তুমি জানায়েছ যারে!

প্রিয়প্রসঙ্গ ৩শ পৃষ্ঠা।

১৫

মিটায়ে মনের আশা নিত্যই পূজিব,
কাজ নাই চতুর্ব্বর্গ
চাইনে দ্বিতীয় স্বর্গ,
অনন্ত স্বরগ তুমি! তোমারে নমিব।

১৬

যে বলে বলুক—তুমি ধরাতলে নাই,
শুধু কিরে বঙ্গবালা
খুলিয়াছে কণ্ঠমালা?
সাধে কি হয়েছে কবি কে বুঝিবে তাই?

১৭

তথাপি যদিও তুমি স্বরগে উদয়,
তবু তব প্রেম-গীতি
ভারত-পূরিত নিতি,
আমার হৃদয়ে তুমি অমৃত অক্ষয়।

ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী।

১

কেন ভাই! আজি হেন ডাকিছ গো আকুলি?
প'ড়ে আছি এক কোণে
কেন হেন প'ল মনে?
সহসা মমতা কেন উঠিল বা উথলি?
এসে এসে ফিরে যাই
ভয়ে না আসিতে পাই,
আমি বোন তুমি ভাই, জানিছ তো সকলি,
তবে কেন "জাগ জাগ"—ডাক আজি কেবলি?

২

দাঁড়াতে তোমার পাশে মানা করে দিয়েছ,
তুমিই দিয়েছ ভয়
"এ কাল সে কাল নয়,"
সাহস ভরসা বল তোমরাই নিয়েছ!
কি ক'ব কপাল মন্দ
জেগে কি করিবে অন্ধ?
আজি কি পুরাণো কথা সব ভুলে গিয়েছ?
আমাদের যাহা ছিল্প তোমরাই নিয়েছ!

৩

কেন আর মিছা ডাক "জাগ জাগ"—বলিয়া ?
মড়ার উপরে খাঁড়া
দিয়ে কেন কর সারা ?
কেন বা শুনাতে এস—"দেশ গেল বহিয়া" ?
আর কি আছে সে সাধ্য ?
কচি ছেলে নয় বাধ্য,
তারা হাসে আমাদের জ্ঞানকাণ্ড দেখিয়া,
হায় ! এ জীবনে মরা কি করিবে জাগিয়া ?

৪

তোমাদের মাতা কি গো আমাদের জননী ?
তোমরা তো ধুরন্ধর
আর্য্যগণ-বংশধর,
কি মুখে কহিব মোরা তোমাদের ভগিনী ?
তোমরা শিক্ষিত সভ্য
রুচিমান্ নব্য ভব্য,
আঁধারে আঁধারে মোরা ঘুরি দিবা রজনী,
আপনার দশা হেরি লাজে মরি আপনি।

৫

কি করিব মার কাজ দাও ভাই ! বলিয়া,
আমরা অভাগীকুল
সমাজের চক্ষুঃশূল,
কত উপহাস গালি খাই কোণে পড়িয়া !

জানি না'ক ধর্ম্মাধর্ম্ম,
বুঝি না'ক কর্ম্মাকর্ম্ম,
জগতে রয়েছি শুধু পর-মুখ চাহিয়া,
কি ফল জাগায়ে হায়! মিছা গলা ভাঙিয়া?

৬

ভেবেছিনু এক দিন বড় হবে তোমরা,
পুলকে দেখিব চেয়ে—
জ্ঞানের আলোক পেয়ে
সাজাবে জনমভূমি অলকা কি অমরা;
সে আশা হয়েছে হত,
এখন ভঙ্গিমা কত!
মুখে শুধু হাঁকাহাঁকি বুকে বিষ-পসরা!
তোমরা করিলে সব, বাকি আছি আমরা!

৭

কার খাও কার পর বুঝেও তা বোঝ না,
কহিতে জনমে লাজ
ধরেছ কি নব সাজ!
হ'লে কি অপূর্ব্ব জীব! একবারো ভাব না!
বাতাস আগুন জল
তাও পর-করতল!
দেশের উন্নতি লাগি তবু সাধ বাসনা!
আমরাও সাধিব কি ঐই মহা সাধনা?

৮

এমন করিয়া কোথা কে মানুষ হয়েছে ?
আপনারা ছেড়ে হাল
পরের উপরে গাল,
এমন সুবিবেচনা কারা কবে করেছে ?
নাহি জানি কোন্ গ্রহ
হইয়াছে প্রতিগ্রহ,
না জানি কার এ শাপ হাড়ে হাড়ে লেগেছে,
ত্রিশ কোটি প্রাণ তাই জড়পিণ্ড হয়েছে !

৯

আর কেন ডাক আজি কেবা আছে বাঁচিয়া !
তেজস্বিনী আর্য্যবালা
সে উজল মণিমালা
একটী একটী ক'রে পড়িয়াছে খসিয়া ;
রাজস্থানে ধূলা শুধু
এখন করিছে ধূধূ,
অযোধ্যা হস্তিনা আদি শূন্য আছে পড়িয়া !
সঞ্জীবন মন্ত্রে ফিরে উঠিবে কি জাগিয়া ?

১০

চল ভাই ! হরি স্মরি চল পথ দেখিয়ে,
ঢালিয়া স্নেহের ধারা
ফুটাও আঁখির তারা,
"বিশ্ব-সেবা মহাব্রত" দাও ভাই ! শিখিয়ে ;

কোন্ রক্তে জন্ম ভাই!
ভুল না এ ভিক্ষা চাই,
আঁধারে আঁধারে ঘুরে গেছি পথ হারিয়ে,
ভোঁতা কি মরিচা-ধরা, দেখ দেখি মাজিয়ে!

নবদম্পতীর প্রতি প্রীতি-উপহার।

১

জগদীশ!
তোমার এ প্রেম-রাজ্যে সকলি সুন্দর!
আজি এ মঙ্গল-গীতি
প্রাণের পুলক প্রীতি
গাও নিশি কুলময়ি! তারকা-নিকর!
প্রেমের জগতে আজি সকলি সুন্দর!

২

প্রেমের জগতে বিভো! সকলি সুন্দর!
মানবে দয়াল বিধি!
দেছ যে দাম্পত্য-বিধি,
গৃহীর জীবন তায় চির সুখকর,
প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!

৩

প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!
চাহিয়া তোমার পানে
দুজনে তরুণ প্রাণে
পশিছে সংসারে ধরি এ উহার কর,
প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!

৪

প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!
পিতা মাতা স্নেহভরে
প্রাণাধিকা দুহিতারে
সঁপিয়া জামাতা-করে হন অবসর,
প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!

৫

প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!
অনন্ত বাঁধন দিয়ে
তুমিই দিতেছ "বিয়ে,"
খেলিবে তোমারি খেলা নব "বধূ-বর",
প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!

৬

প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!
এই কর আশীর্ব্বাদ
পূর্ণ হোক্ মন-সাধ,

মুখে হাসি বুকে প্রেম সুখে ভরা ঘর,
তোমার জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর !

৭

প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর !
ও অমৃত দেব-ধামে
পতি আর জায়া নামে
ধীরে ধীরে দুটী প্রাণ হো'ক্ অগ্রসর,
প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর !

৮

প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর !
দুটী প্রাণ এক হ'বে
দুটী প্রাণে তুমি র'বে,
ব্রহ্মাণ্ড ঢালিয়া দেবে তোমারি উপর,
প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর !

প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর !
এক লক্ষ্য এক আশা,
একীভূত ভালবাসা,
দুজনে মিলিত যথা জাহ্নবী-সাগর,
প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর !

১০

প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!
করি তোমা আত্মোৎসর্গ
লভি যেন চতুর্ব্বর্গ,
প্রেম-পরিবার হ'য়ে অবনী-ভিতর,
প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!

১১

প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!
আত্মার পূর্ণত্ব হয়
তারেই বিবাহ কয়
বোঝে না এ তত্ত্ব যারা নীচ স্বার্থপর,
প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!

১২

প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!
দম্পতীর প্রেম দিয়ে
শিশু-প্রেম শিখাইয়ে
শিখাও অনন্ত প্রেম প্রেমের আকর!
প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!

১৩

প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!
তোমার স্নেহের লীলা
সুকুমারী শান্তশীলা—
শুভ-পরিণীতা আজি তাই মাগি বর—

জনম-এয়োতী হো'ক্,
চির-মন-সুখে রো'ক্,
পুণ্য আয়ু যশ শান্তি লভি নিরন্তর।
জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রেম-ভক্তি
তারি নাম "শিব-শক্তি",
তাই পূজে চিরদিন ভারতের নর,
কর নাথ! আশীর্ব্বাদ
পূর্ণ হো'ক্ মন-সাধ,
দুজনের তরে দাও স্নেহ-মাখা ঘর,
মিলাও শিখাও প্রভো! সুন্দরে সুন্দর!

* * * *

১৪

আমি—
দিতে প্রীতি-উপহার
গেঁথেছি সাধের হার,
ধর ধর "ভগিনীর" হৃদয়ের ধন,
একা বসি দূর বনে
ভাবিতেছি মনে মনে—
দুজনে কি এ টুকুনি করিবে গ্রহণ?

অভ্যর্থনা।

(কোনও সদ্যোজাত শিশুর প্রতি।)

পথ ভুলে এ মর জগতে
এলি যদি যাদু ! আয় আয় !
হৃদয়ের সোহাগ মমতা
দিব তোরে সহস্র ধারায়।
স্বরগের এক বিন্দু সুধা,
কিন্নরের "মোহিনী"-র তান—
পরশনে সুখে ভেসে যায়
আমাদের মানব-পরাণ।
চিরদিন অতৃপ্ত হিয়ায়
ধরা বুঝি ছিল তোর তরে,
সাধ আশা পথ চেয়ে ছিল
তোরি লাগি অতৃপ্ত অন্তরে।
ফুলে ফুলে উঠিত কি ভেসে
অই কচি দেহের জ্যোছনা ?
মলয়ায় পড়িত কি এসে
তোরি গন্ধ অমর বাসনা ?
জগতের ভালবাসা-রাশি
রাখিতে কি নাহি ছিল ঠাঁই ?

আমাদের মাটির ধরায়
যাদুমণি! তুমি এলে তাই?
আমাদের বিষাক্ত নিশ্বাস,
বুকে বুকে লুকানো গরল,
পরাণেও পাপের কালিমা,
তোরে যাদু! কোথা থো'ব বল?
তবু যদি—দয়াময় বিধি—
দেছে তোরে এ মর ধরায়,
দূর হোক্ বেদনা যাতনা,
আয় যাদু! বুকে আয় আয়!
উষার নবীন আলো-কণা
চাঁদের প্রথম হাসি-রেখা,
থাক্ সুখে থাক্ চিরদিন,
শুভ হোক্ বিধাতার লেখা।
তোর অই ক্ষুদ্র হিয়া-তলে
থাকে যেন মহত জীবন,
তোমারে করুন জগদীশ
মরতের উজল রতন।
এই মোর প্রাণের আশীষ,
এই মোর প্রীতি-উপহার,
ধর মোর শুভ "অভ্যর্থনা"
আমি কি কোথায় পাব আর?

কুলীন-কুমারী।

১

অই শুকানো মুকুল!
বিধাতা ঘুমের ঘোরে
পাঠিয়ে দিয়েছে ও'রে,
কপালে লিখিতে "সুখ" হয়েছিল ভুল!
ও'র বুকে শুধু জ্বালা
শুধুই আগুন ঢালা,
সরমে মরমে মরা, বিষাদে আকুল,
কি দেখিবি ও তো ভাই! শুকানো মুকুল!

২

অই শুকানো মুকুল!
ও নয় হৃদয়ানন্দা
গোলাপ রজনীগন্ধা,
ও নয় চামেলি বেলি মালতী বকুল;
ও নয় লতার হাসি
বসন্তের স্নেহরাশি,
ও নয় কুমুদ পদ্ম প্রাণময় ফুল,
কি শুনিবি ও তো ভাই! শুকানো মুকুল!

৩

অই শুকানো মুকুল !
ও জানে না নিশি দিবা,
চাঁদিমা, তপন কিবা,
ডাকে না উহার বাড়ী কলকণ্ঠকুল ;
বীণায় জাগে না গীতি,
জানে না সোহাগ প্রীতি,
শোনে না স্নেহের কথা মধুর মৃদুল,
কি বুঝিবি ও তো ভাই ! শুকানো মুকুল !

৪

ওই শুকানো মুকুল !
নীরবে নীরবে থাক্,
শুকায়ে লুকায়ে যাক্,
মসি-মাখা শশীখানি, ঝুলে ভরা ফুল !
ওর গন্ধে মরে ভূত,
পলায় যমের দূত,
এ জনমে ফুটিল না—তরু ছিন্নমূল,
"কুলীনের মেয়ে" হায় ! শুকানো মুকুল !

৫

ওর সব সারা হ'ল আঁধারে আঁধারে,
আঁধারে আনন ঢেকে
আঁধারে আপনা রেখে
কে জানে ও "আত্মদান" করেছিল কারে !

বিফল সে মনোরথ,
অগ্নিময় "ভবিষ্যৎ,"
হৃদয় ভরিয়া দেছে জ্বলন্ত অঙ্গারে,
জীবন মরণ ও'র আঁধারে আঁধারে !

৬

কার যেন "বরমালা" দিয়েছিল গলে,
কি এক ঘুমের ঘোর
লেগেছিল চোখে ওর,
অলক্ষ্যে সে মোক্ষলাভ, স্বপন-বিভলে !
কত বর্ষ যায় আসে,
স্মৃতি-চূর্ণ-বুকে ভাসে !
বিষাক্ত অমৃতে হিয়া চিরদিন জ্বলে !
ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-ধাম
"পতি" কি তাহারি নাম ?
আজো বুঝি সেই ঢেউ ভাঙ্গা বুকে চলে !
কি যে আরামের ঠাঁই
তাও বুঝি মনে নাই,
চকিতে মন্দার-গন্ধ মরমে উছলে !
আজি ভিক্ষা—উপবাস,
তবু প্রাণে তারি আশ,
বড় সাধ একদিন "আপনার" বলে !

সেই আশে প্রাণ রাখা,
সদা পথ চেয়ে থাকা,
সে হতাশে বুক ভাসে নয়নের জলে,
রাতারাতি বরমালা দিয়েছিল গলে।

বরমালা দিয়েছিল ব্রহ্মশাপ-ফলে!
কি জানি কেমন পাপ!
পাষাণ আপন বাপ!
স্নেহের কনকলতা ডুবায় অতলে!
রাক্ষস পিশাচ পতি,
তার শুধু "বিয়ে" গতি,
জানে না সে পাপমতি "জায়া" কেন বলে!
সে শুধু বিবাহ-পাশ
গলায় লাগায়ে ফাঁস,
শোণিত শুষিয়া খায় মর্য্যাদার ছলে!
কোথা বা সতিনীদলে
এ উহারে পা'য় দলে,
মরমে মরমে মরি কি আগুন জ্বলে!
সহস্র শ্বাপদে খায়,
হৃদি-পিণ্ড পিষে যায়,
মানব! সাবাসি তোরে এ অবনী-তলে!

কি জ্বালা যে ফণি-বিষে
তোরা তা বুঝিবি কিসে ?
কি বুঝিবি কত জ্বালা বল্লালি অনলে !
জানিনে রমণী-হৃদি
কি দিয়ে গড়েছে বিধি,
আগুনে পাহাড় ভাঙে, লৌহ তাপে গলে,
রমণী ম'লনা পুড়ে বল্লালি অনলে !

কাঁদ্ তোরা অভাগিনি ! আমিও কাঁদিব,
আর কিছু নাহি পারি,
ক ফোঁটা নয়ন-বারি—
ভগিনি ! তোদেরি তরে বিজনে ঢালিব ;
যখন দেখিব চেয়ে—
অনূঢ়া "প্রাচীনা মেয়ে,"
কপালে যোটেনি বিয়ে—তখনি কাঁদিব,
যখন দেখিব বালা
সহিছে সতিনী-জ্বালা,
তখনি নয়ন-জলে বুক ভাসাইব ;
সধবা বিধবা-প্রায়
পরান্ন মাগিয়া খায়—
দেখিলে কাঁদিয়া তার যমেরে ডাকিব,

এ তুচ্ছ এ হীন প্রাণ
দিতে পারি বলিদান—
তোদেরি কল্যাণে বোন্! কিন্তু কি করিব?
কাঁদিতে শকতি আছে, কাঁদিয়া মরিব।

সহমরণ।

১

আয় রে কৃতান্ত! প্রাণের দোসর!
তোরে পরশিবে বিধবা বালা,
অনলে পশিয়া এড়াবে হাসিয়া
অসহ্য বেদনা বৈধব্যজ্বালা!

ধক ধক ধক জ্বল হুতাশন!
স্বন স্বন স্বন বহ সমীরণ!
কল কল কল আইস তটিনি!
সতী-দেহ দেহে মিলাও অবনি!
ভারতের কথা জগতে যা'ক্,
অনলে পড়িয়া জুড়া'ক যাতনা,
জগত সংসার এ পারে থা'ক্।

৩

নিভিছে তপন, ঢাকিছে চন্দ্রমা,
খসিয়া পড়িছে তারকা সবে,
শূন্য, শূন্যময় এ মহা আঁধারে
কি নিয়ে অভাগী জগতে র'বে।

প্রভাত-পরশে হাসে দিক্‌বালা,
ফোটে ফুল মৃদু পবন-ভরে,
গায় বিহঙ্গম জাগে জীবগণ,
শুধুই একটী প্রভাত তরে।

৫

ভারত-বালার কিবা আছে আর ?
প্রাণের সহায় কেবল পতি,
হৃদয়ের বল, দাঁড়াবার স্থল,
জীবনের পথে একই গতি।

৬

দেখেনি রমণী রবির কিরণ,
দেখেনি চাঁদিমা তারকা-রাশি,
হৃদয়ের আলো পতি-অনুরাগ,
অমৃত তাঁহারি আদর-হাসি !

৭

সেই দেবতার মূরতি মোহন
পরতে পরতে হৃদয়ে আঁকা,
তাঁহারি প্রণয় জীবনী শকতি,
রমণী-জীবন তাতেই রাখা!

প্রাণের দেবতা সেই পতিধন
বিদায় মাগিয়া চলিলা যবে,
কাঙ্গালিনী তার এ শূন্য শ্মশানে
আধখানি প্রাণে কি ক'রে র'বে!

জীবন-রতনে হারায়ে—জীবন—
ছার দেহ-মাঝে কেমনে রয়?
থাক্ রে জগতে জগতের লোক,
বিধবার তরে জগত নয়!

১০

কিসের সংসার কিসের বা ঘর?
কি বাঁধনে আর বাঁধা সে হবে?
হারায়ে ফেলিয়ে সরবস্ব ধন
কি নিয়ে অভাগী জগতে র'বে?

১১

আয় রে কৃতান্ত ! করুণা করিয়া,
ভিখারিণী তোর বিধবা বালা,
বারেক পরশি জুড়াও তাহার—
মরম-আগুন বৈধব্যজ্বালা !

১২

অসহ্য-বেদনা বৈধব্য-যাতনা,
এ যাতনা-সম আর কি আছে ?
অনন্ত অশনি অনন্ত মরণ—
সব হারি মানে ইহারি কাছে।

১৩

সধবার বেশ পরিয়া ললনা
পতি-শব বুকে যতনে ধরে,
দেখ রে মানুষ ! দেখ রে দেবতা
এ মরণে সতী কি সুখে মরে !

১৪

ধূ ধূ ধূ ধূ অই গরজে অনল,
হু হু হু হু ছোটে তরঙ্গ সকল,
স্বন স্বন করি বহিল সমীর,
ফুরাল ফুরাল সে দুটী শরীর !
পতি-দেহে সতী হইল লয়।
আবার জগতে হাসিবে তপন,
খেলিবে তটিনী নাচিবে পবন,

বারমাস তিথি সঘনে চলিবে,
অতীত কাহিনী এ ওরে বলিবে,
করিবে পুরুষ "দ্বিতীয় সংসার",
সহমৃতা সতী ফিরিবে না আর,
তাহার জীবন অনন্তময়।

১৫

তুমি রে কৃতান্ত! অনন্ত-করুণ,
কোলে ঠাঁই দিলে বিধবা বালা,
তোমার প্রসাদে হাসিয়া এড়া'ল
অসহ্য-বেদনা বৈধব্যজ্বালা।

শোকোচ্ছ্বাস। *

১

ওরে কাল! কি করিলি!
কারে আজ কেড়ে নিলি!
কেমনে এমন জ্যোতিঃ সহসা নিবালি?
কাঁদালি কাঁদালি কার—
ভাই বন্ধু পরিবার,
এঃ! আবার বঙ্গ মা'র কপাল পোড়ালি!

---

* স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত।

২

ছাড়ি এ অমরাবতী
কোথা যাও মহামতি !
কোথা যাও ফেলি তব সোণার সংসার ?
প্রিয় পুত্র কন্যা দারা
কোথায় রহিল তারা ?
একেলা চলিলে সব করিয়া আঁধার।

কি দুঃখ কি অভিমানে
এতই বেজেছে প্রাণে,
এ "ইন্দ্রত্ব" পানে আর চাহিলে না ফিরে !
তুচ্ছ তৃণরাশি প্রায়
অবহেলি সমুদায়,
চলেছ অজানা দেশে আলো কি তিমিরে !

৪

ধর্ম্মশীল সত্যপ্রাণ,
জিতেন্দ্রিয় সুবিদ্বান্,
লক্ষ্মী সরস্বতী সদা ঘরে বিরাজিত ;
স্বদেশ-কল্যাণে রত,
উচ্চ সাধ অবিরত,
কোমলতা মধুরতা মরমে পূরিত।

৫

গৃহলক্ষ্মী শুদ্ধমতি
সরলা সুশীলা সতী,
পতির মঙ্গল চিন্তা করে কায়মনে ;
"আশু"—এ অমূল্য নিধি,
যাঁরে দিয়াছেন্ বিধি,
কিসের অভাব তাঁর এ ভব-ভবনে !

এ সুখ সম্পদ হায় !
অবহেলি সমুদায়,
কোথা যাও মহামতি ! কি সুখ লভিতে ?
কি কাজ রয়েছে বাকি
এ জগতে হ'ল না কি ?
যাও তাই বিভু-আজ্ঞা যতনে পালিতে ?

৭

সে দেশে কি ধনহীন—
কাঁদিছে কাঙাল দীন ?
ত্বরায় যেতেছ তাই করিতে সান্ত্বনা ?
রোগার্ত্ত ঔষধ পাবে,
ক্ষুধার্ত্ত আনন্দে খাবে,
তোমারে ডাকিছে বুঝি, বিলম্ব করো না ?

৮

অথবা পেয়েছ ব্যথা,
জানি সে দারুণ কথা,
সে দিন কনিষ্ঠ সুত গিয়াছে ছাড়িয়া ;
পুত্রশোক হৃদি-মাঝে
বাজের অধিক বাজে,
গেল কি ও হৃদি তাই শতধা হইয়া !

না—না তুমি মহাজ্ঞানী,
মহাধৈর্য্যশীল মানী,
শোক দুঃখ সঁপে সাধু পরমেশ-পায় ;
নাহি জানি কেন কেন
উদাসীন বেশে হেন
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া আজি চলিছ কোথায় ?

১০

হয় তো এ বসুন্ধরা
জরা-মৃত্যু-স্বার্থ-ভরা,
বিষের বাতাস বুঝি লেগেছে ও গায় ?
দেবতা আদরে হায় !
লুকা'তে লইয়া যায়,
সেই চারু দেব-দেশে যতনে তোমায়।

১১

কি দারুণ গণ্ডগোল !
কি গভীর হরিবোল !
বঙ্গভূমি-মৃত-বক্ষে একি বজ্রাঘাত !
দেশের উজল নিধি,
অকালে হরিল বিধি,
"গঙ্গাপ্রসাদের" দেহ হইল নিপাত !

১২

উহুঃ কি বিষম কথা !
প্রাণে প্রাণে লাগে ব্যথা,
মধ্যাহ্নে তপন আজি পড়িল খসিয়া ;
এ দুঃখ এ শোকোচ্ছ্বাসে
বঙ্গ-অভাগিনী ভাসে !
আকাশে সুধাংশু রবি উঠিছে কাঁদিয়া

১৩

তুমি তো চলিছ গঙ্গে !
মিশিতে সাগর-সঙ্গে,
দিগন্তে লইয়া যাও এ দুখ-বারতা ;
কহিও মা ! দূরাদূর—
"শূন্য সে ভবানীপুর,"
বঞ্চিত 'প্রসাদে' তব করেছে বিধাতা।

১৪

মাতৃগণে দিতে শিক্ষা
কে রচিবে "মাতৃশিক্ষা" ?
কে চাবে ঘুচাতে দেশে অকাল-মরণ ?
অনাথ দুর্ব্বল জনে
কে আর সদয় মনে
করিতে অভাব দূর করিবে যতন ?

১৫

পবিত্র জাহ্নবীকূলে
আগুন উঠিছে জ্বলে—
সুখ সাধ শান্তি সহ এক অবলার ;
তার রবি তারা শশী
পলকে পড়িল খসি,
আজ হ'তে হ'ল তার জগৎ আঁধার !

১৬

সুভগা সরলা আজি
রহিল বিধবা সাজি !
শত চিতা রাবণের হৃদয়ে বহিয়া ;
লিখিতে পরাণ ডরে,
লেখনী খসিয়া পড়ে,
বিধাতঃ ! কি বেশে কারে দাও সাজাইয়া !

১৭

যাও তবে যশোধাম,
যেথা সে স্বরগ নাম—
অজর অমর দেশ সুখ-শান্তিময় ;
রোগ-শোক-তাপ-শূন্য
আনন্দ-অমৃত-পূর্ণ,
ধার্ম্মিককুলের চির-পবিত্র আলয়।
সাধি জীবনের কাজ
যে মহাত্মা যায় আজ,
পসারি স্নেহের কোল নেবে কি তুলিয়া !
শান্তিময় পরমেশ !
শান্তিপূর্ণ কর দেশ,
থামাও শোকার্ত্ত প্রাণ করুণা করিয়া।

মৃত্যু-সুহৃৎ।

১

আমি দেখিয়াছি তারে ফুলমালা গলে,
বসন্তের নব হাসি
উল্লাসে উঠেছে ভাসি,
মল্লিকা মালতী জাতি থোপা থোপা দোলে ;

অঙ্গের সৌরভ তার
তুলনা মিলেনা আর,
নন্দনে মন্দার মরি! প্রাণ মন ভোলে!
আমি দেখিয়াছি তারে ফুলমালা গলে।

২

আমি দেখিয়াছি তারে মলয়বাতাস,
তেমনি মধুর ছটা!
তেমনি আনন্দ-ঘটা,
পরাণে তেমনি ক'রে মাখায় উল্লাস;
অতি ধীরে অতি ধীরে
হাসে তোষে চলে ফিরে,
অনন্তে ছুটিতে ঢালে অমৃত-উচ্ছ্বাস,
আমি দেখিয়াছি সে তো মলয়বাতাস!

৩

আমি দেখিয়াছি তারে শরদের শশী,
শারদ চাঁদের মত
তারও জ্যোছনা কত!
হাসিয়া মধুরতর সেও পড়ে খসি;
ফুটায়ে বনের ফুল,
উছলি নদীর কূল,
জীবন-মেঘের পাশে সেও থাকে বসি,
আমি দেখিয়াছি তারে শরদের শশী।

৪

আমি দেখিয়াছি তারে পূরবী রাগিণী,
সে যখন জাগে যন্ত্রে,
কি জানি কি মোহ-মন্ত্রে—
নিচল নিথর চিত ঘুমায় অমনি ;
সে যেন মধুর ঊষা,
সে যেন দেবের ভূষা,
সে যেন সুখের সাধ, সোহাগের খনি !
আমি দেখিয়াছি সে তো পূরবী রাগিণী।

৫

আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতাময়,
মমতা-মাখান প্রাণ,
মুখে মমতার গান,
বড় আদরের কথা কাণে কাণে কয় ;
কাছে গেলে মিঠা হাসে,
আদরে ডেকে নে পাশে—
কেমন কেমন যেন প্রাণ কেড়ে লয়,
আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতাময় !

৬

আমি দেখিয়াছি তারে মহাযোগে রত,
সে এক জ্বলন্ত যোগী,
সুখভোগে নহে ভোগী,
পোড়ায়েছে নেত্রানলে পাপ রিপু যত ;

আশা তার পরমার্থ,
কোথা কিছু নাহি স্বার্থ,
বিশ্বপ্রাণ-ধ্যানে যেন আছে অবিরত,
দেখেছি সে পুণ্যময়ে মহাদেব মত!

৭

নিষ্কাম সন্ন্যাসী সে যে এ মর-ধরায়,
তারে তো চেনে না কেহ,
করে না আদর স্নেহ,
"আপদ বালাই" বলে ফিরে নাহি চায়;
শত ঘৃণা শত রাগে
তার হিংসা নাহি জাগে,
সব অত্যাচার সে তো হাসিয়া উড়ায়,
অথচ সে মহাবীর
ভাঙে ভূধরের শির,
দুদণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড-নাশ তার ক্ষমতায়,
দুহাতে সে ভালবাসা জগতে বিলায়।

৮

আমি তারে চিনি শুনি ভালবাসি তায়,
শুনিলে তাহারি নাম,
উথলে হৃদয়ধাম,
পরাণ শিহরি উঠে সুধা পড়ে গায়;

এক দিন দূরে—দূরে,
অনন্তে অমরপুরে
নিয়ে যাবে সে আমারে, কয়েছে আমায়,
সে আমার কাছে কাছে,
দিন রাত সদা আছে,
পরাণে বেঁধেছি পাছে ফেলে চ'লে যায়,
তার নাম "মত্য" আমি ভালবাসি তা'য

সাধের মরণ।

১

এক বীণা গাহিছে কি গান!
আকাশ ছাপায়ে দেছে তান,
এ গান শুনিতে হায়!
লক্ষ তারা কেন চায়!
শিহরি উঠিছে কেন এ নির্জীব প্রাণ?
জননি জনমভূমি!
শুনিছ কি গান তুমি,
যে গীতি ঢালিছে তব স্নেহের সন্তান?

২

ওই শুন—
মরণের বায়ু বয়ে যায়,
কে তোরা মরিতে যাবি আয়!

ওই দেখ ! ঘরে ঘরে—
কত কে কাঁদিয়া মরে,
অনেক কাঁদিছে ওরা অসহ্য জ্বালায় ;
নীরবে কাঁদিবে যারা,
বিজনে কাঁদুক তারা,
আয় ! কে ডুবিতে যাবি সাগর-তলায় ?

৩

মরিবার সাধ কার আছে ?
কে যাবি রে ! মরণের কাছে ?
মায়ের নয়নজল,
ভাই বোন হতবল,
খেতে না পাইয়া শিশু ভূমে পড়ি আছে ;
মুখেতে তুলিতে গ্রাস
মরমে জনমে ত্রাস,
আগে তো মরিব আমি তোরা আয় পাছে।

৪

শুয়েছি তো মরণের দ্বারে,
নিতান্ত ছুঁইতে হবে তারে,
তবে রে ! কিসের লাগি
দিবারাতি ভিক্ষা মাগি ?
কেন রে কাঁদিবে মাতা এ সহস্র ধারে ?

আর কি চাহিব ছাই,
মরিতে যেতেছি ভাই!
আসুক সে সাথে সাথে ভালবাসি যারে।

৫

আমি গাই মরণের গান,
তোরাও মিশায়ে দে'না তান,
"বন্দে মাতরং" গেয়ে
চল রে! পড়িব ধেয়ে,
করিব জীবন-ব্রত শুভ অবসান;
সময় ফুরায়ে যায়,
কে আসিবি ত্বরা আয়!
হৃদি-রক্তে মাতৃস্নেহ দিবি প্রতিদান।

৬

কপালে যা আছে তাই হবে,
মরণ বিমুখ কা'রে কবে?
ভীষ্ম, দ্রোণ, সূর্য্য-সুত,
প্রতাপাদি রাজপুত,
দেখ না! কেমনে প্রাণ তেয়াগিল সবে;
মরেছে কি সুখে মরি!
দুর্গাবতী ঝাঁসীশ্বরী,
আমাদেরি কথা কিরে কথা শুধু রবে?

৭

কত জন ম'ল মা'র তরে,
মোরা সবে ঘুমাব কি করে ?
এ দগ্ধ হৃদয় দিয়া
উঠে না কি উথলিয়া ?
মায়ের নয়নে নিতি কত জল ঝরে !
পাপ-তাপ-পূর্ণ ঘর,
ভাই বোন পর পর,
কলঙ্ক-কালিমা মাখা পাঁজরে পাঁজরে।

৮

একবার ম'লে যদি হায় !
এত জ্বালা জুড়াইয়া যায়,
এখনি মরিয়া ভাই !
ওপারে চলিয়া যাই,
চল করি প্রণিপাত জননীর পায় ;
শুধু অশ্রু হাহাকার
চাহি না ছাড়িতে আর !
এ জড় জীবন বয়ে কাঁদাবে কি মা'য় ?

৯

কে তোমরা আমি রে ! তা জানি,
মুখ ফুটে সরমে বলিনি,

এ যে অন্ন-বস্ত্র-হীন
ভিখারী কাঙ্গালি দীন,
তা বলে কি ভুলে গেছি জীবন-কাহিনী ?
দেবতার অস্থি দিয়া,
গঠিত তোদেরি হিয়া,
বহিছে অমর-রক্ত ও ছিন্ন ধমনী।

১০

কর দেখি অতীত স্মরণ,
তোমাদেরি অধীন মরণ,
"সপ্ত-সিন্ধুময়ী ধরা"
ছিল যাঁর কীর্ত্তি-ভরা,
সেই পূজ্য আর্য্যকুলে তোদেরো জনম !
আজি যে মরণ তরে,
কত জন কেঁপে মরে,
সেই মৃত্যু ছিল তাঁর প্রিয় আভরণ !

১১

তাই—

আমাদের মরণ-পিপাসা,
মরণে প্রাণের ভালবাসা,
বুকের ভিতর ঢালা
অনন্ত অসীম জ্বালা,
একটু একটু করে সরে গেছে আশা ;

এখন উন্মত্ত প্রাণে
চেয়ে আছি শূন্য পানে,
বুঝিবে একটীবার মরণের ভাষা।

১২

এ বিষাদ "আহা"—"উহুঃ"— রব
পলকে নিভিয়া যাবে সব,
লয়ে এই রক্তবিন্দু
অনন্তে বহিবে সিন্ধু,
ফুটিবে অযুত তারা আভা ঢালি নব ;
হৃদি-পিণ্ড উপাড়িব,
বজ্রানলে ফেলি দিব,
মায়ের এ অশ্রু কিরে বেঁচে থেকে স'ব ?

১৩

ওই দেখ ! জীবন-বেলায়
মরণের তরঙ্গ খেলায়,
এ ক্ষুদ্র বালুকা-কণা
এ স্রোতে কি ডুবিবে না,
রাখিবি এ পরমাণু বেঁধে কি ভেলায় ?
জানে না অবোধ হায় !
তবুও ফিরিতে চায় !
কি জানি কিসের নেশা এতই ভুলায় !

১৪

আয় ! যাই আকুলিত চিতে
মরণেরে ডাকিতে ডাকিতে,
এক স্বর এক রবে
গাহিব আমরা সবে—
"বন্দে মাতরং" গাথা—মরিতে মরিতে ;
শুনিতে অন্তিম তান
উথলিবে মা'র প্রাণ,
সে গীতি আকাশে যাবে ভাসিতে ভাসিতে।

১৫

দেবতারা আশীর্ব্বাদ দিবে,
নব প্রাণ ফিরিয়া আসিবে,
পবন প্রবল বেগে
উড়াবে কুয়াসা মেঘে,
সুখের তপন ফিরে গগনে উঠিবে ;
জননী পাইয়া বল
মুছিবেন আঁখি-জল,
কি শুভ মরণ যাহে এ সুখ ঘটিবে !

ঊষা-সমাগমে।

১

কে তুমি আমার বুকে
ঢালিলে অমৃতধারা!
সহসা কিসের তরে
হইনু আপন-হারা।

২

অমন আদর করি
কে তোমারে জাগাইলে?
আ মরি! সোণার বালা!
তুমি মা! কোথায় ছিলে?

৩

হেরি ও রূপের ছটা
জুড়া'ল নয়ন প্রাণ,
অঙ্গের সৌরভ কিবা
আনন্দে পূরিছে ঘ্রাণ।

৪

ললাটে পরেছ ফোঁটা
দশ দিক্ উজলিছে,
মধুর মধুর ধারা—
স্নেহ অশ্রু বিগলিছে।

৫

আহা ! কি ললিত রাগে
ভরিয়াছ সপ্ত-স্বরা !
ব্যঞ্জন করিছ যেন
স্বরগের সুধাভরা।

৬

অমনি সোণার মুখ
আমি বড় ভালবাসি,
মলিনতা-লেশ নাই
কথায় কথায় হাসি !

৭

সরল তরল হাসি
কপোলে মিলায় হায় !
হ্যাঁ মা ! তুমি কার মেয়ে ?
বল বল পড়ি পায়।

৮

এমন মনের মত
কে তোমারে সাজাইল ?
অমূল্য রতন এত
কাহার ভাণ্ডারে ছিল ?

৯

যোগীর যোগের বল
    ঘুমন্ত শিশুর হাসি,
প্রেমিকের সুখ-অশ্রু
    প্রভাতে ললিত বাঁশি।

১০

যা হও তা হও, আমি—
    কিছু না বলিতে জানি,
নিরুপমা মনোরমা !
    এইমাত্র মনে জানি।

১১

দেখাতে স্বর্গের আলো
    ভালবাসা মধুরতা,
তোমারে আনন্দময়ি !
    কেউ কি পাঠা'ল হেথা ?

১২

যেই জন সাজাইলা—
    হেন ছটা ! এ মাধুরী !
ধন্য ধন্য কারু সেই !
    ধন্য বটে কারিগুরি !

১৩

বিচিত্র শকতি হেন
প্রেম-মাখা কর যাঁর,
আমার প্রাণের সাধ—
দেখি তাঁরে একবার।

১৪

জানিনে বুঝিনে, শুধু
দেখে শুনে এই চাই,
অনন্ত কালের তরে
তারে নামে ডুবে যাই!

আয় ফিরে আয়।

১

ভেঙ্গে গেছে বুক শোক-তাপ-দুঃখে,
আগুন রয়েছে পরাণ ঘিরে,
তাই যেতেছিস্ আঁধারের দেশে?
যা'স্‌নে আমার মাথার কিরে।

২

তুই যদি বড় সুখ শান্তি-হারা,
বড় ব্যথা যদি তোরি ও বুকে,
জগত-হৃদয়ে ঢেলে দে হৃদয়,
বেঁচে থাক্ শুধু জগত-সুখে।

৩

তোর তরে যদি রবি শশী তারা
হাসে না উজ্জল মধুর হাসি,
কেন তায় চোখে শ্রাবণের ধারা ?
জ্বলে কত ঘরে আলোকরাশি।

৪

তোর বাড়ী যদি না যায় শরৎ,
ভ্রমর কোকিল বসন্ত-বায়,
কেন হ'বি "পর"—ভেঙ্গে ফেলে ঘর,
জগত সংসারে খাটিবি আয় !

৫

"মাধব কানন গেছে শুকাইয়া"—
তা বোলে কি শুধু কাঁদিতে হয় ?
না ফুটিলে যুঁই হাসিবিনে তুই ?
জগত তোমার কেউ কি নয় ?

৬

কত ভাই বোন আপনার জন,
কত কারা হেথা করেছে মেলা,
দেখিলে হৃদয় কি জানি কি হয়,
আয় ! এই ঘরে খেলিতে খেলা।

৭

তোর মুখে যদি হাসি নাহি ফোটে,
ওদেরি হাসিতে মাখিবি প্রাণ,
তোর বুকে যদি ঢেউ নাহি উঠে,
ওদেরি আনন্দে গাহিবি গান।

৮

অপরের সুখে হাসি মুখে মুখে
যাবে না কি তোর মরম-ব্যথা ?
"যে দিন গিয়াছে—আসে না কো আর,"
"জগত" কি তোর কথার কথা ?

মধুমাখা ভাব স্নেহের সম্ভাষ
রাত দিন তোর পড়িছে মনে ?
তোর ছিল যা'রা, চলে গেছে তা'রা,
আগুন লেগেছে ফুলের বনে ?

১০

"জগত" কে তোর ?—জগত তা'রাই ?
তো'তে মাখা ছিল তাদেরি প্রাণ,
পরাণের গা'য় জড়াইয়া যায়,
তোদের কাহিনী পুরাণো গান ?

১১

আজ নয় তুই পথের ভিখারী,
স্নুখ সাধ সব হয়েছে ক্ষয়,
তা'বলে চা'বিনে জগতের পানে,
জগত তোমার কেউ কি নয় ?

১২

তুইও একজন জগতের তরে,
এ বিশ্ব জগত তোরও লাগি,
আয় ফিরে আয় জগতের কোলে !
আমি তোর পা'য়ে এ ভিক্ষা মাগি।

১৩

ভাল তো বাসিস্—বাসিতে জানিস্,
ভালবাসা তোর হৃদয়-মাখা,
আয় ! জগতেরে ভালবাসিবারে,
শোক তাপ সব, থা'ক্ না ঢাকা।

১৪

দেখ অগণন তো'রি ভাই বোন,
চাঁদ মুখে বয় বিষাদ-ধারা,
আদরের ভাষে সোহাগ-সম্ভাষে,
তুলে নে'গো ! কোলে, হাস্নুক তা'রা।

১৫

ওদের বাগানে উঠিবে ফুটিয়া
তোরি বেল চাঁপা গোলাপ যুঁই,
ওদেরি চাঁদিমা তোরে আলো দিবে,
সবে যে গো! তোর, সবারি তুই!

১৬

তোর্‌ও এ জগত তোর্‌ও এ ব্রহ্মাণ্ড,
তোরি হয়ে সব দাঁড়াক ঘিরে,
আয়! জগতেরে ভালবাসিবারে,
ফিরে আয়! মোর মাথার কিরে।

তুমি তো আমার।

১

তুমিই সকল হরি! তোমারি সকল,
কে আমি যে নিত্য মাগি ভবের কুশল?
হয় হোক দিন রাত,
হয় হোক বজ্রাঘাত,
থাকুক বা ধরা ভরা আঁধার কেবল;
তাই কর ইচ্ছাময়!
যা তোমার ইচ্ছা হয়,
কে আমি যে ঢালিব এ শোক-অশ্রুজল?

কে আমি ধরার কোণে বেঁধে ছোট ঘর,
এরে বলি "আপনার", ওরে বলি "পর" ?
কেমন কু'কে ভুলি,
করি হেন দলাদলি,
কারে বলি "বেঁচে থাক," কারে বলি "মর" ;
তোমার জগতে আসি,
আপনারে ভালবাসি,
কে আমি এমনতর অবোধ পামর ?

৩

কে আমি কোথায় আমি পাই না ভাবিয়া,
কোথা হ'তে এসে যাব কোথায় চলিয়া ?
কেন বা অজানা টানে
যেতেছি মরণ পানে ?
পতঙ্গ আগুনে পোড়ে কি মোহে ভুলিয়া ?
বুঝিনাকো কোন তত্ত্ব,
কেবলি "আমা"-তে মত্ত,
পড়ে আছি শত ফেরে সংসারে জড়িয়া।

৪

তোমার এ ঘরে বিভো ! "আমি" কি আবার ?
"আমার" "আমার" করি কি আছে আমার ?

সকলি এখানে রবে,
আমারেই যেতে হবে,
আমারি ফুরাবে দিন ফুরাবে সংসার !
কে জানে কি হবে শেষ,
আঁধার অনন্ত দেশ,
পাব কি সেখানে কিছু ভালবাসিবার ?

৫

যা হবার হোক মোর শুনে কাজ নাই,
এসেছি যখন আমি খেটে খুটে যাই,
তুমি নাথ ! শুভময়,
জানিতেছ সমুদয়,
আমি কেন দিবারাতি অভাব জানাই ?
এ জগত থাকে থাক্,
না থাকে এখনি যাক্,
আমি কেন মোর তরে এটা সেটা চাই ?

অথবা—

তোমার এ বিশ্ব দেছ করি মোর ঘর,
যে ক'দিন থাকি কেন রব "পর পর" ?
আমার সুখের তরে,
রবি শশী আলো করে,
দুকূল উছলি নদী খেলে তর তর ;

জুড়ায়ে আমারি কায়
অনিল দিগন্তে ধায়,
বনে ফোটে ফুল সে তো তোমারি আদর !

৭

কি না দেছ তুমি মোরে করুণাসাগর !
না পেয়েছি কি বা তব জগত-ভিতর ?
আশা, প্রীতি, দয়া, স্নেহ—
মাখা মানবের গেহ,
পাকে পাকে শত পাকে বেঁধেছ অন্তর ;
তাই আমি ভিক্ষা চাই,
তাও কি চাহিতে নাই ?
আমি যে তোমার অণু, আমি যে অমর !
যা মোর আকাঙ্ক্ষা আছে,
ক'ব না তোমার কাছে !
তুমি যে প্রেমের হরি, কিসে করি ডর ?
তুমি তো আমারি—আমি কেন হব পর ?

৮

তুমি তো আমারি, তবে কেন অশ্রুজল ?
"তোমারি মঙ্গল" সে তো আমারো মঙ্গল,
হয় হোক দিন রাত,
হয় হোক বজ্রাঘাত,
ডুবাক অবনী ছুটি জলধির জল ;

আমি কেন তার লাগি
ও চরণে ভিক্ষা মাগি ?
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা ফলুক সুফল !
তাই কর ইচ্ছাময় !
যা' তোমার ইচ্ছা হয়,
কে আমি ফেলিব তা'য় নয়নের জল ?
তোমারি মঙ্গল সে তো আমারো মঙ্গল।

তিন দিনের কথা।

১

এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়,
দিন যায় রাত্রি আসে,
রবি গেলে শশী হাসে,
ধরণী তেমনি ভরা স্নেহ মমতায় ;
নিঠুর আমারি মন,
তোরে ছেড়ে প্রাণধন !
আসিয়াছি কত দূর মাগিয়া বিদায়,
স্নেহের প্রতিমা মোর রয়েছে কোথায় ?

২

বোঝে না পাষাণ মন, অপরের জ্বালা,
যাহারা হৃদয়হীন,
তারা বলে "তিন দিন"
বোঝে না এ "তিন দিন" কি আগুন-ঢালা !
তিন দণ্ড তিন ক্ষণে,
তিন যুগ লাগে মনে,
না হেরিলে তোরে প্রিয় ! মণিময়-মালা !
কাঙ্গালের সবে ধন তুই প্রিয়বালা !

৩

নয় বছরের মেয়ে প্রিয়টী আমার,
স্বরগের কচি ঊষা,
বসন্তের নব ভূষা,
আশীর্ব্বাদী ফুলটুকু ইষ্টদেবতার !
কত সুখ কত দুখ—
মাখানো ও চাঁদমুখ !
কত স্মৃতি প্রীতি কত আলোক আঁধার !
পরে কি তা বোঝে প্রিয় ! কি তুই আমার ?

৪

সরলা সোণার মেয়ে সুখের আধার,
কখন মলিন মুখে,
ভূতল ভাষায় দুখে,
কখন হাসিয়া ওঠে উজলি সংসার।

দেখিয়া দেখিয়া তাই
হেসে কেঁদে মরে যাই,
কত কথা মনে জাগে কারে ক'ব আর,
সোণার সরলা মেয়ে প্রিয়টী আমার !

৫

একটী বাঁধন তুই এ উদাস প্রাণে,
আজিও সংসারে থাকা,
সুখ সাধ বুকে রাখা,
সে কেবল চেয়ে তোর ওই মুখ পানে ;
আমার ভবিষ্য রেখা
তোরই কপালে লেখা,
আশার নিভন্ত আলো মাখা ও বয়ানে,
তুই তো অমৃত-কণা এ মরু শ্মশানে।

৬

অবোধ বালিকা মোর কিছুই বোঝে না,
আজিও সাথীর সনে
খেলা করে বনে বনে,
আজিও পুতুল পেলে পুলকে মগনা।
সহপাঠী সহ যুটি,
কত কর ছুটো ছুটি,
নাই ও বিমল বুকে বিষাদ-ভাবনা,
সংসারের ধাঁর প্রিয় ! কিছুই ধার না !

৭

নিঠুর সংসার এ যে নিঠুর সংসার !
ভরা কত দুখ পাপ,
কত শোক কত তাপ,
কত হিংসা দ্বেষ আর কত হাহাকার !
তোরে হায় ! স্নেহলতা !
লুকায়ে রাখিব কোথা ?
আশীর্ব্বাদী ফুলটুকু ইষ্টদেবতার,
কোথায় রাখিলে তোরে ছোঁবে না সংসার ?

৮

তোরে গো সঁপেছি প্রিয় ! বিধাতার পায়,
তোর ও হৃদয় মন,
তাঁহারি পবিত্রাসন
হো'ক হো'ক চিরদিন দেব-করুণায় ;
আর চাই অবিরত—
যাঁর প্রিয় তাঁরি মত
হয় যেন, দেখে সুখে মরে যাই হায় !
অন্তিমের শান্তি হো'ক প্রাণপ্রতিমায়।

একে একে তিন দিন হল অবসান,
দিন যায় রাত্রি আসে,
রবি গেলে শশী হাসে,
দেখিনি সে মনোরমা আমি রে পাষাণ !

কত দিনে ঘরে গিয়ে
তোরে প্রিয়! কোলে নিয়ে
জুড়াব তাপিত বুক ব্যথিত পরাণ,
এলায়ে চিকণ চুল,
দোলায়ে গোলাপ ফুল,
ছুটিয়া আসিবি মেখে হাসি অভিমান!
সহস্র চুম্বনে প্রাণ
হবেনাকো সমাধান,
জাগিবে মরমে কবে সে পূরবী তান?
ক'দিনে হেরিব প্রিয়! তোর সে বয়ান?
সে সোহাগ-মাখা হাসি—
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাশাপাশি!
দেব নব ছোঁয়াছুঁয়ি, হয় না বাখান!
ক'দিনে হেরিব প্রিয়! তোর সে বয়ান?

সাধ।

১

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
দুটো কথা না কহিতে,
দুটী বার না চাহিতে,
অমনি পোহায়ে যায় যামিনী সাধের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের!

২

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
শৈশবের সরলতা,
যৌবনের মধুরতা,
দুদিনে ফুরায়ে যায় পোড়া মানবের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৩

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
সুখ, সাধ, শান্তিগুলি
অকস্মাৎ পড়ে খুলি,
নিভে যায় আশা-বাতি চির-আদরের
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৪

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
বুকচেরা ধন নিয়া,
পোড়ায় আগুন দিয়া,
শ্মশানে সমাধি করে স্নেহ প্রণয়ের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৫

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
দয়া মায়া মমতায়,
ঢাকিয়া রাখিতে যায়,

পরের চোখের জল উপেখা পরের,
মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৬

মানব দানব বুঝি বিশ্ব জগতের—
কুটিল কটাক্ষে চায়,
দুর্ব্বলের রক্ত খায়,
পদাঘাতে ভাঙে বুক দীন কাঙালের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৭

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
হৃদয়ের পবিত্রতা,
বিশ্বময় বিশালতা,
তাই ঢালি করে পূজা হীন অধমের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৮

কে জানে কি দিয়ে প্রাণ গড়া মানবের—
জরা-মৃত্যু স্বার্থ-ভরা,
শোক-তাপে বেঁচে মরা,
পোড়া কপালের ভোগ ভুগিলাম ঢের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৯

এবার তো কর্ম্মভোগ ভুগিলাম ঢের—
কালের তরঙ্গে ভাসি,
ফিরে যদি ভবে আসি,
তুমি স্রোত আমি ঢেউ হ'ব সাগরের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

১০

ফুল হয়ে ফুটে থাক সুখ-সোহাগের—
আমিও অনিল হ'ব,
তোমারি সৌরভ ব'ব,
জুড়াব পরাণ মন কত তাপিতের,
এ আমার বড় সাধ চির জনমের !

পূর্ব্ব স্মৃতি।

১

এমনি সময়ে সখি !
সুখ-নিশা যায় যায়,
সে আমারে বলেছিল—
"কাল যাব মথুরায় !"

২

আকাশের তারাগুলি
　　পড়েছিল খসে খসে,
চাঁদিনা সরায়ে মুখ
　　এক পাশে ছিল বসে।

৩

আকুল লহরী-রাশি
　　ছুটেছিল—যমুনায়,
অনিল উদাস-চিত
　　গেয়েছিল—"হায় হায়!"

৪

ফেলেছিল ফুল-বালা
　　ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুধারা,
বিবশা প্রকৃতি-রাণী
　　হইল আপনা-হারা।

৫

মুখোমুখী দুটী পাখী
　　তুলিল করুণ তান,
এমনি সময়ে শ্যাম
　　গাহিল বিদায়-গান!

৬

এমনি সময়ে হায়!
　　না হ'তে যামিনী ভোর,

ফুরাল স্বপন মম
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর !

৭

কবে সে গিয়েছে চ'লে,
নিভেছে সাধের হাসি,
লাগে না মরমে আলো
বাজে না বিজনে বাঁশী।

৮

শুনিতে একটা কথা
কেউ তো সাধে না পা'য়,
একটু হাসির আশে
ব্রহ্মাণ্ড বিকাতে চায় !

৯

আজি আর কেউ নাই
এ অনাথা অবলায়—
"আমার আমার" ব'লে
ফিরিয়া চাহিবে হায় !

১০

সব তো ফুরাল মম
সুখ সাধ স্নেহ-ধারা,
গেল না যাতনা আর—
শুকাল না অশ্রুধারা ?

১১

শূন্য বুকে শূন্য মনে
কেবলি রয়েছি মরি,
তার সে অমৃতমাখা
স্মৃতিটুকু প্রাণে ধরি !

১২

হৃদয়ের পাতে পাতে
লিখিয়া রেখিছি হায় !
এমনি সময়ে শ্যাম
চলে গেছে মথুরায় !

আমার শৈশব ।

১

শৈশব ! তোমারে আমি খুঁজি কতবার,
আজিও তোমার তরে পরাণ কেমন করে
সুখের শৈশব মম গিয়াছ কোথায় ?
আবার আয়রে মন ! শৈশব-দোলায় ।

২

সে দিন, যে দিন ছিলে শৈশব ! আমার,
ছিল ধরা সুখময় কচি কচি সমুদয়
এই রবি এই শশী অনল অনিল,
কি জানি কেমনতর কচি কচি ছিল !

৩

মধুর নাচিত নদী মৃদুল হিল্লোলে,
কুসুমের তরুরাজি নব নব ফুলে সাজি
দোলাইত প্রতিবিম্ব বিমল জীবনে,
দেখি দেখি হাসিতাম নিরমল মনে।

৪

ফুটিলে সোণার চাঁদ দিক উজলিয়া,
"আয় আয় আয়" বলি ডাকিতাম কর তুলি
"ভুবন-ভুলান হাসি" হাসিত সে তাই!
চাঁদ যেন ছিল মোর আপনার ভাই!

৫

হাসি বই সেকালে তো নাহি ছিল আর,
কাঁদিতে নয়নজলে আনন্দ পড়িত গ'লে
যবে হাসিতাম ধরি মা'র মুখখানি,
আমারে হাসিতে দেখি হাসিত ধরণী।

৬

ছুটিয়া বাবার কোলে উঠিতাম গিয়ে,
হাসির লহরী তুলি মাখিয়া দিতাম ধূলি
তিনি তুষিতেন ক'য়ে মধুমাখা কথা,
কোথা সে শৈশব আজি—বাবা মোর কোথা?

৭

সে দিন মায়ের কাছে ছিনু ঘুমাইয়া,
কে জানে কেমন করি কে নিল শৈশবে হরি
নিদ্রার কুহকে আমি কিছু জানি নাই,
"কিছু জানিলে কি সুখ-শৈশবে হারাই!

৮

সে অবধি এই দশা হয়েছে আমার,
মরম খুলিয়া কই আমি আর আমি নই
নাই আর সে কালের নিরমল মন,
বাজ প'ড়ে পুড়ে গেছে সেই ফুলবন।

হাসেনা সুধাংশু আর মোর কথা শুনি,
আধ-ফোটা ফুল গুলি ডাকে না আঙুল তুলি
ভেঙে গেছে কোন দেশে সেই খেলাঘর,
আমার সে সাথীগুলি হ'য়ে আছে পর!

১০

ফুরায়েছে সেকালের ভালবাসাবাসি,
কত শোক কত তাপে কত দুঃখ কত পাপে
দূর হয়ে গেছে সেই নিরমল হাসি,
তাইরে! এমনি আমি আঁখি-জলে ভাসি।

১১

আজিও সে ফুল ফেটে কুসুমকাননে,
আজিও বসন্তে ধরা　　শ্যামল-পল্লব-ভরা
আজিও পাপিয়া গায় পিও পিও ক'য়ে,
যমুনা জাহ্নবী তারা আজো যায় ব'য়ে।

১২

আজিও উষার হাসে হাসে বসুমতী,
আজিও সাঁজের তারা　　ছড়ায় কনক-ধারা
বার মাস বছরাদি সব আছে সেই,
শুধুই আমার প্রাণে সুখটুকু নেই!

১৩

তরঙ্গে তরঙ্গে হায়! ভেঙে এ হৃদয়
উথলয়ে অবিরল　　পোড়া নয়নের জল
যখন প্রবাহ বয় নিবারিতে নারি,
তবুও লুকাই কত বসনে নিবারি!

১৪

শৈশব! তোমারে তাই ডাকি আরবার
আবার বারেক তরে　　শিশু করি রাখ মোরে
ভুলিয়া মরম-জ্বালা অসহ্য বেদন,
হাসিগে মায়ের কোলে করিয়া শয়ন।

১৫

তোমার পরশে পাব নবীন জীবন,
সেই মন সেই সুখ সে সব সোণার মুখ
আবার আসিবে। যথা বসন্তে ধরায়—
অযুত কুসুম ফোটে শুকানো লতায়।

১৬

আবার ছুটিব আমি সমীরণ-সনে
উঠিব বাবার কোলে ধরিব সাথীর গলে
আবার ঘুমাব মরি! শৈশব-দোলায়,
আয়রে শৈশব! ফিরে একবার আয়!

১৭

কোথা তব নিবসতি সুখের আগার?
আমারে ভূতলে ফেলে কোথা তুমি চলি গেলে?
সেখানে কি শোক তাপ মলিনতা নাই?
কহ রে! আমারে আমি সেখানে লুকাই।

১৮

স্বরগে জড়িত আহা ললিত শৈশব!
তব সুখ-স্মৃতি-গানে আজিও এ ভাঙা প্রাণে
বেজে উঠে সাত বীণা পূরবীর স্বরে,
হৃদয়ে তুফান চলে লহরে লহরে।

১৯

এ জনমে আর তুমি হ'বে না আমার,
তবুও সে সুখরাশি বিমল সঙ্গীতে ভাসি
যখন উছলে মনে তখনি নূতন,
ভুলিয়া সকল জ্বালা নিরখি স্বপন।

প্রভাত-চাতক।

১

সরিছে আঁধার কালো,
ঊষার নবীন আলো
দেখাইছে জগতের আধ আধ ছবি;
এত ভোরে কোন্ পাখি!
গাহিছ! আকাশে থাকি,
জাগাইয়া ধরাতল মাতাইয়া কবি?

২

মধুর কাকলী মুখে.
খেলিছ মনের সুখে,
হেরি ও মাধুরী মরি নয়ন জুড়ায়!
সুনীল গগন-কোলে
কাঞ্চনের ফোঁটা দোলে!
সজীব কুসুম যেন পবনে উড়ায়!

৩

কি জানি কি যোগ-বলে
স্বরগে যেতেছ চলে,
দেখি যেন থেকে থেকে জলদে লুকাও ;
দেবতার শিশুগুলি
খেলে যথা হেলি দুলি;
কে তুমি তাদের সনে খেলিবারে যাও ?

৪

চিনেছি চিনেছি আমি—
ওই যে চাতক তুমি,
প্রভাতি কিরণ মেখে কর ঝলমল ;
নাচিছ তপন-আগে,
জাগাইছ জীব-ভাগে,
সুললিত গানে মরি মাতায়ে ভূতল !

৫

শুনি ও অমৃত-গীতি
কার না জনমে প্রীতি ?
কে যেন অমৃত-ধারা ঢালিছে ধরায় ;
ছুটিছে অমৃত-রাশি,
অমৃত-হিল্লোলে ভাসি,
অমৃত-তুফানে যেন মন ভেসে যায় !

৬

হেন গান কোথা ছিল ?
কে তোমারে শিখাইল ?
কহ রে চাতক ! মোরে সেই সমুদয় ;
আমি তো বুঝেছি এই,
জগত-জননী যেই,
তাঁহারি শিখানো গীত, আর কারো নয়।

৭

যে সাজায় রামধনু,
যে হাসায় শশী ভানু,
অমল কমল যেই সলিলে ভাসায় ;
যাঁহার কৌশল-বলে
গ্রহ তারা শূন্যে চলে,
তোমারে এ হেন গীতি সেই রে শিখায় ?

৮

অমন মধুরে পাখি !
তাঁরেই ডাকিছ নাকি
স্বরগ-দুয়ারে উঠি পরাণ খুলিয়া ?
তুমিরে ! ডাকিছ যাঁরে,
আমি সদা ডাকি তাঁরে,
আমি ডাকি ধরাতলে হৃদয় ভরিয়া।

৯

তবে ভাই! নেমে আয়,
দুজনে ডাকিব মা'য়,
বুঝিব বুঝিব সে মা কার ডাকে আসে;
তোর ডাক সুধা-মাখা
আমার শুধুই ডাকা,
দেখি মা আমারে ভাল বাসে কি না বাসে।

১০

আয় তবে আয় চলি!
দোঁহে হ'য়ে গলাগলি,
মায়ের "মঙ্গল-গাথা" গাই একবার;
দূরে যাবে মলিনতা,
দূরে যাবে সব ব্যথা,
ভরিবে তাঁহার প্রেমে হৃদয়-আগার!

শুক তারা।

১

দাঁড়া ভাই শুক তারা!
দিব অশ্রু দুটো ধারা,
বলিব কয়টী কথা, তুমি কি তা বুঝিবে?
কি দেখিছ চেয়ে চেয়ে?
আমি তো পাগল মেয়ে!
শুনিয়া কাহিনী মম, হাসিবে না কাঁদিবে?

২

ভাই! ভাই! আগে কও,
তুমি তো নিঠুর নও?—
না না না তেমন কথা কভু মনে লয় না,
অমন মূরতি যার সে নিদয় হয় না।

৩

তবে তো তোমারে ভাই!
একটু সংশয় নাই,
মরম খুলিয়া তাই দুটো কথা কহিব,
রাখ যদি ও চরণে কেনা হ'য়ে রহিব।

৪

হেথা হতে দূরে—দূরে—
স্বরগে অমরপুরে
উপাস্য দেবতা মম কতদিন গিয়েছে—
না না না, যান নি তিনি, তারা ধরে নিয়েছে।

৫

সে সব মরমে রো'ক,
আমারি পরাণে সো'ক,
সে আগুন এ হৃদয়ে জ্বলিতেছে জ্বলিবে,
কাজ কি দেখায়ে পরে, তার বুকে বাজিবে!

৬

তুমি ভাই! মাথা খাও,
সে দেশে বারেক যাও,
আমার পূজিত দেবে দরশনে চিনিবে,
কত অভাগিনী আমি, দেখিলে তা মানিবে!

৭

হেরি সে পবিত্র কান্তি,
তোমারো ঘটিবে ভ্রান্তি,
জীবন মরণ তুমি সব যাবে ভুলিয়া,
তোমারো হইবে সাধ—"পায়ে থাকি পড়িয়া"!

তাঁর কাছে গুণধাম!
কহিও আমার নাম,
দেখিবে দেবতা তোমা কত ভাল বাসিবে,
ফুটে বলিও না কিছু, মনে মনে হাসিবে।

৯

প্রণাম জানায়ে তাঁয়
সুধিও—"যে পড়া পা'য়,
তারে কাঁদাবার সাধ আজিও কি পোরে না?
সাবাস্ অমর-প্রাণ! নরে এত করে না!"

১০

বলিও "যে মরধাম—
অমর অমৃত নাম—
যেখানে রয়েছে, তারে দেখিবে কি সদয়ে ?
কত আর সবে তার ছোট খাট হৃদয়ে ?"

১১

বলিও—"লাজের কথা—
যেই চির-পদানতা,
তারে কি পোড়াতে হয় মরমের আগুনে ?
জলধি শুকায় হায় কপালের বিগুণে !"

১২

বলিও—"ছাড়িয়া রোষ
ক্ষমিতে যাহার দোষ,
আবার তেমনি ক'রে ক্ষমা সেই মাগিছে,
অনন্ত পিপাসা তার প্রাণে প্রাণে জাগিছে !"

১৩

বলিও "পাতিয়া কর
শূন্যে শূন্যে মেগে বর
বুক-ভরা তৃষা তার নিবারিত হয় না,
দারুণ আগুন জ্বলে, চাপা কভু রয় না !"

১৪

বলিও "সে স্তব্ধ প্রাণে
চেয়ে আছে শূন্য পানে,
করুণ নয়নে তারে কত দিনে হেরিবে ?
কবে তার 'নন্দাব্রত' সমাপন করিবে ?"

১৫

বলিও—"তোমার কাছে
কি তার লুকানো আছে ?
হৃদয় খুলিয়া দেছে, দেখেছ তো সকলি
বাকি আছে ক'টা কথা কহিবারে কেবলি !"

১৬

বলিও বলিও পাছে—
তার কি তা মনে আছে,
"দুজনে একাত্মা হয়ে দেব-পুরে মিলিব"
সুধিও সে দিন আমি কত দিনে পাইব ?

১৭

দূর হোক্ ছাই—ভাই !
আর কয়ে কাজ নাই,
নয়নে উথলে সিন্ধু নিবারিতে পারিনে,
কত কি আসিছে মনে, ভাষা তার জানিনে !

১৮

ও গীত তুলিতে তারা!
হয়ে যাই আত্মহারা!
দোষ না লইয়া তুমি আশীর্ব্বাদ করিও,
যা বলে দেবতা, মোরে ত্বরা এসে বলিও

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

১

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়!
চরণ-পরশে তোর
অবনী আনন্দে ভোর,
আকাশে অমর-কণ্ঠ আগমনী গায়!
পারিজাত-পরিমল—
মাখা আজি হৃদিতল,
পরাণে অমৃত-ধারা ঢেউ খেলে যায়!
বরষের এক দিন
ভাই-দ্বিতীয়ার দিন্!
বিশ্ব-মার স্নেহ-সিন্ধু উথলে ধরায়!
দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়!

২

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়।
আমরা "ভগিনী ভাই",
চিনিনে বুঝিনে ছাই!
আঁধারে রয়েছি প'ড়ে মরণ-শয্যায়;
চাঁদিমা, তপন, তারা,
এখানে হাসে না তা'রা,
স্নেহ-মমতার মুখ নাহি দেখা যায়!
এ মহাশ্মশান-ভূমি,
কেমনে আসিলে তুমি
উজলিয়া দশ দিক্ নব জ্যোছনায়?
ও পূত অঙ্গের বাসে,
শব-দেহে প্রাণ আসে,
অমৃত-উচ্ছ্বাস ছোটে গঙ্গা-যমুনায়!
ফিরে আসে স্নেহ প্রীতি,
ফিরে জাগে সুখ-স্মৃতি,
ফিরে বহে আর্য্য-রক্ত ধমনী-শিরায়!
দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়।

৩

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়,
তোমারি করুণা তরে
বাঙ্গালীর শূন্য ঘরে
আনন্দ-উৎসব পূর্ণ, তৃপ্ত সমুদায়!

গাঁথিয়া ফুলের মালা
ডাকে তোমা বঙ্গবালা,
কুসুম-অঞ্জলি তা'রা দিবে রাঙ্গা পায়!
গলাগলি কোটি বোন,
কোটি কণ্ঠে আবাহন,
আয় রে অমৃতময়ি! মৃত বাঙ্গালায়!
দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়।

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়।
বঙ্গের কুমারী সবে
আজি সে "ভগিনী" হবে,
পাইবে জীবন নব তব করুণায়;
জননী, দুহিতা, নারী
আজি সবে মানে হারি,
"শমন দমন" হেন কার ক্ষমতায়?
কে দিলে কপালে ফোঁটা,
থাকে না যমের খোঁটা
"যমের দুয়ারে কাঁটা" কেবা দিতে পায়?
একটু মিষ্টান্ন কার
মুখে দিলে একবার,
রোগ শোক দরিদ্রতা দূর হ'য়ে যায়?

ভগিনীরে এ সম্মান
তোমারি তোমারি দান!
হেন ঋণ কেবা কবে শুধিবারে পায়?
দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়।

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়,
নারীগণে মহাপ্রাণ
আজি দেবি! কর দান,
"ভগিনী" হইবে তারা তব করুণায়।
স্বার্থশূন্য পাপশূন্য,
নিষ্কাম পরার্থপূর্ণ,
পরের মঙ্গল চাবে ভুলি আপনায়;
জগতে ভগিনী-হিয়ে
স্নেহ দিয়ে প্রীতি দিয়ে
এক বিন্দু ফিরে পেতে কভু নাহি চায়;
কুটিল সংসার দূর,
শান্তিময় অন্তঃপুর,
ভগিনীর বাস সেথা মমতার ছায়;
উদাসীনা সুখ দুখে,
তথাপি অতৃপ্ত বুকে—
ভ্রাতার কল্যাণ যাচে বিধাতার পায়!

এ হেন ভগিনী-প্রাণ
আজি দেবি! কর দান,
হীনতা নীচতা যেন লাজে ম'রে যায়,
দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়।

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়,
জগতে পুণ্যের সেতু,
অনন্ত সুখের হেতু,
আশার স্বপন-সুধা নিরাশ নিদ্রায়;
চরণ-পরশে তোর,
অবনী আনন্দে ভোর,
বহিছে অমৃত-গন্ধ হেমন্তের বায়!
আজি কি তোমার বরে
বিশ কোটি সহোদরে
ডাকিবে ভগিনীকুলে স্নেহ মমতায়?
তাদের পবিত্র বক্ষ,
উচ্চ আশা উচ্চ লক্ষ্য
মলিনতা কুটিলতা ছুঁইতে না পায়!
নহে অন্য, নহে পর,
ভগিনীর সহোদর,
দেবতার শিশু তা'রা দেব-রক্ত গা'য়;

বিশ্ব-মা'র আশীর্ব্বাদ
পূরিবে মনের সাধ!
ভগিনীর নিমন্ত্রণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়,
আমি দিব ভাই-ফোঁটা—কে নিবি রে আয়!

পথিক।

১

অচেনা পথিক আমি তোদের দুয়ারে,
ঘুরি ঘুরি সারাদিন
হয়েছি শকতি-হীন,
তোরা কারা এলি মোরে ভালবাসিবারে?
আমি তো অচেনা পান্থ রয়েছি দুয়ারে!

২

আমারে ডাকেনা কেউ "আয় কাছে আয়",
যতন মমতা স্নেহ
আমারে করেনা কেহ,
কে তোরা—ডাকিলি কেন মধুর কথায়?
এ যে গো! তোদেরি ঘর,
আমি তো এসেছি পর,
কেন রে! বাঁধিলি মোরে স্নেহ-মমতায়!
আমারে ডাকেনা কেউ—"আয় কাছে আয়।"

৩

ভুলে আসিয়াছি আমি ভুলে চলে যাই,
তোদের এ দেবপুর,
আমার অনেক দূর,
হেথাকার রবি শশী মোর দেশে নাই ;
এখানে চলিছে ভাসি
আনন্দ-অমৃত-রাশি,
আমার সে ঘর-ভরা এক রাশ ছাই,
ছেড়ে দে আমারে আমি অধম বালাই !

৪

বুকে বুকে জ্বলে মোর চিতার অনল,
আমার বাতাসে হায় !
বসন্ত পলায়ে যায়,
শুকায় আমার তাপে বরষার জল !
বেঁধে এক কুঁড়ে ঘর
সবে ভাবি "পর পর",
ভরেছি আপনা দিয়ে বিশ্ব ভূমণ্ডল !
পরের সহস্র দুখে
"আহাটী" আসেনা মুখে,
পর লাগি চোখে নাই এক ফোঁটা জল ;
মরমে মরমে শুধু
আগুন জ্বলিছে ধূধূ,

"সসাগরা ধরা" মোর মহা মরুস্থল !
আমার কাহিনী তোরা কি শুনিবি বল ?

৫

তোদের ও দেব-প্রাণ চির-সুখময়,
নাই শোক, নাই রোগ,
নাই "কপালের ভোগ",
জীবনে জড়ান নাই মরণের ভয় !
শুনিলে মধুর গীতি,
উছলে অমৃত-স্মৃতি,
চাহিলে মুখের পানে জুড়ায় হৃদয় :
তোদের স্নেহের ঘরে
আনন্দ বিরাজ করে !
এখানে আসিলে "পর" আপনার হয় ;
এ বিশ্ব জগত ধরি
হৃদয়ে রেখেছ ভরি,
তাই ও পরাণে মরি ! কেউ "পর" নয়,
তোদের ও দেব-প্রাণ নিত্য মৃত্যুঞ্জয় !

৬

তবু কি বাসিবি ভাল স্বরগের মেয়ে !
তবু কি বাসিবি ভাল দীন হীনে পেয়ে ?
ভালই বাসিবি যদি
এ মর মলিন হৃদি—
স্বরগ-আলোক জ্বালি দাও না গো ছেয়ে ;

লইয়া তোদের হাসি
মুছিব এ অশ্রুরাশি,
আমারে ভুলিয়া রব কত "পর" পেয়ে !
ব্রহ্মাণ্ডে বাঁধিব ঘর,
কোথাও রবে না "পর",
ছুটিব অনন্ত-পথে হরিনাম গেয়ে ;
আমারো আমারো লাগি
জগত উঠিবে জাগি,
আমিও অমর হ'ব সুধা-ধারা পেয়ে,
মোরে কি শিখাবি হ'তে "দেবতার মেয়ে" !

মহাযাত্রা। *

আজি মহারাজ ! তোমার চরণে
এ দাসী বিদায় মাগে,
জনমের মত দুই এক কথা
কহিতে বাসনা জাগে।

* ১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহ সময়ে বুঁদিরাজ সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজগণের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান-সময়ে তদীয় মহিষী অরণ্যস্থিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয় পুরুষ ও রমণীদিগকে আহার, পানীয় প্রভৃতি দিয়া দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করেন। রাণীর সহায়তায় ইউরোপীয়দিগের দিল্লী-শিবির প্রস্থানের পর বুঁদিরাজ স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করেন ও রাণী হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। জনশ্রুতি,—শত্রুপক্ষের প্রতি দয়া প্রকাশ করাতে ক্রোধান্ধ হইয়া রাজা রাণীকে নিহত করেন। তদ্বিষয় অবলম্বন করিয়া এই পদ্যটী লিখিত হইল।

তোমার আশীষে চলিনু স্বরগে
মর-লীলা করি সায়,
কৃতজ্ঞতা-রসে উথলিছে প্রাণ
শেষ নমস্কার পায় !
হীরক রতন রাজ-সিংহাসন
দিয়াছিলে অধীনীরে,
কত ভালবাসা সোহাগ যতন
সতত ঢেলেছ শিরে।
এ মর জগতে নশ্বর জীবনে
ছিল না অভাবলেশ,
বিষাদ বেদন জানিনি কখন
তোমা হ'তে হৃদয়েশ !
তুমি স্নেহময় তুমি প্রেমময়
তুমি বীর মহাযোধ,
নীচাশয়া কভু ভেবনা দাসীরে
এই শেষ অনুরোধ।
"অরাতি-মহিলা কুসুম-কোমলা
কচি-শিশু-সহ হায় !
অনাহারে মরে নিবিড় কাননে
অনাথা কাঙ্গালী প্রায় !
শুনি এ বারতা গলিল পরাণ
উঠে হৃদি উথলিয়া,

করিনু যতন মনের মতন
বসন ভূষণ দিয়া।
মন-সাধ পূরি আহার পানীয়
দিয়াছিনু সবাকায়,
নিরাপদে তারা গেছে নিজ ঠাঁই
কৃতার্থ হয়েছি তায়!
মুছায়ে পরের নয়নের জল,
বাঁচায়ে পরের প্রাণ,
কি সুখ মরণে! যে মরে সে জানে
কি আনন্দ প্রাণ-দান!
আপনার তরে মরে যেই জন
মরণে তাহারি ব্যথা,
যেই নরাধম পাপে পুড়ে মরে
অসহ্য তাহারি কথা!
নয়নের জল উথলি আসিছে
পুলকে সরে না বাণী,
পরের লাগিয়া অনিত্য জীবন
ত্যজিল তোমার রাণী!
কখন ভেবনা তোমার ললনা
মরণেরে করে ভয়,
ক্ষত্রিয়-শোণিতে যাহার জনম
মৃত্যু তার সুখময়!

"নিজ প্রাণ দিয়া সর্ব্বস্ব সঁপিয়া
বাঁচাবে শরণাগতে",
তোমার প্রসাদে শিখেছে এ দাসী
আর্য্য-নীতি এ জগতে।
সফল জনম সার্থক জীবন
বীরতা সাধিয়া যাই,
বীরাঙ্গনা হয়ে হীন সম ম'লে
সে লাজের সীমা নাই।
ভেব না রাজন্ ! তোমার আঘাতে
পেয়েছি মরম-ব্যথা,
আমার হৃদয় ভরিয়া রয়েছে
তোমার স্নেহের কথা !
স্বপনেও দাসী পলকের তরে
তোমারে ভাবেনি ভিন,
মরণেও তুমি প্রেমময় তার
স্নেহময় চিরদিন !
তোমার প্রেয়সী হ'য়ে ধরাতলে
ছিলাম অতুল সুখে,
বৈকুণ্ঠের দ্বার খুলিল আবার
কাঁদিব কিসের দুখে ?
মনে রেখ নাথ ! রমণী-হৃদয়
ভালবাসা-প্রস্রবণ,

প্রিয়তম পতি জগতের গতি

প্রাণের সর্ব্বস্বধন !

শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে

তুমিই আমার সার,

এ জনম তরে চলিলাম তবে

করি শেষ নমস্কার।

উচ্ছ্বাস। *

১

কেন আজি বঙ্গমাতা অশ্রুমুখে হাসিছে ?

কেন তাঁর শুষ্ক হৃদি উথলিয়া উঠিছে ?

বঙ্গের সন্তানগণ

এক-মন এক-পণ,

কিসের উৎসবে আজি এ উদ্যমে মাতিছে ?

"বাণী-বর-পুত্র" নামে কেন দেশ ভরিছে ?

২

স্বভাবের শিশু, "বঙ্গ-কবিকুলেশ্বর",

বাল্মীকির প্রিয়ানুজ, বঙ্গের হোমর,

আজি তাঁরে সমাদরে

বঙ্গবাসী পূজা করে !

পাষাণে চিত্রিত ওই সমাধি-উপর —

"শ্রীমধুসূদন দত্ত অক্ষয় অমর !"

---

* স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পঠিত।

৩

"রত্ন-প্রসবিনী" বঙ্গ যেই নিধি-পরশে,
যে দিলা অমূল্য মালা মাতৃভাষা-উরসে,
যাবৎ উদিবে রবি,
অমর রবে সে কবি,
"মক্ষিকা গলে না কভু অমৃতের সরসে"
মরিবে কি "বাণী-পুত্র" মার কোলে—স্বদেশে ?

৪

যার "মধুধ্বনি" শুনি মোহিল ভুবন,
কেমনে ভুলিবে বঙ্গ সে "মধুসূদন" ?
নিয়ত সে বীরনাদ
নিনাদিছে "মেঘনাদ,"
"বীরাঙ্গনা" "ব্রজাঙ্গনা" চমকিছে মন !
ভুলিবে কি বঙ্গমাতা "আঁচলের ধন" ?

৫

পেয়ে ও মধুর স্বাদ "বিজাতীয়" ভুলিয়া,
ইংরেজ ফরাসী সবে উঠেছিল মাতিয়া,
ধন্য সেই প্রতিভায়,
ধন্য সেই কল্পনায়,
দিয়াছে অবনীতল চমকিত করিয়া !
কত পাষাণের প্রাণ পড়িয়াছে গলিয়া !

৬

বঙ্গের উজ্জ্বল মণি "শ্রীমধুসূদন",
কশ্যপ ঋষির কুলে অমূল্য রতন !
কোথা ঘর কোথা বাড়ী,
কোথা বা সাগরদাঁড়ি,
কোথা উদাসীর মত ত্যজিলে জীবন,
ভুলিব না এ বেদনা জনমে কখন !

৭

সে দিন—সে কাল দিন মনে জেগে রয়েছে,
যে দিন ভারত-বক্ষ "মধুহীন" হয়েছে !
হায় রে ! অশুভ ক্ষণে
আধা পথ মায়া-বনে, *
আঁধারিয়া বঙ্গাকাশ সে হিমাংশু নিভেছে !
সুখের স্বপন মা'র জন্মশোধ ভেঙ্গেছে !

৮

গাহিতে গাহিতে বীণা সহসা থামিল,
ফুটিতে ফুটিতে রবি জলদে ঢাকিল,
বঙ্গ-দুখিনীর ধন,
ভারতের আভরণ,
না জানি অতল জলে কেমনে পড়িল !
ছিল সে আঁধারে ভাল কেন আলো দিল ?

* "মায়া-কানন" গ্রন্থের লেখা শেষ না হইতেই কবিবর পরলোক গমন করেন।

৯

যা হবার হয়ে গেছে কি হবে তা বলিলে ?
কে তারে রাখিতে পারে বিধি নিজে হরিলে ?
অভাগিনী বঙ্গভূমি !
কেন মা ! কাঁদিছ তুমি ?
ফিরে কি আসিবে কভি সকরুণ ডাকিলে,
আসে কি মরতে কেহ স্বরগেতে থাকিলে ?

১০

মায়ের আদর্শ-সম তুমি মাগো ! থাক,
মধুর "শ্রীমধু" নাম বুকে গেঁথে রাখ,
ধন্য তুমি নামে তাঁর !
তব অঙ্ক-অলঙ্কার—
এই সমাধির ক্ষেত্র ! শূন্য হৃদে আঁক !
আর মিছে কেঁদে তোমা কাঁদাইব না'ক।

১১

সুললিত নব তানে দেশে দেশে গাইয়া,
হেথা আসি কল-কণ্ঠ পড়িয়াছে ঘুমিয়া,
আপনি মা বসুমতী
দিয়াছেন কোল পাতি,
ছুটিছে জাহ্নবী সুখে কবি-শির চুমিয়া,
রয়েছে প্রকৃতি-শিশু এই খানে ঘুমিয়া !

১২

শুভ জীবনের ব্রত করি সমাপন
আরাম লভিছে হেথা "ভারত-রতন",
তবে মা জনমভূমি!
কেন গো ব্যাকুলা তুমি?
অজর অমর তোর "শ্রীমধুসূদন"—
কীর্ত্তিময় স্মৃতিস্তম্ভ পর আভরণ।

১৩

অথবা সাধে কি তুমি উঠিয়াছ উথলি,
মধুহীন হৃদে আজি মধু-মাখা সকলি!
কৃতজ্ঞতা-রসে ভাসি
আজি যত বঙ্গবাসী
পূজিছে কবিরে তাই সুখোৎসব কেবলি,
মধুহীন দেশে আজি মধু-মাখা সকলি!

১৪

যে ঋণে বেঁধেছ কবি! বঙ্গবাসিগণে,
সে ঋণ শুধিতে কেবা পারে এ জীবনে?
কেবা সে শকতি ধরে
লেখনী ধরিয়া করে
করিবে মনের সাধে তব যশোগান?
আমি কোন ক্ষুদ্র কীট কতটুকু জ্ঞান!

১৫

তবে এ হৃদয় কিনা উথলিয়া উঠিছে,
বিষাদ-আনন্দোচ্ছ্বাস তর তর ছুটিছে,
তাতেই আপনা ভুলি
মরম-মরম খুলি
গাহি এ উচ্ছ্বাস-গাথা (যাহা হৃদে আসিছে)
তোমারি উৎসবে দেব ! এ পরাণও মাতিছে।

১৬

যে দিকে ফিরাই আঁখি হেন মনে হয়,
আজি যেন ধরাতল চির-মধুময় !
দিবাকর-কর দিয়া
পড়িতেছে ছড়াইয়া,
সম্মুখে স্মরণস্তম্ভ উচ্চরবে কয়—
"শ্রীমধুসূদন দত্ত অমর অক্ষয়"।

১৭

যে লোকেই থাক দেব ! দেখ আজি চাহিয়া,
হাসিছে মলিন দেশ তব আলো মাখিয়া,
বঙ্গের সন্তানগণে
করিছে পবিত্র মনে—
এ আনন্দ-মহোৎসব অশ্রুজলে ভাসিয়া,
রাখিতেছে স্মৃতিস্তম্ভে তব নাম আঁকিয়া ;

আজি কেহ পর নাই,
মিশামিশি ভাই ভাই;
কি অমৃত-ধারা দেব ! দেছ তুমি ঢালিয়া !
নীরব সুষুপ্ত বঙ্গ উঠিয়াছে জাগিয়া।

শোকাতুরা মা।

১

উহুহু রে বাপধন !
ভেঙ্গে চূরে গেল মন,
আজ অভাগীর মাথা কেন হেন খেলি ?
তুই আঁচলের হীরা,
মাথা-খোঁড়া বুক-চেরা,
কাঙালিনী মা'রে ফেলে কার কাছে গেলি ?

২

ভিক্ষা মেগে দুটো খাই,
তা'য় কোন দুঃখ নাই,
ভুলে আছি সব ব্যথা তোরি মুখ চেয়ে ;
তোর "মা" বলিয়া হায় !
আজো লোকে ফিরে চায়,
সকলে আমারে বলে "ভাগ্যবতী মেয়ে"।

* পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত।

৩

জানেন অন্তরযামী,
বড় অভাগিনী আমি,
অমূল্য রতন তুই বুক পূরাবার ;
অভাগী মায়ের তরে
চাঁদমুখে কথা ক'রে !
"মা" বলিয়া ডাক্ বাছা ! আর একবার।

৪

তুই যে "করুণাসিন্ধু",
"দীন কাঙ্গালের বন্ধু",
কেমনে ছাড়িয়া যা'স্ কাঙ্গালিনী মা'রে ?
বোঝ না কি হায় তুমি !
আমি দীনা—বঙ্গভূমি,
তোমা বিনা বাপধন ! বুকে নেব কারে ?

৫

খেটে খেটে রাতদিন
শরীর হয়েছে ক্ষীণ,
তাই কি রয়েছ শুয়ে অলস হইয়া ?
অভাগী মায়ের লাগি
সারারাতি জাগি জাগি
আজি কি এমনতর পড়েছ ঘুমিয়া ?

৬

উঠ যাদু ! কথা কও,
তুমি তো "অবাধ্য" নও,
জগতে তোমার নাম "মাতৃভক্ত ছেলে" ;
মায়ে তোর বড় টান,
মায়ে মাখা তোরি প্রাণ,
চাও না কো স্বর্গ তুমি মা'র কোল পেলে !

৭

নাই সুযশের লোভ,
নাই বিলাসের ক্ষোভ,
তোমার কাহিনী তুমি কিছুই জান না ;
শুধুই আমারি তরে
খাটিছ সহস্র করে,
শুধু ভাই ভগিনীর মঙ্গল-কামনা।

৮

দুরন্ত বালক গুলো
চোখে দিয়ে আছে ধূলো,
তুই যে কি ধন মোর কি বুঝিবে তারা ?
কেউ দেয় গালাগালি,
কেউ দেয় করতালি,
কোনো বা নির্বোধ হায় হেসে হয় সারা !

৯

দেখে সেই নিঠুরতা
পরাণে লেগেছে ব্যথা,
তাই কি আমার 'পরে রাগ করে যাও ?
কভু তো শোন না তুমি
পাগলের পাগলামি,
এস কোলে যাদুমণি ! মা'র মাথা খাও !

১০

তোমারে হইলে হান,
মরিবে কাঙ্গাল দীন,
মরম-বেদনা তারা কার কাছে ক'বে ?
কেবা সে আপনা দিয়ে
দিবে অশ্রু মুছাইয়ে ?
কেই বা তাদের ব্যথা নিজ বুকে ব'বে ?

১১

মেয়ে গুলো অবিরত
আজিও কাঁদিছে কত !
আজো সেই অত্যাচার, সেই পায়ে ঠেলা ;
আজো, "সতীনের ঘর",
"কচি মেয়ে বুড় বর",
এই কি তোমার যাদু ! ঘুমা'বার বেলা ?

১২

তোমারে রয়েছে চেয়ে
বালিকা বিধবা মেয়ে,
আপন কর্ত্তব্যে তুমি কবে কর হেলা ?
তাদের যে কেউ নাই;
তুমি বাপ তুমি ভাই;
এই কি তোমার যাদু ! ঘুমা'বার বেলা ?

১৩

আজিও সে "রুচি-দোষ",
আজো কত "আপ্‌শোষ",
আজিও শ্মশানে ভূত পিশাচের মেলা ;
কও তাই চাঁদ-মুখে;
ঘুমায়ে র'লে কি সুখে ?
এই কি তোমার যাদু ! ঘুমা'বার বেলা ?

১৪

তুমি না থাকিলে বুকে
অভাগী কি পোড়ামুখে—
জগতের কাছে মুখ দেখাইবে ফিরে ?
পোড়া বুক ফেটে যায়,
আয় যাদু ! কোলে আয় !
লুকায়ে রাখিগে তোরে শত বুক চিরে !

১৫

মরি ! মরি ! বাপধন !
ছিঁড়ে টুটে গেল মন,
তো'হেন পুত্রের শোক কার কবে স'য় ?
তোমারে হইয়ে হারা
কাঁদে রবি শশী তারা,
কাঁদিছে জগত সারা, আমি একা নয়।

১৬

নিঠুর শ্রাবণ মাস !
করিলি কি সর্ব্বনাশ !
আঁধারে ডুবালি মোর সরবস্ব ধন ;
হৃদি-পিণ্ড ক'রে চূর
কেড়ে নিলি কোহিনুর,
পোড়ালি আগুন দিয়ে বুকের বাঁধন !

১৭

ওকি ও জাহ্নবী-বক্ষে !—
উহু ! কি দেখিনু চক্ষে !
চন্দনের কাঠে কা'রা চিতা সাজাইলি ?
হোক্ ধরা ছাই ভস্ম,
কাঙ্গালের সরবস্ব—
জ্বলন্ত অনল-মাঝে কোন্ প্রাণে দিলি ?

১৮

ও দেহ—সোণার দেহ,
দি'স্‌নে চিতায় কেহ,
অভাগীর সুখ সাধে দি'স্‌নে আগুন ;
অন্ধের হাতের নড়ি
নি'স্‌নে মিনতি করি,
কি দোষে এ ভিখারীরে করিবিরে খুন !

১৯

সহস্র মরণে হায় !
ভাঙ্গিব পায়ের ঘা'য়,
সহস্র গঙ্গার স্রোতে নিভাইব চিতে ;
আনিয়া অমৃত-বায়ু
দিব কোটি পরমায়ু,
আমার সোণার চাঁদে কে আসিবি নিতে !

২০

অযুত তরঙ্গ-সঙ্গে
উথলি উঠিছ গঙ্গে !
তুমি কি পবিত্র হবে "ঈশ্বরে" পরশি ?
স্বরগে দেবতা তা'য়,
ডাকিছে কি "আয় আয়"
পাতিয়া রতনাসন তা'রা আছে বসি' ?

২১

যেখানে নারদ, ব্যাস,
জনকাদি করে বাস,
আমার বাছারে কি গো! সেথা নিয়ে যাবি?
ঈশ্বরে "ঈশ্বর" দিয়া
দিবি নাকি মিশাইয়া,
মরণেরে একবারে অমর করাবি?

২২

তবে বাবা! দেব-বেশে
যাও চলি দেব-দেশে—
মরণের পরপার অনন্ত যথায়,
আজ দশ দিক্ ভরি
বল্ তোরা—হরি হরি!
আমার ঈশ্বরচন্দ্র স্বর্গপুরে যায়!

* * *

কবি যে আপনা-হারা,
চোখে বয় শত ধারা,
কলিজা পরাণ সহ হ'য়ে গেল জল,
বিদ্যাসাগরেরে মাগো! কেন দিলি বল?

বিসর্জ্জন ।

১

আর কেন দিবাকর ! পূরব গগনে
দিলে দরশন ?
থাক্ বঙ্গ কালি-মাখা,
থাক্ কুহেলিকা-ঢাকা,
আজি তার বুকে নাই প্রাণাধিক ধন !

২

তুমি কি দেখিছ মুখ লুকাইয়া হেন
শ্রাবণের ধারা !
যত পার ঢা'ল তুমি,
ডুবে যা'ক্ বঙ্গভূমি,
স্নেহের "ঈশ্বর" তার হয়েছে সে হারা !

৩

থামরে বিহগকুল ! গেয়োনাকো আর
ও প্রভাতি গান !
যে যেখানে আছ সবে
নীরবে নীরবে র'বে,
মা'র বুকে নাই আজি প্রাণের সন্তান !

৪

আর তুমি দিগঙ্গনে ! কি দেখিতে এলে
গগন-প্রাঙ্গণে ?
চাইনে মৃদুল বায়,
আতর ফুলের গায়,
আমরা এসেছি আজি দেব-বিসর্জ্জনে !

৫

মায়ের কপালে কালি দিয়েছে আগুন
নিশীথ-অষ্টমী !
মুখে তা কহিতে হায় !
বুক যে ফাটিয়া যায় !
হয়েছে বঙ্গের আজি "বিজয়া দশমী !"

৬

আঁধারি অযোধ্যাপুরী বঙ্গ-অভাগীর
রাম গেছে ছেড়ে !
কি কহিব হরি হরি !
কহিব কেমন করি,
বিদ্যাসাগরেরে কাল নিয়ে গেছে কেড়ে।

৭

কেন রে অশনি ! আগে পড়িলে না আসি
বঙ্গ-মা'র শিরে ?
তা হ'লে তো আজি মাতা
সহিত না হেন ব্যথা
হারায়ে সর্ব্বস্ব-ধন জাহ্নবীর তীরে !

৮
কেন রে সাগর ! তুমি না করিলে গ্রাস
বঙ্গ-অভাগীরে ?
তা হ'লে তো এতক্ষণ
দিত না সে বিসর্জ্জন—
দুখিনীর কোটি সোণা আঁচলের হীরে !

৯
আজ আর দীন-হীন কার কাছে ক'বে
পরাণের জ্বালা ?
কোথা সে অনাথ-বন্ধু !
কোথা সে করুণাসিন্ধু !
কোথা সে অমর-আভা দেব-দেহে ঢালা !

১০
কার আশা করে আর পতি-সুত-হীনা
অনাথা দুঃখিনী ?
অবলা বালার তরে
কে খাটিবে শত করে,
কার মুখ চাবি তোরা ও বঙ্গবাসিনি !

১১
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি আজি রে ডুবিল
কাল সিন্ধু-নীরে !
জননীর হৃদাকাশে
কত তারা যায় আসে,
এমন তপন আর উজলিবে কিরে ?

১২
পেয়েছিলি অভাগিনি! শত জনমের—
তপস্যার ধন!
আজি এ কনক-খাটে
এই নিমতলা-ঘাটে,
সে দেব-দুর্ল্লভ নিধি দিলি বিসর্জ্জন!

১৩
কাঁদিছে পঞ্জাব বঙ্গে কাঁদিছে মান্দ্রাজ
হ'য়ে পাগলিনী!
কাঁদিছে বৃটনবাসী,
যায় বিশ্ব শোকে ভাসি!
দিগন্তে অনন্তে ওই হয় প্রতিধ্বনি!

১৪
আয় মোরা বঙ্গবাসী! স্নেহময় দেবে—
"বিসর্জ্জন" করি—
পাষাণে বাঁধিয়া মন
মিলে মিশে ভাই বোন,
দিগন্ত কাঁপায়ে আজি বলি "হরি—হরি!"

১৫
তুমিতো দেবতা পিতা! দেবতার দেশে
চলি গেলে সুখে,
আমরা কিসের আশে
র'ব এ আঁধার বাসে,
জগতে দেখা'ব মুখ কোন্ পোড়া মুখে?

১৬

দিনে দিনে যাবে দিন দেবের আশীষে—
যাবে হাহাকার !—
যাবে না ও কীৰ্ত্তি-গাথা,
যাবে না দীনের ব্যথা,
যাবে না এ অশ্রুজল বঙ্গ-অবলার—
তাদেরি "ঈশ্বরচন্দ্র" আসিবে না আর !

শ্রাদ্ধোৎসব।

১

"বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ !" কেন দিস্ গালি ?
আমার মাথার কিরে,
ও কথা ক'স্‌নে ফিরে,
ছয় কোটি বুক যে গো হয়ে যায় খালি !
"সাত শ' রাক্ষসী-প্রাণ"
তাঁর নাকি "পিণ্ডদান !"—
ছয় কোটি হৃদি-পিণ্ড আগে দিব ডালি,
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ, বড় গালাগালি !

২

বল্‌—বঙ্গভূমি-শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধ ভারতের,
এ যে শ্রাদ্ধ মাতৃ-ভাষা,
এ শ্রাদ্ধ উন্নতি-আশা,
এ শ্রাদ্ধ এ পিণ্ডদান দীন কাঙ্গালের!
সাঁওতাল দেশময়,
হৃদয়ের শ্রাদ্ধ হয়!
সতিনী-জ্বালায় হাড় জ্বলিছে যাদের—
বিদ্যাসাগরের কেন?—শ্রাদ্ধ তাহাদের!

৩

কার শ্রাদ্ধ?—শ্রাদ্ধ আজি বেদ-সংহিতার,
কার নামে তিলাঞ্জলি?—
ন্যায়, সত্য, প্রেম, বলি!
আদ্য কৃত্য বাঙ্গালীর আশা-ভরসার!
যাদের জনম-শোধ
মমতার পথ-রোধ,
"সপিণ্ডকরণ" সেই বাল-বিধবার!
কার শ্রাদ্ধ?—শ্রাদ্ধ আজি বঙ্গ-অনাথার!

৪

"বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ" বালাই! বালাই!
হৃদয় চমকি ওঠে,
শোণিতে আগুন ছোটে,
ছয় কোটি প্রাণ পুড়ে হয়ে যায় ছাই!

এ দীন পতিত দেশে
পতিতপাবন-বেশে—
দয়ার দেবতা আহা আজ আর নাই!
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে বুক ফাটে তাই।

৫

আজ যদি "পিতৃশ্রাদ্ধ" সারা বঙ্গময়—
"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম,
দেখিব তাহারি কর্ম্ম,
হৃদি-পিণ্ডে পিণ্ডদান কর সমুদয়;
পদ-ধূলি রাখি শিরে,
চল যাই গঙ্গা-তীরে,
ঘরে ঘরে হবে সেই দেব-অভ্যুদয়—
এ যে গো প্রতিষ্ঠা—এতো বিসর্জ্জন নয়।

৬

বিষাদের দিনে এই নব মহোৎসব,
দিয়া ভক্তি উপহার—
"ষোড়শ" সাজাও তাঁর!
কোটি ভাই বোন কেউ থেকনা নীরব;
কি করিবে "বৃষোৎসর্গ"
এ বিধি যে "আত্মোৎসর্গ"
ফিরে যাহে প্রাণ পাবে কুড়ি কোটি শব।

খুলিয়া বুকের পাতা
দেখ সঞ্জীবনী গাথা,
পড় সে 'বিরাট পুথি' বীরত্বের স্তব !
আজি পিতৃপ্রীতি লাগি
হও সবে স্বার্থত্যাগী,
উঠুক দিগন্ত ভেদি কোটি কণ্ঠ-রব,
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ—নব মহোৎসব !

৭

বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে আত্মা দাও ডালি—
কাঙ্গালী 'বিদায়' যাচে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে—
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে ভারত কাঙ্গালি !
টাকা পয়সার তরে
আসেনি মা, শোকভরে—
কাঁদিছে সে, কোল তার হয়ে গেছে খালি,
দাও মারে দাও ভিক্ষা,
মহামন্ত্রে হও দীক্ষা,
'ঈশ্বরের' ভাই হও ছ'কোটি বাঙ্গালি !
জননী হয়েছে আজি 'ঈশ্বর-কাঙ্গালী !'

৮

'বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ', বড় গালাগালি—
ক'সনে ও কথা ফিরে,
কোটি বুক যায় চিরে,
ছয় কোটি প্রাণ পুড়ে হয়ে যায় কালি!
এ জাতীয় পিতৃকৃত্য
তবেই হইবে "নিত্য,"
হীনতা নীচতা দাও গঙ্গা-জলে ঢালি!
শেখ সে উদ্যম-আশা,
বুকভরা ভালবাসা,
পুরাও পরাণ দিয়ে মার কোল খালি!
মহাশ্রাদ্ধ হোক্ শেষ,
'ঈশ্বরে' ভরুক দেশ,
পূজিব সে পিতৃ-মূর্ত্তি হৃদয়ে উজালি,
নিতি দিব—প্রাণগলা আঁখিজল ঢালি!

মায়ের সাধ।

১

আয় বাপধন! আয় কোলে আয়!
কেন্ আঁখি তোর ভরেছে জলে?
কি যেন হলোনা—কি যেন পেলেনা—
কি যেন যাতনা মরম-তলে।

২

কেনরে নিশ্বাস ফেলিছ তরাসি,
অধরে ফোটেনি মধুর হাসি,
কি ব্যথা লেগেছে কোমল পরাণে,
বল বল বাপ! কোলেতে আসি

শুকায়ে গিয়েছে চাঁদমুখখানি;
বিমল জ্যোছনা খেলে না চোখে,
নিঠুর সংসার ভয়াল মূরতি!
গরাসিতে বুঝি আসিছে তোকে।

৪

ভয়ে ভয়ে তাই চলে না চরণ,
উদাসী বিদেশী পথিক হেন!
আরামের ঠাঁই তোর যেন নাই—
মা'র কোল তোর রয়েছে কেন?

৫

নিদাঘের খরা, বরিষার ধারা
দিব না লাগিতে সোণার গায়,
পাবে না দেখিতে নিদয় জগত,
আয় মোর বুকে লুকাবি আয়!

৬

হরি! হরি! লাজ কার কাছে আজ!
মায়ের মমতা কে কোথা ভোলে?
কাহার শোণিতে পেয়েছ জীবন;
মানুষ হ'তেছ কাহার কোলে?

৭

ঘুমে ঢল ঢল শিশু দুরবল
পঞ্চবিংশ কোটি—আঁচলে রাখি,
এ আঁধার রাতি, জ্বালি আশা-বাতি,
আমি অভাগিনী জাগিয়া থাকি।

৮

মশাটী পড়িলে, পাতাটী নড়িলে—
পাছে বাছা মোর চমকি উঠে;
বুক পেতে তাই পদাঘাত খাই,
মরেও কাঁদিনে মু'খানি ফুটে!

৯

আগে ছিনু আমি রাজ-রাজেন্দ্রাণী,
আমার গৌরবে পূরিত ধরা,
আজি ভিখারিণী তোদেরি জননী,
বেঁচে থাকা আজ মরণে মরা!

১০

সে কালের কথা স্মরিলে এখনো
পুলকে শিহরে এ ভাঙ্গা প্রাণ!
বারো বছরের "বাদল" আমার
শোণিতে আমায় করা'লে স্নান।

১১

সে কালের কথা সাধের স্বপন
সোণায় গাঁথিয়া রেখেছি মনে,
আমার প্রতাপ ছাড়ি রাজাসন
পূজিল আমারে গহন বনে।

১২

সে কালের কথা সুধার কাহিনী—
আমারে রাখিতে অবলা মেয়ে—
সমরে পশিল অরাতি নাশিল!
কেউ বা মরিল গরল খেয়ে!

১৩

আজি তোরা একি অপরূপ দেখি!
অভাগীর দুখে চাও না ফিরে,
সহোদর ভাই, তারে মায়া নাই,
পরের চরণে লুঠাও শিরে!

১৪

নিতি মারামারি ভাই ভাই সনে,
নিতি গালি, নিতি বিবাদে রত,
এ দুরন্তপনা আর তো সহে না—
বাজে মোর বুকে বাজের মত।

১৫

তোর বোনগুলি আমারি দুহিতা,
তাদেরো কারণে পরাণ কাঁদে,
কেউ চাও তারা উড়ুক বিমানে,
কেউ চাও বাঁধা থাকুক ফাঁদে!

১৬

তোদের করম কহিতে সরম,
ঘৃণা উপহাস ভগিনী' পরে!—
স্নেহের লতায়—পবিত্র বালায়
আঁকিছ গড়িছ ভীষণা ক'রে!

১৭

কত দুখ আর স'ব বাপধন!
কত দিনে তোরা মানুষ হ'বি?
কবে রে! আমার ঘুচিবে আঁধার,
পূরবে উদিবে উজ্জল রবি?

১৮

বিষাদ বিবাদ দলাদলি যত
　এক দিন তোরা যাবি কি ভুলে ?
"ভাই ভাই" বলি হয়ে গলাগলি
　দিবি ভালবাসা মরম খুলে ?

১৯

তোদের সঙ্গিনী তোদের ভগিনী—
　মুছায়ে তাদের নয়ন-জল,
দেখাবি কি সত্য জ্ঞানের আলোক,
　দিবি কি অভয় ভরসা বল ?

২০

ছেলেগুলি হবে উজল তপন,
　মেয়েগুলি হবে চাঁদিমা-আলো,
হৃদয় আমার জোছনা-আগার,
　ডুবিবে অতলে বিষাদ কালো।

২১

সে দিন আমার কত দিনে হবে
　যেই দিন তোরা "মানুষ" হ'বি,
কাঙ্গালিনী মা'র সাধের মাণিক
　এক সাথে বুক উজলি র'বি।

মায়ের মেয়ে ।

১

কেন মা ! কাঁদিস্ এত ! এতো বড় দায় রে !
বোকা মেয়ে ! ও যে চাঁদ, ধরা নাহি যায় রে !!
নিবারিতে চাহি যত তুমি আরো কাঁদ তত
আকাশের চাঁদ ও যে ধরাতলে নামে না,
আয় আয় চাঁদ আয় ! নৈলে প্রিয় থামে না ।।

২

হাস প্রিয় ! একবার দূর হ'ক এ আঁধার
দেখি মা ! স্বর্গের শোভা ও মুখ-নলিনে,
কার সোহাগের ধন কার করে সমর্পণ !
কে জানে মরম তোর, আমি তো জানিনে ;
যে জানিত সে জানিত, আমি তো জানিনে,
কে দিল অমূল্য-নিধি হেন দীন হীনে !

৩

একদিন প্রিয় ! তোর স্মরণে কি র'বে না ?
বিগত সে সব কথা কিছু মোরে ক'বে না ?
মরি ! কিবা মনোহর মধুর মধুরতর
সেই স্নেহ তোর মনে কভু কি রে হবে না ?

৪

একদিন প্রিয় তোরে স্নেহের মধুর ডোরে
বেঁধে সেই নাচাইত কতই আদরে !
বুকে রেখে হাসি হাসি হাসাইত তোরে !

৫

"পরাণ-প্রতিমা" তুই "নয়নের তারা"—
সে দিন গিয়াছে তাই কাঙ্গালী আমরা !
সোহাগের ধন তুমি সাধের কমল রে !—
কেমনে ফুটিবে, বুকে দারুণ অনল রে !
মরি ! ও ললিত কায় অশ্রুজলে ভেসে যায়
প্রভাতি শিশির মেখে শতদল-দল রে !
মৃদুল পবনে যথা করে টলমল রে !

৬

জড়িমা-জড়িত স্বরে এক কথা বারে বারে
চোখে জল মুখে হাসি মুনি-মনোলোভা !
তো হ'তে দেখিনু ভবে স্বরগের শোভা !
কার পুণ্য-বলে তুমি ভূতলে উদয় ?
কে আনিল বারিবিন্দু মরু সাহারায় ?

৭

কারে শুনাইবু প্রিয় ! কার সনে হাসিব,
কোন্ কোলে দিয়ে তোরে প্রাণ ভরে দেখিব ?

কি আগুনে জ্বলি আমি কিছুই জান না তুমি
তোর হাসি তোর কথা কার সনে কহিব ?
ওরে বিধি ! এ যাতনা কত দিন সহিব !

৮

কাঙ্গালিরে এ রতন দিতে কিবা প্রয়োজন ?
রাজবালা-গলে দোলে মণিময় হার—
কি চিনিবে ভিখারিণী কি জানিবে তার !
নিদারুণ বিধি ! যদি এই ছিল মনে,
শ্মশানে সোণার ফুল ফুটাইলে কেনে ?

৯

জ্বলি উঠে কালানল যখন হৃদয়ে রে !
যখন নয়নে নীর দর দর বয় রে !
নিরখি আমার পানে কি যেন উদয় প্রাণে
খেলা ধূলা হাসি খুসি কিছু নাহি চায় রে !
আমরি ! ও সোণামুখী নীরবে দাঁড়ায় রে !

১০

বদন মলিন করে চারু চোখে জল ঝরে
কভু যেন ভয়ে ভয়ে কেমনে তাকায়,
কখন বা ছুটে ধরে আদরে গলায় !
এতই কুহক-মাখা বিধির কৌশল,
কে কবে দেখেছ, ফোটে অনলে কমল !

১১

কে আনিল এ মরতে স্বরগের ফুল রে!
এ ধন এ পাপ-ভবে বিধাতার ভুল রে!
যে দেশে নাহিক পাপ রোগ শোক পরিতাপ
জরা মৃত্যু জীবে যথা করে না আকুল রে!
সে দেশের নিধি এ যে—এ ভবে অতুল রে!

১২

মরমে মরিয়া যাই মরণ শরণ চাই
অমনি আঁচল টেনে হাসে বোকা মেয়ে,
মরিতেও ভুলি প্রিয়! তোরি মুখ চেয়ে;
অনলে পুড়িব তবু ম'রে কায নাই,
ননীর পুতুলটুকু কারে দিয়ে যাই?

১৩

তোরে দিয়া অভাগীরে মহাপাশে বাঁধিয়া
চলি গেছে, তোরে মোরে "একাকিনী" ফেলিয়া,
পরাণ পাষাণময় সহজে হ'ল না লয়,
মরিতে পারিনে মাগো! তোর মুখ চাহিয়া,
নিবারি চোখের জল তুমি কাঁদ বলিয়া!

১৪

যবে সে স্নেহের কোলে উঠিতে মধুর বোলে
আধ আধ ছাই পাঁশ বলিতে বকিতে,
ভূতলেই স্বর্গ আমি ভাবিতাম চিতে!

তাঁরি পুণ্য-ফলে তুমি ভূতলে উদয়,
তোমাতে মাখান সেই "স্বর্গীয়" হৃদয়।

১৫

সেই মুখ সেই ছটা সে মধুর হাসি রে—
তোর ও সরল মুখে যায় ভাসি ভাসি রে !
চাহিয়া চাহিয়া যেন কি জানি কি হই হেন
প্রাণে প্রাণে জাগে যেন বেহাগের বাঁশি রে !
তুমি কি মা ! দেব-বালা ? কহ তা প্রকাশি রে !

১৬

হাস প্রিয় ! একবার দূর হোক এ আঁধার,
ও মুখে সে দেব-আভা করি দরশন;
হাসরে হাসরে মোর কাঙ্গালের ধন !
মরু—মরু—মরুময় জীবন-লহরী,
কেবলি সুধার কণা তুমি মা ! আমারি !

১৭

আবার কাঁদিস্ মাগো !—এতো বড় দায় রে !
বোকা মেয়ে ! চাঁদ কভু ধরা নাহি যায় রে !
আয় চাঁদ ! ধরি পায় ধরাতলে নেমে আয় !
আকাশের চাঁদ হায় ! ধরাতলে নামে না !
আয় আয় চাঁদ আয় ! নৈলে প্রিয় থামে না।

সহযোগিনী

আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
দুজনে বাসিব ভাল
প্রাণে যত চায়।
আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
দুজনে বাঁধিব ঘর
শ্যাম-কুঞ্জ-ছায়।
আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
দুজনে শিখাব গীতি
পিক পাপিয়ায়।
আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
দুজনে ফুটাব নিতি
যূথি মল্লিকায়।
আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
দুজনে খেলিব খেলা
বাসন্ত ছটায়।

আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
দুজনে সাঁতার দিব
নীল বরষায়।
আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয়।
দুজনে গাহিব গান
সাধানো গলায়।
আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
দুজনে হাসিব বসি
চারু চাঁদিমায়।
আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
দুজনে কাঁদিব গিয়ে
দূর নিরালায় !
আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
দুজনে লিখিব গাথা
জ্বলন্ত তারায়।
আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !

দুজনের সুখ দুখ
মাখি কবিতায়।
আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
দুজনে ভরিব ধরা
স্নেহ মমতায়।
আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
দুজনে ঘুমাব সুখে
মৃদু মলয়ায়।
আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
দুজনে উঠিব জেগে
অমৃত-বীণায়।
আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
দুজনে দাঁড়াব গিয়া
সুমেরুর গা'য়।
আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
দুজনে ডুবিব—মহা—
জলধি-তলায়।

আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
দুজনে মিশিব যেন
চেনা নাহি যায় !
আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
দুজনে মরিব পুড়ে
একই চিতায়।
আসিবি কি সোণামুখি ?—
আয় আয় আয় !
অনন্তে ছুটিব দোঁহে
অনন্ত আশায়।
আসিবি কি সোণামুখি ?–
আয় আয় আয় !
একে দুই—দুয়ে এক
হ'ব দুজনায় !

পতিতোদ্ধারিণী *।

১

যে ডোবে, সে ডুবে যায়, আমাদের ঘরে—
কখনো সে পায় না আশ্রয়,
আমাদের ঘর বাড়ী আমাদেরি তরে,
যে পড়ে তাহার ঠাঁই নয়!

২

অনুতাপে যদি তার হৃদয় ভাঙিবে,
তবু মোরা দূরেই রহিব,
অভাগা সে যদি কভু উঠিতে চাহিবে,
ছিছি! তার হাত না ধরিব!

৩

সুখের সাধক মোরা—আত্মসুখ-দাস,
সে পতিত পথের কাঙ্গালি—
তার তরে নাই—ক্ষমা করুণা আশ্বাস,
আছে শুধু পদাঘাত, গালি!

---

* বঙ্গজননীর যে দুহিতা পতিতোদ্ধার মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, এই কবিতাটী তাঁহাকে উৎসর্গীকৃত হইল।—লেখিকা।

৪

এই আমাদের রীতি—চিরদিন মোরা
পতিতেরে পায়ে দলে যাই,
আমাদের কত পাপ—সীমা নাহি যবে,
তার পানে কভু নাহি চাই!

৫

এখানে সহসা কি এ!—কোন্ দেবী এলে?
মরদেশে স্বরগের বালা।
তুমি কি কাটিয়া শির রক্ত-স্রোত ঢেলে
জুড়াইবে পাতকীর জ্বালা?

৬

এই সব পতিতের অশ্রুমাখা তাপ,
ভেসে কি গো! স্বরগে গিয়েছে?
পতিতপাবনী তাই মুছাইতে পাপ
তোমারে কি পাঠায়ে দিয়েছে?

৭

তাই কি স্বর্গের মেয়ে দেখা দিলে আসি
আমাদের নিঠুর ভবনে?
পতিতেরে কোলে নাকি নেবে ভালবাসি
মা'র স্নেহে—ভগিনী-যতনে?

৮

ওদের কি ক্ষমা আছে, আছে কি মুকতি,
আছে ঊষা কাল-নিশা-পরে ?
পতিতপাবনী মা কি অগতির গতি
ওদেরো কি দয়া স্নেহ করে ?

৯

মুছিলে পাপের ধূলি ওরাও কি কভু
মা'র কোলে পারিবে যাইতে ?
নরকের কীট হোক্—মা'র প্রাণ তবু
"মা" বলিলে পারে না থাকিতে।

কও দেবি ! কও তুমি—কি অমিয়া-ধারা
ঢেলে দিলে নীরস হিয়ায় ?
ফুটিছে আঁধার রেতে এ যে শুকতারা,
তটিনী বহিছে সাহারায় !

১১

অন্ধ আমি মন্দমতি কখনো বুঝিনে—
জগতের সবি ভাই বোন,
অধম পাতকী আমি আপনা খুঁজিনে,
পর-পাপে ফিরাই আনন !

১২

তুমি প্রাণ দিবে যদি পতিতের তরে,
আমরা কি দাঁড়ায়ে রহিব?
অণু, রেণু কণা হই, তবু মা'র তরে
যাহা পারি তাহাই করিব।

১৩

ও অমৃত-মন্ত্র-বলে উঠিবে জাগিয়ে
এই মৃত কোটি কোটি প্রাণ,
অহঙ্কার অবিচার যাবে পলাইয়ে,
হ'ব সবে মায়ের সন্তান।

১৪

মা'র সে অমৃত-ধামে কে কে যাবি আয়—
ছোট বড় ভেদ সেথা নাই,
সবারি পরাণে ব'বে ত্রিদিবের বায়,
সবে হ'ব বোন আর ভাই?

১৫

চল দেবি! আগে চল স্বরগের বালা!
ক্ষুদ্র মোরা পিছনে রহিব,
তুমি জুড়াইয়ে দিও পাতকীর জ্বালা,
আমি মা'র নাম শুনাইব।

দেহ মোর যেখানে রহিবে,
মন-প্রাণ তোমারি হইবে,
জীবন-মরণে নাহি ভয়,
জয় বিশ্বজননীর জয়!

অনুরাগিণী। *

১

সাঁঝের বাতাস ওই ধীরে ব'য়ে যায়,
কে রে তুই এলো চুল!
কচি মেয়ে বেলফুল,
তোর মা বাঁধেনি খোপা অমন মাথায়?
অমন সোণার দেহ,
সে অভাগী ক'রে স্নেহ—
দেয় নি সাজায়ে আহা! মণি-মুকুতায়?
তার যদি নাই ধন,
দেশে আছে ফুলবন,
মালা, বালা, দুল, ফুলে সব গাঁথা যায়;
ফুলের ভূষণ দিয়ে
দিব তোরে সাজাইয়ে,
আয় রে সরলা মেয়ে! মোর বাড়ী আয়!
সাজাব ফুলের রাণী ফুলের ছটায়।

* একটী বিধবা বালিকা দর্শনে লিখিত।

২

তোরা কারা ?—কেন হেন বৈসলি অধোমুখে ?
হায় ! কি বলিবি আর !
বুঝেছি তা এইবার,
সীঁথিতে সিঁদুর নাই, ছাই—সব সুখে।
উহুহু ! এ কচি মেয়ে,
কে দিয়েছে মাথা খেয়ে ?
কেমনে কাটাবে কাল চিতা রাখি বুকে !
জ্বলন্ত আগুন-জ্বালা,
কেমনে সবে রে ! বালা,
জীবন্তে পুড়িবে বাছা মা'বাপ-সম্মুখে !
বোঝে না যে "বিয়ে" হায় !
তার আজি একি দায় !
'বিধবা' কহিতে বুক ফেটে যায় দুখে,
বিধি হে ! এ পোড়া বিধি কে আনিল মুখে ?

জড়ায়ে মায়ের গলে কয় অভিমানে—
"সাথী সব খেলাঘরে
কত কি গহনা পরে,
দে না মাগো ! দুটো দুল দিয়ে মোর কাণে" ;

কভু কয় সেধে সেধে—
"দেওনা মা! চুল বেঁধে",
কত সয় অভাগিনী মায়ের পরাণে!
হায় রে! কপাল পোড়া,
কি আগুন বুক যোড়া,
সাথীদের বিয়ে হবে যাবে পতি-স্থানে;
অবোধ অভাগী মেয়ে,
বেড়াবে যে মুখ চেয়ে,
ওরা যা হয়েছে ও তা স্বপনে না জানে!
অফুটন্ত কলিকায়
রাক্ষসে দলিবে পা'য়
সাবাসি সাবাসি বটে হিন্দুর সন্তানে!
গড়া কি তোদের বুক নিরেট পাষাণে!

৪

কারে গো সাজা'স ভাই! মুক্ত সন্ন্যাসিনী?
না বাঁধিতে হাতে হাত,
আগে "হবিষ্যান্ন" ভাত,
না হ'তে "সাম্রাজ্ঞী" আগে পথ-ভিখারিণী;
কে তোরা হৃদয়হারা,
কি বলিলি—"ধ্রুব তারা,"
পাখীরে পড়ালি কেন "হরে কৃষ্ণ" বাণী?

বয় আট নয় দশে
সীঁথির সিঁদূর খসে,
বালিকা বধিতে তোর শাস্ত্র টানাটানি !
বোঝে না যে খাদ্যাখাদ্য,
"ব্রহ্মচর্য।" তার সাধ্য ?
না হ'লে থাকে না মান, লোকে কাণাকাণি,
এই তোর শাস্ত্রতত্ব—হায় অভিমানী !

৫

"বালা-মেধ-যজ্ঞে" এরা করিয়াছে মতি,
কচি কচি প্রাণ তায় দিতেছে আহুতি !
অধর্ম্মে ধর্ম্মের নাম
হতেছে তো অবিরাম,
ভারত ! ভারত ! তোর কি হবে মা ! গতি ?
এদের নিঠুর প্রাণ,
মুখে করুণার ভান.
শুনায় অধ্যাত্মযোগ তপস্যা মুকতি,
বিজ্ঞেও বুঝিতে নারে,
সে কি তা বুঝিতে পারে ?
দশ বছরের মেয়ে—বোঝে কি সে গতি ?
বোঝে কি সে ধর্ম্ম মোক্ষ, বোঝে কি সে পতি ?

৬

জানিয়া চিনিয়া পতি হারা হয় যারা,
স্বর্গীয় পতির তরে
তারাই জীবন ধরে,
পূজে সে দেবেরে দিয়া প্রেম-অশ্রু-ধারা ;
জগতের ধন রত্ন,
নাহি লোভ নাহি যত্ন,
অদ্বৈত পতির ধ্যানে মগনা তাহারা,
ভোগ সুখ সাধ যত
দয়িতের পদে রত,
আত্মদান বিধাতায়, নিত্য নির্ব্বিকারা !
তারাই "বিধবা" ঠিক,
"ব্রহ্মচর্য্য" বাস্তবিক—
তাদেরি পরম ব্রত দেবাশীষ পারা ।
একি নিদারুণ—এ যে কচি শিশু মারা ।

আয় রে সোণার বাছা ! কোলে করি আয় !
দেখাই গে দেশে দেশে
ভীষণ রাক্ষসী-বেশে,
পাষাণ মানুষ তোরে কেমনে সাজায় !

নাই দয়া নাই ধর্ম্ম,
বোঝে না'ক কর্ম্মাকর্ম্ম,
শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বালিকা চিবায় !
কি বাজে গড়া যে বুক,
রক্ত নাই এক টুক,
কোমল কলিকাটুকু আগুনে পোড়ায় !
কত তর্ক কত ছল,
কত আসুরিক বল,
রাখিতে আপন কথা কত কি যোগায় ?
এ রাক্ষসপুরে বাছা ! দাঁড়াবি কোথায় ?

হাদে তোর পায়ে পড়ি, বঙ্গবাসী ভাই !
একবার দেখ চেয়ে—
ননী'র পুতলী মেয়ে
জীয়ন্তে ধরিয়া মোরা আগুনে পোড়াই ;
খেতে খেতে যায় ছুটি,
হেসে হয় কুটি কুটি,
তার তরে একাদশী, কি বলিস্ ছাই !
যে জানে না পতিসেবা,
পতিকে বোঝে না যেবা,
তার বিয়ে দিতে বিধি তোর শাস্ত্রে নাই ?

আমি তো বুঝিনে মর্ম্ম,
"পূত পূজ্য আর্য্যধর্ম্ম"
অধর্ম্মে ডুবাবি কেন—কেন এ বড়াই ?
হায় ! কি তোদের মনে দয়া মায়া নাই।

সুপ্রসঙ্গ। *

১

সেই—নিদাঘ-উষায়—
আকুল ভগন স্বরে
"দে জল—দে জল" করে,
অসহ্য তৃষায় তার মরম শুকায় ;
বিস্ময়ে তুলিয়া আঁখি,
দেখেছি সে পোড়া পাখী –
কাতর চাতক সাধে নব-ঘন-পা'য়,
দেখেছি সে মহাতৃষা নিদাঘ-উষায় !

আর—বরষা-সন্ধ্যায়—
জ্বালামুখ-বহ্নি জ্বলে,
পতঙ্গ ভুলিয়া চলে,
হেরিয়া অনন্ত শোভা জ্বলন্ত শিখায় !

* নব্যভারত-সম্পাদক-কৃত "মুরলা" পাঠে লিখিত।

মরণ-পিপাসা-বিষে
আঁখি অন্ধ, হারা দিশে,
পুড়ে মরে পরাণের পিপাসা মিটায়!
দেখেছি সে মহাতৃষা বরষা-সন্ধ্যায়!

৩

আর—যমুনা-বেলায়—
কোথায় স্বপ্নের মাঝে
"আয় রাধে"—বাঁশি বাজে,
ছুটে আসে পাগলিনী বিভল হিয়ায়;
কুল মান লাজ ভয়
ভুলেছে সে সমুদয়,
দারুণ পিপাসা তার পরাণ পোড়ায়,
দেখেছি সে মহাতৃষা যমুনা-বেলায়!

৪

আর—মনোবেদনায়—
দূর রাম-গিরি' পরে
শত ধারা চোখে ঝরে,
গণে দিন, পোড়া দিন আরো বেড়ে যায়!
তৃষায় কাতর-বক্ষ
অলকা-বঞ্চিত যক্ষ
'মেঘ-দূতে' সাধে নিতি যেতে অলকায়!
দেখেছি সে মহাতৃষা যক্ষ-বেদনায়!

আর—একি মুগ্ধতায়!
হতভাগা সুপ্রসন্ন
তৃষাকুল মতিচ্ছন্ন,
দিশাহারা মাতোয়ারা রূপের ছটায়!
অকূল সৌন্দর্য্যরাশি
পরাণে উথলে ভাসি,
অসীম উচ্ছ্বাসে তার বিশ্ব ভেসে যায়!'
অনন্ত রূপের স্রোত
ত্রিভুবনে ওত প্রোত,
তরঙ্গে তরঙ্গে জাগে অণু কণিকায়!
সে ঢেউ-তাড়না-বশে
পলকে ব্রহ্মাণ্ড খসে,
ক্ষুদ্র নর-কাণ্ডজ্ঞান দাঁড়াবে কোথায়?
তাই—তৃষা নির্ম্মম
কালান্ত-অনল সম,
পুড়ে গেল সরবস্ব পোড়া পিপাসায়!
পুড়ে গেল ধর্ম্মনীতি,
পুড়ে গেল আত্ম-স্মৃতি,
পুড়েছে মর্ম্মগ্রন্থি, আত্মা পুড়ে যায়!
তবু মিটিল না তৃষা সর্ব্বনেশে দায়!

৬

এ যে সর্ব্বনেশে দায়!—
বিজলী যে বক্ষে ধরে,
সে তো শুধু পুড়ে মরে,
সে তো কালান্তক কালে আলিঙ্গিতে চায়!
আঁখি-ভরা কুস্বপন,
প্রাণ-ভরা অনশন,
কালকূট-ভরা তার নিখিল ধরায়!
সমাজ চরণে দলে,
সংসার "পিশাচ" বলে,
উপাস্য দেবতা সেও চাহে না ঘৃণায়,
তবু বাড়ে পোড়া তৃষা—সর্ব্বনেশে দায়!

৭

হায়! হেন কে কোথায়—
আত্মহারা মাতোয়ারা,
কে আর এমন ধারা,
ভাঙ্গেনা কাহার বক্ষ বজ্র-উপেখায়?
অবিশ্রাম অবিরাম
কে সাধে এ প্রাণায়াম!
কে পারে এ পূর্ণাহুতি দিতে আপনায়?
স্বরগ নরক কার—
অবিভেদ—একাকার,
অনন্ত পিপাসা কার, প্রাণান্তে না যায়?

এ মমতা কার কবে—
"মোর সে পরের হবে",
ছিঁড়ে ফেলে হৃদি-পিণ্ড সেই যাতনায় ?
কে হেন সাধক বীর
কাটিয়া আপন শির
ডুবায় সে রক্ত-নদে ধ্যেয় দেবতায় ?
কার এ আসুর শক্তি,
অপার্থিব অনুরক্তি !
কেবা হেন মহামৃত্যু আলিঙ্গিতে পায় ?
দেব কি দানব হেন মিলে না কোথায় !

উদ্‌ভ্রান্ত।

১

নলিনীর ভালবাসা—শুনে হাসি পায়,
সে তো ফোটে ঘোর পাঁকে,
কার মুখ চেয়ে থাকে ?—
যে রাজা বিরাজে নিত্য আকাশের গা'য় ;
যাহার পরশে নিত্য
বসুধা প্রফুল্লচিত্ত,
বাতাস আতরে মাখা, লতিকা সোণায়,
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায় !

২

নলিনীর ভালবাসা—শুনে হাসি পায়,
থাকিয়া আঁধার কোণে
কা'র মুখ ভাবে মনে ?—
দিগন্ত উজল যা'র বরাঙ্গ-আভায় ;
নাই লাজ নাই ভয়,
মন খুলে কত কয়,
মুখোমুখি পোড়ামুখি চোখে চোখে চায়,
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায় !

৩

নলিনীর ভালবাসা—শুনে হাসি পায়,
কোথা নভ কোথা জল,
তবু হেন ঢল ঢল,
পাশাপাশি, ছোঁয়াছুয়ি যেন দুজনায় !
শত বছরের পথ,
তবু পূর্ণ মনোরথ,
পরাণ জড়ান তবু পরাণের গা'য়,
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায়।

৪

নলিনীর-ভালবাসা—শুনে হাসি পায়,
এত যে হৃদয় জ্বলে,
ভাসে বুক অশ্রু-জলে,
সারা রাতি পোড়ে প্রাণ কত যাতনায় !

তবুও সে বোকা মেয়ে
পূব দিকে আছে চেয়ে,
কখন ফুটিবে প্রিয় সোণালি ছটায়,
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায়।

৫

নলিনীর ভালবাসা—শুনে হাসি পায়,
পাগল পাগল পারা,
ভালবেসে হ'ল সারা,
পরাণ দিয়েছে ঢেলে সেই দেবতায় ;
সে যেন যোগিনী মত
ধেয়ানে রয়েছে রত,
নিষ্কাম নিষ্ক্রিয় এই মহাসাধনায়,
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায়।

৬

নলিনীর ভালবাসা—শুনে হাসি পায়,
সে যেন গো "রাঙা পা'য়"
বুক চীরে দিতে চায়,
সে যেন দেবে না ছেড়ে, দিন যায় যায়,
চোখে চোখে চেয়ে র'বে,
মনে মনে কথা ক'বে,
সে যেন রাখিবে বেঁধে অমর আত্মায়,
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায়।

৭

নলিনীর ভালবাসা—শুনে হাসি পায়,
এমন অবোধ ভাই!
আর বুঝি কোথা নাই,
সাধে কি দশের কাছে গালাগালি খায়?
পারে না বসিতে কাছে,
কয় না কি সাধ আছে,
শত বছরের পথ দূর দু'জনায়;
কেবা সে এমন মেয়ে,
মরে বাঁচে চেয়ে চেয়ে,
আঁধারে কে ভালবাসে, ডোবে জ্যোছনায়!
নিষ্কাম নিষ্ক্রিয় আশা,
অমর সে ভালবাসা,
ভাসিতে জানে না বুঝি, নীরবে তলা'য়!
আমি তো বুঝিনে ছাই,
হেসে হেসে ম'রে যাই,
এত কি অমৃতভরা মোহ-মদিরায়?
গভীর অক্ষয় প্রেম ডুবানো আত্মায়!

আমাদের দেশ।

১

জাগিয়া রয়েছ তারা! সুনীল আকাশে,
আমাদের নরজাতি
ঘুমেই রয়েছে মাতি,
আমাদের হেথা ভাই! বড় ঘুম আসে;
কত ভাবনায় ছাই
আজি মোর ঘুম নাই,
এসেছি অভাগা আমি তোমাদের পাশে,
জুড়া'ক্ দগধ চিত দেবের বাতাসে।

২

কোথায় আমার বাস শুন সবিশেষ,
মরতে অমরাবতী অমাদের দেশ;
তোমরা স্বরগে রও,
জনমি দেবতা হও,
আমাদেরি হয় নিতি নব নব বেশ;
ভবের মানুষ ভাই!
নিয়ত উন্নতি চাই,
তাই সদা দুখ জ্বালা ভাবনা অশেষ;
উন্নতি কি অবনতি,
কি করি কি হয় গতি,

জানি না বুঝি না তবু করি এই ক্লেশ—
যা'হোক্, "অমরা" তারা ! আমাদের দেশ।

৩

আমাদের দেশ তারা ! "সুজলা" "সুফলা,"
ছয় ঋতু যায় আসে,
চাঁদ ফোটে রবি হাসে,
আমাদের দেশে করে সুরধুনী খেলা ;
বনে শোভে রাঙা ফুল,
গাছে গাছে পাখিকুল,
আমাদের দেশে হয় স্বভাবের মেলা ;
কোথাও নগর, বন,
কোথা দেব-নিকেতন,
কোথাও শ্মশান, কোথা জলধি অতলা ;
রাজ-পুরে ওড়ে কেতু,
নদী-বুকে জাগে সেতু,
জলে স্থলে বাষ্পযান, তড়িতের শলা !
(রাজার প্রসাদে এই শেষগুলি বলা।)

৪

"মলয়জ-শীতলা" সে আমাদের দেশ,
আমাদের দেশী লোক,
বুক-ভরা কত শোক,
নাই সুখ, নাই যেন আরামের লেশ !

সদা ভোগে কর্ম্মভোগ,
দেহে ভরা নানা রোগ,
বয়স না হ'তে কুড়ি, আগে পাকে কেশ!
জাতিতে পুরুষ যারা,
লিখি পড়ি হাড়-সারা,
ভাই ভাই দলাদলি সদা হিংসা দ্বেষ;
চারুকান্তি সুকুমার,
গা'য়ে মাখে ল্যাবেণ্ডার,
চূলে করে "আলবার্ট" মাধুরী অশেষ;
কোট শার্ট শোভে গা'য়,
"ডসনের বুট" পা'য়,
হাতে ছড়ি বুকে ঘড়ি দেখা যায় বেশ!
গৃহিণী গহনা চায়,
"অবোধ" বলেন তায়,
বিলাস নাশিতে দেন শত উপদেশ,
এমনি মানবে ভরা আমাদের দেশ।

৫

আমাদের দেশে নারী বিচিত্র-মূরতি,
লক্ষ্মীরূপা হয় কেহ,
কেহ অলক্ষ্মীর গেহ,
কারো বা সপক্ষ কারো বিপক্ষ ভারতী;

জ্ঞানে অন্ধ, ধর্ম্মে কাণা,
যুক্তিহীন তর্ক নানা,
উপধর্ম্মে রত সদা অকর্ম্মে ভকতি ;
কেউ বড় সাদা সোজা
বহেন সংসার-বোঝা,
কেউ বা বিদ্বেষী বড় "ঘরকন্না" প্রতি ;
কেউ হ'ন "মিস্‌ট্রেস্",
কেউ বা শ্রীমতী-বেশ,
কারো বা গাউন, কারো শাড়ীতেই গতি ;
কেউ বা স্বাধীনা হয়,
কারে বা "অসভ্য" ক'য়,
কেউ বা কোণের বউ—যা করেন পতি ;
যে পথে চালা'ন প্রভু,
সেই পথে চলে তবু—
যোগাইতে মন তাঁর হয় না শকতি !
সদা তাঁর আঁখি রাঙা,
কথাগুলা হাড়ভাঙা,
দিবারাতি উপদেশ অযুক্ত যুকতি ;
ক্ষণে প্রীতি ক্ষণে রোষ,
দোষে গুণ, গুণে দোষ,
রমণী জানে না কিসে মিলিবে মুকতি,
আমাদের দেশে এই নারীর বসতি !

৬

আমাদের দেশে সবে প্রণয়ে পাগল,
প্রণয়ের কথা নিতি,
প্রণয়ে মাখানো গীতি,
প্রণয়ের নামে সদা চোখে ব'য় জল!
রবিটী প্রণয়ে আঁকা,
চাঁদিমা প্রণয়-মাখা,
গঙ্গার প্রণয়-স্রোত করে ঢল ঢল;
ধরম প্রণয়ে দীক্ষা,
করম প্রণয়-শিক্ষা,
প্রণয় ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল;
প্রণয় জ্বালায় ঘরে,
প্রণয়ে বিছানা করে,
প্রণয় যুদ্ধের অস্ত্র, সাহসের বল;
নাই ভাই নাই বোন,
বাপ মায়ে নাই মন,
প্রণয়ে চিনেছে শুধু প্রণয়ী সকল;
কিন্তু সে প্রণয় হায়!
দু'দিনে ফুরায়ে যায়,
উড়ে পুড়ে মরে ছেড়ে যায় রসাতল;
মুছে ফেলে প্রিয়-স্মৃতি,
ভুলে যায় প্রেম-গীতি,

"অনন্ত প্রণয়" ভাই! জোয়ারের জল—
আমাদের দেশে সেই প্রণয়ে পাগল!

৭

আমাদের দেশ তারা! বকাবকি-ভরা,
শুধু হাঁক শুধু ডাক,
শুধুই মুখের জাঁক,
আমাদের দেশে ভাই! শুধু গা'ল করা;
যে যবে জাগিয়া ওঠে,
অসীম অনন্তে ছোটে,
পায়ে যেন বাজে তা'র এ মাটির ধরা;
আর কেউ তৃণ নয়,
সেই যেন ব্রহ্মময়,
এ বিশাল বিশ্ব তা'র ছোট এক শরা;
দিন কত ছুটোছুটি,
দিন কত ফুটোফুটি,
তার পরে ফিরে আসে হ'য়ে আধ-মরা!
আমাদের দেশ শুধু বকাবকি-ভরা।

৮

আমাদের দেশ ভাই! পার কি চিনিতে?
"সব ছোট আমি বড়,
আমারেই পূজা কর"—
এই কথা সেই খানে পাইবে শুনিতে;

দেখিবে সেখানে ভাই !
কাঙালেরে দয়া নাই,
"আমার" বলিয়া পরে পারে না ডাকিতে ;
যে যত শরণাগত,
তারি 'পরে রোখ্ তত,
পতিত অধমে যায় চরণে দলিতে ;
শুনিলে "উচিত কথা"
বড় গালি পাড়ে তথা,
"ভুল" দেখাইতে গেলে আইসে মারিতে !
পৈতৃক রতনগুলি
দেয় পর-করে তুলি,
প্রতিদানে ছাই লয় হাসিতে হাসিতে ;
মায়েরে "অসভ্য" বলি,
মাতৃভাষা পা'য় দলি
আপনার গুণপনা চায় দেখাইতে !
পাপী গায় ধর্ম্ম-গীতি,
উন্মাদে শিখায় নীতি,
অসত্যে সত্যের নাম সুযশ কিনিতে !
যেখানে দেখিবে চেয়ে,
আঁধারে রয়েছে ছেয়ে,
এ ওর সৌভাগ্য-সুখ পারে না সহিতে,
আমাদের দেশ সেই—পার কি চিনিতে ?

৯

"শস্য-শ্যামলা" ওগো তারা! আমাদের দেশ,
আছে তথা কয় জন—
নররূপী দেবগণ,
ছয় রিপু পদানত, নাই ভোগাবেশ;
সুপুত্র সুকন্যা রয়,
সুভ্রাতা সুভগ্নী হয়,
সুপতি-সুপত্নী-খ্যাতি লভে অবশেষ;
মরমে অমর শক্তি,
বুক-ভরা প্রীতি ভক্তি,
উদার, সরল, জ্ঞানী, তেজস্বী' বিশেষ;
নাহি মনে ছলা মলা,
উঁচু গলা—ষোল কলা,
বিধির আদেশে যেন করেছে প্রবেশ;
পরেরে "আমার" বলে,
দলাদলি পায়ে দলে,
অনাথে অজ্ঞানে স্নেহ মমতা অশেষ;
তোমাদেরি মত তা'রা—
পরার্থে আপনা-হারা,
তোমাদেরি মত তা'রা বিমল সুবেশ!
কি আর বলিব ভাই!
আজ তবে বাড়ী যাই,

বাঁচি তো আসিব ফিরে—মনে রেখ শেষ,
"বাঙ্গালা মুলুক" ভাই! আমাদের দেশ!

সাধক।

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহ্ বিজ্ঞাতুমর্হতি"॥
(ভবভূতি)

১

চিনি চিনি চিনি তোরা নিঠুর পাষাণ,
ছোঁব না ছোঁব না আমি তোদের পরাণ;
গু'ণে গু'ণে কথা ক'বি,
আপনা ঢাকিয়া র'বি,
বাড়াবি গরব নিজ, করি শতখান!
"গরিবের হৃদি" ব'লে,
শেষে দিবি পা'য় দ'লে!—
আমার সবে না কভু অত অপমান!
নেব না নেব না আমি তোদের পরাণ।

২

আমি চাই মহতের মহত পরাণ,
মুকুতা মাণিক নিধি
আমারে দিও না বিধি!
চাইনে এ জগতের রাজত্ব-সম্মান;

বাঞ্ছিত পরাণ পেলে,
প্রাণটুকু দিয়া ঢেলে,
মেগে নেব মনুষ্যত্ব—শ্রেষ্ঠ উপাদান,
প্রাণের সাধক আমি, সাধনীয় প্রাণ !

৩

আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ,
মুখে মাখা সরলতা,
ক'য় না সাজানো কথা,
জানে না যোগাতে মন করি নানা ভাণ ;
প্রাণ খোলা মন খোলা,
আপনি আপনা ভোলা,
তাঁ'র স্নেহ প্রীতি সবি হৃদয়ের টান !
আমি চাই স্বরগের উলঙ্গ পরাণ !

৪

আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ,
পবিত্র—ঊষার রবি,
কোমল—ফুলের ছবি,
মধুর—বসন্ত-বায়ু, পাপিয়ার গান ;
আনন্দে— শারদ ইন্দু,
গাম্ভীর্য্যে—অতল সিন্ধু,
পূর্ণ—বরষার বিল ভরা কাণেকাণ !
আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ !

৫

আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ,
পায়ে ঠেলে তোষামোদ,
নীচতার অনুরোধ,
তার ব্রত—সত্য-রক্ষা, সত্যানুসন্ধান ;
চাহে না নিজের ইষ্ট,
অতুল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ.
ধরা প্রতিকূল হ'লে নহে কম্পবান্ ;
জীবন-সংগ্রামে নিত্য
বিজয়ী তাহার চিত্ত,
অনন্তে উড়িছে তার বিজয়-নিশান !
আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ !

৬

আমি চাই জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ,
ছিঁড়িয়াছে মোহ-পাশ,
ছয় রিপু চির-দাস,
নর নারী ভাই বোন, অন্য নাহি জ্ঞান ;
চাহিতে মুখের পানে,
সঙ্কোচ আসে না প্রাণে,
কি যেন দেবত্ব-মাখা সে পূত বয়ান !
আমি চাই জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ !

৭

আমি চাই প্রেমিকের প্রেমিক পরাণ,
পরে সদা ভালবাসে,
পরের সুখের আশে
চির আত্মবিসর্জ্জন চির আত্মদান!
ব্যথিতে পড়িলে মনে
ধারা ব'য় দুনয়নে,
হৃদি-তলে সদা চলে প্রেমের তুফান!
সে নয় স্বতন্ত্র কেহ,
বিশ্বই তাহার গেহ,
সে সাধে আপনা দিয়ে ভবের কল্যাণ,
আমি চাই প্রেমিকের প্রেমিক পরাণ।

৮

আমি চাই বিশ্বোদর উদার পরাণ,
অভেদ খ্রীষ্টান হিন্দু,
দ্বেষ নাই এক বিন্দু,
নিরখে জগতে ভরা এক ভগবান্;
জ্ঞান সত্য নীতি পূজে,
"দলাদলি" নাহি বুঝে,
সে জানে সকলে এক মায়েরি সন্তান;

মরমে মহত্ত্ব পূর্ণ,
হীনতা করেছে চূর্ণ,
হৃদয়ের ভাব সব উদার মহান্ ;
ন্যায় তরে প্রিয়ত্যাগী,
প্রীতিতে পরানুরাগী,
সমাদরে রাখে জ্ঞানী গুণীর সম্মান ;
অনুতপ্ত-অশ্রুধার
কখন সহে না তার,
অনুতাপী পাপী পেলে পুণ্য করে দান ;
বিশ্বের উন্নতি আশা,
বিশ্বময় ভালবাসা,
বিশ্বের মঙ্গল সাধে করি আত্মদান ;
মরতে সে দেবোপম,
উপাস্য নমস্য মম,
বসুধা কৃতার্থ তারে কোলে দিয়ে স্থান,
আমি সাধি সাধনা—সে দেবতার প্রাণ।

নর-বলি।

আজি এই ছোট খা'ট প্রাণ
মা'র পা'য় দিব বলিদান!
আয় ওমা ব্রহ্মময়ি!—
পলকে ব্রহ্মাণ্ডজয়ী,
করুণা মাগিছে তোর ভিখারী সন্তান;
বরদে! তুলিয়া কর
অধমে আশীষ কর,
অমৃত-উচ্ছ্বাসে মা গো! ভেসে যা'ক্ প্রাণ

২

বড় সাধ হয়েছে এ চিতে
ক্ষুদ্র প্রাণ "বলিদান" দিতে!
দেখিতে এ "নর-বলি"
কে আসিবি আয় চলি!
দেখে যাই শেষ দেখা, হাসিতে হাসিতে!
একেলা মরিতে যাই,
আয় রে ভগিনি! ভাই!
এ জনমে একবার শেষ দেখা দিতে!

৩

যে না আসে থা'ক্ থা'ক্ থা'ক্—
ক্ষুদ্র প্রাণ নীরবেই যাক্!
এ বিশ্ব অনন্ত সিন্ধু,
আমি অণু কণা বিন্দু,
নীরবে এ জলবিম্ব তরঙ্গে মিলা'ক্!
আপনা আপনি হাসি,
আপনা জীবন নাশি,
জীবনের সুখ সাধ দিগন্তে মিশাক্!

৪

কিই বা আসিবে যাবে তা'য়?
কেই বা বেদনা পাবে গা'য়?
এমনি মেঘেরে-চেয়ে
হাসিবে বিজলী মেয়ে,
এমনি বসন্তে ফুল ফুটিবে লতায়;
হাসি-ভরা কান্না-ভরা,
এমনি রহিবে ধরা,
আমি না থাকিলে আর কিবা আসে যায়?

আমি এক "আমি" শুধু হায়!
আমা বই কি আছে আমায়?

তাই তো এ হীন প্রাণ
দিব আজি বলিদান,
আমার যা কিছু আছে দিব দেবতায় ;
মরিয়া "অমর" হ'ব,
অনন্ত আকাশে র'ব,
মিশাবে পরাণটুকু অমর আত্মায়।

৬

এই বুকে ব'হিবে পৃথিবী,
গ্রহ, উপগ্রহ, মহা দিবি,
আমি শুধু "আমি" নয়,
অসীম অনন্তময়,
যে দিকে চাহিব, আহা ! আমাময় সবি !
মহাশক্তি মহামায়া,
আমি তাঁরি অণু-ছায়া,
আমারে "কীটাণু" তোরা কত দিন ক'বি ?

৭

ছোট খাট এক ফোঁটা প্রাণ
মা'র পা'য় দিলে বলিদান,
মরিয়া অমর হয়,
দিগন্তে অনন্তে রয়,
চির অমরতা লভে মায়ের সন্তান !

তাই ডাকি ব্রহ্মময়ি!—
পলকে ব্রহ্মা
আয় মা! ও পদে করি আত্ম-বলিদান!
পৃথিবীর ভস্ম ছাই
কোনো কিছু নাহি চাই,
এ মিনতি, মা! তোমারে দিব ক্ষুদ্র প্রাণ

৮

প্রাণ টুকু দিব রাঙা পায়,
তাই মোর বড় সাধ যায়;
আমরা দেবের বংশ,
নাই শেষ—নাই ধ্বংস,
তবে কেন ম'রে র'ব হীন নীচতায়?
বরদে! তুলিয়া কর
অধমে আশীষ কর,
ক্ষুদ্র প্রাণ বলিদান দিব রাঙা পায়!
দিব হৃদি দিব মন,
দিব সরবস্ব ধন,
আমার যা কিছু সবি দিব দেবতায়;
যা কর মা বিশ্বেশ্বরি!
রাখ থাকি, মার মরি,
এই মোর উপহার এ মহাপূজায়,
বলি বলি নর-বলি, কে দেখিবি আয়!

১

ভিখারী।

আমিও তোদেরি একজন—
আমিও শৈশব-সুখে
বেড়েছি মায়ের বুকে,
আমিও বাবার কোলে পেয়েছি যতন ;
আমিও কিশোর-বেলা
খেলেছি সাধের খেলা
আমারো সোহাগ ছিল "সোণা, যাদু. ধন",
আমিও তোদেরি একজন।

২

আমিও তোদেরি একজন—
আমারো ভুলাতে জ্বালা
পরিয়া মুকুতামালা
সরল তরল ঊষা দিত দরশন ;
নিতাই সাঁঝের করে
হাসিত আমারো ঘরে—
উজল সুধাংশুখানি সোণার বরণ ;
আমিও তোদেরি একজন।

৩

আমিও তোদেরি একজন—
প্রকৃতি আমারে হাসি
পরিত ভূষণরাশি,
উছলি পড়িত ছটা মধুর মোহন!
শ্যামল রসালে থাকি
গাহিত আমারো পাখী,
ফুটিত আমারো যূথী জাতী বেলিগণ!
আমিও তোদেরি একজন।

৪

আমিও তোদেরি একজন—
আমারো এ বুক-ময়
কত কি উচ্ছ্বাস বয়,
তরঙ্গে তরঙ্গ ছোটে করি গরজন;
আমারও মরমে সাধ—
মেঘেতে লুকানো চাঁদ,
আমারো হৃদয় আছে, আছে প্রাণ মন,
আমিও তোদেরি একজন।

৫

আমিও তোদেরি একজন—
আজি আমি বড় একা,
কেউ নাহি দেয় দেখা,
খুঁজিতেছি দ্বারে দ্বারে আপনার জন;

শত দূর, শত পর,
শত দুখে ঝরঝর,
তোরা কি আমার কেউ হ'বি গো আপন ?
আমিও তোদেরি একজন।

৬

আমিও তোদেরি একজন—
তোরা যে দেবের শিশু,
আমি নীচ হীন পশু,
আমারে দিবি কি তোরা মনুষ্য-জীবন ?
বিন্দু বিন্দু প্রাণ দিয়া
মৃত দেহ বাঁচাইয়া
দেখাবি কি যা দেখিলে হয় না মরণ ?
আমিও তোদেরি একজন।

৭

আমিও তোদেরি একজন—
তোরা আলোকের পাখী,
আমিই আঁধারে থাকি,
কখন চেনে না আঁখি আলোক কেমন !
পতিত এ হীন প্রাণ
তোরা কি করিবি ত্রাণ ?
তোরা কি আমার কেউ হ'বি গো আপন ?
আমিও তোদেরি একজন।

৮

আমিও তোদেরি একজন—
তোদের জনম যেথা
আমিও হয়েছি সেথা,
তবে যে ভিখারী আমি, কপালে লিখন!
থাকি এই অন্ধকারে—
অন্ধকূপ কারাগারে,
হাসে না রবিটী হেথা বহে না পবন,
আমিও তোদেরি একজন।

৯

আমিও তোদেরি একজন—
আজি রে জীবনে মরা!
কালিমা-মরিচা-ধরা
আঁধারে আঁধারে হায়! নিবিছে জীবন
তোদের সুখের বাস,
আলো সেথা বার মাস,
তোদের আনন্দ-ভূমি নন্দন-কানন!
পারিজাত ফুল ফোটে,
মন্দাকিনী নিতি ছোটে,
নিশিতে চাঁদিমা হাসে উষায় তপন!

সব ভাই সব বোন,
সবে আপনার জন,
একটী ভিখারী নাই আমার মতন !
আমিও তোদেরি একজন।

১০

আমিও তোদেরি একজন---
তোরা কি আমার হ'বি,
"আমারে" আমার ক'বি,
ঘুচাবি এ পরাণের জ্বলন্ত বেদন ?
অণু অণু প্রাণ দিয়া
মৃত দেহ বাঁচাইয়া,
দেখাবি কি দেব-দেশ মধুর কেমন ?
তোমাদের পিছু পিছু
আমি কি পারিব কিছু—
জীবনের "মহাব্রত" করিতে সাধন,
আমারে কি ভিক্ষা দিবি অমর-জীবন ?
আমিও তোদেরি একজন।

অভিমানে।

১

অভাগা অধম আমি
জগতে মিলে না ঠাঁই,
কাঁদিব কাহার কাছে ?
তুমি তো জগতে নাই !

২

কেউ না আদর করে
কেউ নাহি ভালবাসে,
কেঁদে কেঁদে ম'রে গেলে
কেউ না হাসাতে আসে।

৩

নিতি আসে ঊষা রাণী,
নিতি পথ চেয়ে রই,
সবারে মমতা করে,
আমি যেন কেউ নই।

৪

উজ্জল তরুণ রবি
সবারে সে দেয় আলো,
আমি তার "পর পর"
আমারে বাসে না ভাল।

৫

বাতাস সবারি সাথে
　　করে সোহাগের খেলা,
আমারে গরিব বলি,
　　শুধু ঘৃণা অবহেলা।

৬

অমৃত জ্যোছনা-হাসি
　　সোণামুখে হাসে চাঁদ,
চায় না আমারি পানে,
　　বোঝে না আমারি সাধ !

৭

সরসে মৃদুল ঢেউ
　　ব'য়ে যায় তর তর,
ক'য়ে যায় মোরে তারা
　　"হেথা হ'তে সর সর"।

৮

কোকিলা, পাপিয়া, শ্যামা
　　চাহিলে আমার মুখে,
নিভায় মধুর গীতি
　　কত শোক যেন বুকে !

৯

বসন্ত শরৎ তারা
আজো আসে পা'য় পা'য়,
তফাতে তফাতে থাকে
পাছে মোরে ছোঁয়া যায়!

১০

সবে চায় রাঙা চোখে
সবে করে "দূর ছাই",
কাঁদিব কাহার কাছে
তুমি তো জগতে নাই!

১১

সে কালের সাথীগুলি
আর তো আসে না কাছে,
লাগে বা তাদের গা'য়
আমার বাতাস পাছে!

১২

আগে তো মল্লিকা জাতী
দেখা হ'লে দিত হাসি,
ফুরায়েছে সে সুদিন
গেছে ভালবাসাবাসি।

১৩

আগে ছিল এই বাড়ী
ফুলে ফুলে ফুলময়,
আজি শুধু মরুভূমি
কেমনে পরাণে সয়!

১৪

"আহা" "উহু" দুটী কথা
নাই আর মোর তরে,
নিঠুর পিশাচ-দেশে
থাকিব কেমন করে?

১৫

সেই ছিল—এই ঘর
অলকা অমরাপুরী,
আজি খালি চিতাময়,
শ্মশানে শ্মশানে ঘুরি!

১৬

আগুন জ্বেলেছে এরা
আমারে করিতে ছাই,
লুকা'ব কাহার কাছে
তুমি তো জগতে নাই!

১৭

সংসারের পর্দা-চাপে
মুখ দিয়া রক্ত ওঠে,
আগুনে গলিয়া প্রাণ
বুকে বুকে ঢেউ ছোটে।

১৮

এমন করিয়া আর
কত র'ব, ভাবি তাই,
কাঁদিব কাহার কাছে
তুমি তো জগতে নাই!

অনন্ত প্রহেলিকা।

১

কে মোরে শুনাবি আজি অনন্তের কথা?
সে দেশে কি কালো জল,
রাঙা ফুল, পীত ফল,
দোলে কি তরুর গায়ে কুসুমিতা লতা?
সে দেশে কি চাঁদ হাসে,
শীতান্তে বসন্ত আসে?
সে দেশে কি ঢালে কেউ ব্যথিতে মমতা?
কাহারে সুধিব আজি অনন্তের কথা!

২

সেথা কি চাঁদিমা-আলো উঠিলে উথলি,
হইয়া আপনা-হারা,
চেয়ে থাকে দুটী কা'রা
জাগিয়া ঘুমের ঘোরে বিভোর কেবলি ?
নবস্ফুট ফুল-বেশে
কচি মুখে আধ হেসে—
"চাঁদ আয়" বলে কেউ দেয় করতালি ?
ঊষার আঁচলে রবি ফোটে কি উজলি ?

৩

সেখানে কি সুমধুর মলয়ের বায়
লইয়া সৌরভরাশি
মাখিয়া ঊষার হাসি
বহে কি মৃদুলতর সুধা ঢালি গায় ?
করুণা-লহরী-সমা
সে দেশে কি আছেরে ! মা
ডাকে নিতি সন্ধ্যাকালে "যাদু কোলে আয়" ?
সেখানে কি ভালবাসা হৃদয় জুড়ায় ?

৪

সে দেশ কেমনতর ? শুধু আলোময় ?
প্রভাতি তপন-হাসি,
শারদ কৌমুদীরাশি,
বিজলীর চারু ছটা, তার কাছে নয় ?

অথবা আঁধার শুধু
কেবলি করিছে ধূধূ
কোথা বা অমার রেতে জলদ-উদয়,
সে দেশ কেমনতর কে জানে নিশ্চয় ?

৫

যারা তথা যায় আর ফিরে তো আসে না !
ডাকিয়া হয়েছি সারা,
কেমন নিষ্ঠুর তারা !
নাই শব্দ নাই সাড়া, কিছুই বলে না !
ভাবি তাই দিবারাতি—
কিসের উৎসবে মাতি
ভুলিয়া রয়েছে হায় ! সকল কামনা,
একেবারে গেল চলে ফিরিয়া এল না !

৬

চলি যায় নব শিশু, আসে না কো আর,
ফেলিয়া বুকের ধন
করে মাতা পলায়ন,
যায় পতি ফেলি প্রিয়া প্রিয় কণ্ঠহার !
যায় বোন ছেড়ে ভাই,
কারো মনে দয়া নাই,
জনমের মত গেল, এল না কো আর !
রৈল শুধু শোক-অশ্রু, শুধু হাহাকার !

৭

কি জানি অনন্ত কোথা নীলিমের পার,
আঁধার আঁধার যেন,
আমি তা বুঝিনে কেন!
যে গেল সে ফিরে কেন এল না আমার?
চলি গেছ কত দিন,
নিতি আমি গণি দিন,
ফিরে কি জগতে তুমি আসিবে না আর?
ফুরাবে না শুকাবে না এই অশ্রুধার?

৮

আর কি জগতে তুমি ফিরিবে না হায়!
আর কি তেমন ক'রে
হাসিবে না শূন্য ঘরে,
ভরিবে না শূন্য হৃদি সুধার ধারায়?
তবে এ মলিন প্রাণ
হোক্ হোক্ অবসান,
হোক্ সুখ বলিদান এ মহাপূজায়,
আপনি দেখিব চোখে অনন্ত কোথায়!

"ভুলনা আমায়।"

১

সেই একদিন—
রুচিরা প্রকৃতি বালা
সাজায়ে বসন্ত-ডালা
দিতেছেন উপহার প্রিয় বসুধায়,
ফুটন্ত কুসুম-কলি
সবে মিলি গলাগলি
হাসিয়া পড়িছে সুখে এ উহার গায় ;
আসিতে দেখিয়া সাঁঝে
কে জানে কিসের লাজে
ডোবো ডোবো রবিখানি পশ্চিমে লুকায়,
মধুর সময়ে সেই
মধুমাখা কথা এই
শুনিলাম—"মনে রেখ ভুলনা আমায়"।

২

সেই একদিন—
গভীর আঁধার রাতি
নিবায়ে ঘরের বাতি
শুয়েছি, নয়নে ঘুম আসে আসে প্রায়,

একটু চেতনা আছে,

শুনিনু [illegible] কাছে

ভোমরা গাহিছে গীতি বকুলমালায় ;

হোথা কপোতাক্ষী-জলে *

ঝপ ঝপ তরী চলে,

দাঁড়ী মাঝি গেয়ে গেয়ে দু কূল মাতায়,

সে মধুর আধ ঘুমে

গানের মধুর ধূমে

শুনিনু মধুরতর "ভুলনা আমায়"।

৩

সেই একদিন—

মেঘেতে আকাশ ঢাকা

জগৎ কালিমা-মাখা

উজলা বিজলী ডোবে জলদের গা'য়,

ঝম ঝম রব করি

সলিল পড়িছে ঝরি

ভাসিয়া যেতেছে বিশ্ব সে মহাধারায় ;

যার যত আছে বল

নিনাদিছে ভেক-দল

উপরে হুঙ্কারে বাজ পড়ে বা মাথায়,

* যশোহরের প্রসিদ্ধ নদী।

তখন পাইয়া পত্রে
দেখি লেখা শেষ ছত্রে
আবার আবার সেই—"ভুলনা আমায়"।

৪

সেই একদিন—
বৈশাখে গরম রেতে
একটু আরাম পেতে
জানালা খুলিয়া সেবি সুশীতল বায়.
বিমল জ্যোছনা-রাশি
মুক্ত বাতায়নে আসি
ঢালিছে মধুর হাসি পড়ি বিছানায় ;
ঘুমন্ত মুখের 'পর
খেলিছে চন্দ্রমা-কর
রঙ্গিয়াছে মনোহর নবীন আভায় !
দেখি তাই ফিরে ফিরে
হেন কালে ধীরে ধীরে
ঘুমায়ে ঘুমায়ে ধ্বনি "ভুলনা আমায়"।

৫

"ভুলনা আমায়"
যখনি শুনেছি কাণে
বেজেছে একই তানে
তারে তারে হৃদয়ের মনে প্রাণে গা'য়,

তবুও কি জানি কেন
এই শুনিলাম যেন !
পলকে নূতন হ'য়ে পরাণে খেপায় !
সেই যে মোহিনী গাথা
মরমে মরমে গাঁথা
কখন আগুন জ্বালে কখন নিবায় !
কভু ডুবি কভু ভাসি
কভু কাঁদি কভু হাসি
জপি সেই মূল মন্ত্র—"ভুলনা আমায়"।

৬

ভুলিব তোমায় ?—
ভুলিব কি হরি ! হরি !
ভুলিব কেমন করি ?
আপনার হৃদি-পিণ্ড ভোলা নাকি যায় ?
মানবে কি ভোলে আশা ?
ভোলে প্রেমী ভালবাসা ?
ভোলে কি সাধক-চিত্ত ধ্যেয় দেবতায় ?
স্মরিয়া কাহার নাম
আছি এ শ্মশান ধাম ?
বহিছে কাহার স্রোত শিরায় শিরায় ?

মরি বাঁচি নাহি দুখ
হৃদয়ে তোমারি মুখ,
রয়েছি তাহাই দেখে এ মরু ধরায় !
চির আরামের গেহ
প্রেমময় মাখা স্নেহ
জীবনে ভরসা বল, মরণে সহায় !
ভুলি দুখ ভুলি পাপ
ভুলি শোক ভুলি তাপ
উলঙ্গ উন্মত্ত প্রাণে আরাধি তোমায় !
এ "মোহ—ঘুমের ঘোর"
যেন রে ভাঙেনা মোর
ও মুখ ভাবিয়া যেন জীবন ফুরায় !
বিধি-বিধি ধরি শিরে
যে দিন যাইব ফিরে
দেখিও অমৃতাক্ষরে কি লেখা আত্মায় !

বঙ্গ-মহিলার পত্র ।

প্রিয় ভগ্নী শ্রীমতী নঃ—

আমরা সবাই এসেছি ভাই !
ভাগীরথীর কোলে,
হেথায় শোভা নয়নলোভা
দেখ্‌লে আঁখি ভোলে !

(করি) মধুর ধ্বনি সুরধুনী
সাগর-পানে যান,
কত লহরী চল্‌ছে মরি
তুলি সুধার তান!
বাতাস পেয়ে উঠ্‌ছে ধেয়ে
ছোট্টো ছোট্টো ঢেউ,
ব্যস্ত হেন ডাক্‌ছে যেন
আদর করি কেউ!
তরুর শাখে বিহগ ডাকে
"বউ কথা কও" বলে,
ঘোম্‌টা খুলে বউরা মিলে
ডুব দিতেছে জলে!
ভাগ্যে বঙ্গে ছিলেন গঙ্গে
তাই এ "সু"-যোগ পেয়ে,
কোলের ছেলে আস্‌ছে ফেলে
দেশ বিদেশের মেয়ে!
আমরা তো ভাই! সময় কাটাই
বসি ঘরের কোণে,
কপাল-লেখা হয় না দেখা
সাগর-ভূধর-সনে!
আঁধার মতন সোণার জীবন
যাপন করি মোরা,

কপালে ছাই হবে কি ভাই!
দেশ বিদেশে ঘোরা!
বিধির সৃষ্টি কতই মিষ্টি
দেখা কি হায় হবে!
বল্ দেখি বোন্! জুড়াবে মন
সাধ পূরিবে কবে?
নূতন কথা দেখ্‌লেম হেথা
"গঙ্গা-তীরে মেয়ে",
সাজা-গোজা ভূতের বোঝা
বেড়ান শুধুই ব'য়ে!
গৃহধর্ম্ম কাজ কর্ম্ম
মর্ম্ম নাহি বোঝেন,
ষোল আনা বিবিয়ানা
তাই কেবলি খোঁজেন!
সীঁথির পাশে "পেখাম" ভাসে
হ'য়ে ময়ূর-হারা,
গাউন বডি লাখ্ কি কোটি
দ্রৌপদী-বাস পারা।
চোখ রাঙিয়ে মুখ বাঁকিয়ে
ছাড়েন "কেকা" তান,
কথায় কথায় "রাগের মাথায়"
"সভ্য"-অভিমান!

সভ্য কিসে বিলাস-বিষে
দেহে ধরেছে ঘুণ,
নভেল নাটক পড়ার চটক
ওইটী আছে গুণ !
ভাবেন মনে অনুক্ষণে
আকাশ পানে চেয়ে.
রসুই ঘরে কেমন করে
থাকে বঙ্গ-মেয়ে !
হ'য়ে ভার্য্যা পরিচর্য্যা
করে পতির পায় !
গুরু যেবা তাকেই সেবা
খাট্‌নি খেটে খায় !
হায় রে কি পাপ ! আতর গোলাপ
ল্যামেণ্ডার না মাখে.
পাড়াগেঁয়ে পেত্নী মেয়ে
কিসের সুখে থাকে !
ভেবে (এ) কথা সোণার লতা
হাসেন কতই হাসি,
(তাঁদের) খাইয়ে দেয় "বামুন্ দিদি"
আঁচিয়ে দেয় দাসী !
নম্র বেশে পতি এসে
সারাদিনের পরে,

ছেলে রাখেন আলো জ্বালেন
শয্যা পাতেন ঘরে !
(হোতা) "বুড় মাগী" (শ্বশ্রূ না-কি)
চাউল ডাউল মাপেন,
মনেতে ভয় পাছে কি হয়
"বৌ মা" আস্ত খাবেন !
এমন হ'লে ক'দিন চলে
এই কাঙালের দেশ ?
রক্ত মাংস ক্রমে ধ্বংস
হাড় কখানি শেষ !
যে দেশেতে হরষেতে
অন্নপূর্ণা পূজে,
ধান্য ধন সমর্পণ
লক্ষ্মী-পদাম্বুজে ;
সে দেশ যুড়ে আল্‌সে কুড়ে
লক্ষ্মীছাড়ার মেলা,
এর চেয়ে হায় ! দেখ্‌বে কোথায়
নূতনতর খেলা !
বল্‌ছি তাও আছেন হেথাও
দেবীর মত নারী,
কেমন নরম কতই সরম
সদাই সদাচারী ;

পরের দুখে কোমল-চোখে
অশ্রুধারা ঝরে,
আপ্‌না ভোলা হৃদয় খোলা
খাটেন পরের তরে !
শুক্তি-মাঝে মুক্তা সাজে
ফুল তো ফোটে বনে,
কে দেখে তায় ? গুণেই জানায়
এইটী রেখ মনে ;
সম্মুখেতে আনন্দেতে
খেল্‌ছে গিরিবালা,
দেখ্‌লে তায় জুড়ায় হায় !
হৃদয়-ভরা জ্বালা ;
যেখানে যাই সেই খানে ভাই !
"আর্য্য-কীর্ত্তি"-রাশি,
(কিবা) স্বরগ-মেয়ে পড়্‌লো ছেয়ে
ভারতভূমে আসি ;
শুভ জনম ধন্য করম
ভগীরথের ভাই !
তাঁর প্রসাদে মনের সাধে
গঙ্গা নেয়ে যাই ;
(আজ) মনের কথা বুকের ব্যথা
তোমার কাছে ব'লে,

দিতেছি হার (এ উপহার)
বামাবোধিনী-গলে। *

পত্র। †

১

প্রাণাধিকা শ্রীমতী—আয়ুষ্মতীষু।

কি লিখিব নিরুপমে! কি লিখিব বল?
যে দিকে নিরখি শুধু জল জল জল!
আজি ইছামতী হেন ‡
কুপিয়া ভৈরবী কেন
গরজিয়া গরাসিতে আসে এ ভূতল?
প্রবল প্রবাহ বয়
মাঠ হাট বাড়ী ময়,
সবুজ শস্যের ক্ষেত্র ডুবেছে সকল;
চারিদিকে কুল কুল
শুনি লাগে দিক্-ভুল,
চারিদিকে হাহাকার মহা কোলাহল,
কি লিখিব আর তোরে, সব জল জল!

---

* বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত।

† ১২৯৭ সালের ভাদ্র মাসের প্রবল জলোচ্ছ্বাস উপলক্ষে লিখিত।

‡ ইচ্ছামতী বা ইছামতী নদীবিশেষ।

২

কি লিখিব নিরুপমে ! বুকে নাই বল,
কখন দেখিনি হেন "সৃষ্টিছাড়া" জল !
একি ইছামতি ! তোর
আসুরি পিশাচি জোর,
কত জনপদ হায় ! দিলি রসাতল !
তবুও রাক্ষসী মেয়ে !
দেখিলি না মুখ চেয়ে,
উগ্রচণ্ডা-বেশে তবু হাসি খল খল.
আর কি রয়েছে সাধ, বল বল বল !

৩

কি লিখিব নিরুপমে ! ভাবি অবিরল,
মাঠে ঢেউ ব'য়ে যায়
তরণী চলিছে তা'য়,
(গাহিছে কতই গীতি দাঁড়ি-মাঝি-দল ;)
প্রান্তরে ভাবিয়া বিল
উড়িছে শকুনি চিল,
এ বিশ্বসংসার বুঝি পরশে অতল—
লিখিব কেমনে ওই হু হু করে জল !

৪

কেমনে লিখিব আজি খুলিয়া সকল,
পরাণে পরাণে জাগে আতঙ্ক কেবল !

ডুবে গেছে কত বাড়ী
গৃহস্থ গিয়েছে ছাড়ি,
ফোটেনা একটী আর সোণার কমল!
জলে ডোবো ডোবো পথ
চলে তা'য় বাষ্পরথ,
সমরে নাচিছে ভীমা, পায়ে বাজে মল!
চরণ-দাপটে ধরা করে টল মল!

৫

কি লিখিব দেখি শুনি বুকে নাই বল,
বাগানে উঠানে স্রোত খেলিতেছে জল;
মৃদুল মৃদুল বা'য়
ঢেউ খেলাইয়া যায়,
ভয়েতে ভাবিনে তা'য় নয়ন সজল,
বন্দী যথা দ্বীপ-'পরে,
আমরা তেমনি ক'রে
এই জলাভূমি-মাঝে রয়েছি কেবল,
কি লিখিব বুকে জাগে জল জল জল!

৬

কি লিখিব প্রাণাধিকে! অমৃতে গরল,
জীবনে জীবন যায় এ কি অমঙ্গল!
মানুষে না পায় খেতে
হাহাকার দিনে রেতে
দেখি শুনি আঁখি বেয়ে কত পড়ে জল!

হা বিভো মঙ্গলময়!
নর-দেহে এত সয়,
তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা ফলুক সকল,
রাখ বা তোমার বিশ্ব দাও রসাতল!

৭

কি লিখিব নিরুপমে! কি লিখিব বল!
প্রবল জলের মাঝে রয়েছি কেবল;
কোথা সে রূপের ভার
লীলাময়ী বরষার,
মনোরম আবিলতা, সুখ-শতদল?
কই আমি আত্মহারা,
এ যে দেখি সৃষ্টিছাড়া!
জীবনে জীবন-নাশ, অমৃতে গরল!
এই মহাসিন্ধু-পারে
তোমরা রয়েছ হাঁ রে!
ফিরে কি পারিব যেতে কাটাইয়া জল?
জলে যদি প্রাণ বাঁচে
যাইব মায়ের কাছে,
আবার লভিব মা'র স্নেহ নিরমল;
শুনিয়া স্নেহের কথা
ভুলিব সকল ব্যথা,
হেরিব তোদেরে মোর সোণার কমল!

নয় তো জন্মের শোধ,
এ লেখা হইল রোধ,
সম্মুখে রাক্ষসী হ'য়ে আসিতেছে জল,
কি লিখিব নিরুপমে! বুকে নাই বল।

ঘটকালি

১

শুভমস্তু—নমঃ প্রজাপতি!
পরাৎপরে সহস্র প্রণতি!
মেয়ের বাজার বড় সস্তা বাঙ্গালায়,
এত সুবিধার দিন ছাড়া নাহি যায়,
তাই আসা ঘটকালি তরে,
মেয়ের মা যদি "খুসী" করে!

২

আমাদের শমনের, ভাই!
ঘরে এক "গৃহলক্ষ্মী" চাই;
যে চাও জামাই তাঁরে, এই বেলা কও?
রূপে, গুণ, ধন, মান, কিসে রাজি হও!
পাকাপাকি করিতে তো হয়,
বিয়ে তাঁর না হলেই নয়!

৩

ঘরে তো অপর কেহ নাই,
মেয়েটী সেয়ানা কিছু চাই ;
"চাঁদ-পানা মুখ হ'বে গোলাপের রঙ্,
দেশী পটে আঁকা হ'বে বিলাতের ঢঙ্"
সে সব চান না কিছু ছেলে,
বেঁচে যান রাঁধা ভাত পেলে।

৪

চাইনা কো সোণার বাসন,
চাইনা কো রূপার আসন,
চাইনা "নগদ" নামে লাখ কি হাজার,
খুলিতে হবেনা "দাস-কোম্পানি" বাজার ;
সে সব কিছুতে নাহি ভয়,
মেয়ে যেন পতিপ্রাণা হয়।

৫

ছেলের রূপের নাই সীমা,
ভব-ভরা গুণের গরিমা ;
ধনে মানে নাহি যোড়া, পাশে "মহাপাশ",
স্বাধীন ব্যবসা আছে, নহে কার দাস ;
মুখেতে সদাই ভরা হাসি,
বুকে ভরা মমতার রাশি।

৬

অথবা—

পাকা বাড়ী, বাগান, পুকুর,
আছে পোষা বিলাতী কুকুর,
তেড়ি আছে আলবর্ট, দাড়ি আছে ভারি,
ছড়ি ঘড়ি চেন আছে, হ্যাট্-কোট-ধারী ;
তা' ছাড়া চস্‌মা আছে নাকে,
সুগন্ধি এসেন্স সদা মাখে।

৭

মোরা সব খাঁটি কথা জানি,
মেয়ে হ'বে বড় সোহাগিনী ;
শিবের পার্ব্বতী যথা অনলের স্বাহা—
রাতদিন "মরি ! মরি !" রাতদিন "আহা !"
গহনা পোষাক যাহা চাবে,
আজ্ঞামাত্রে তখনি তা' পাবে।

৮

ঘরে নাই শাশুড়ীর জ্বালা,
ননদীর মুখে বিষ ঢালা ;
যা'য়ে যা'য়ে কটু কথা কভু নাহি হ'বে,
এমন সুখের বাস কে করেছে কবে ?
ঘর বর দেখে শুনে লও,
বুঝে সুঝে তবে রাজি হও।

৯

কার হায়! নাহি অর্থ-বল,
"কন্যাদায়ে" আঁখি ছল ছল।
কেন দাও পায়ে তেল, কেন কর গোল,
শুধু বিকাইবে মেয়ে, বল হরিবোল!
মেয়েটী দিওনা ফেলি জলে,
দাও শমনের করতলে।

১০

কে তুমি মেয়ের খেতে মাথা
বিয়ে দিয়ে করিছ বিমাতা,
হিংসা দ্বেষ রাগ আড়ি বুকে চাপাইয়া
গরবিণী ভুজঙ্গিনী দিলে সাজাইয়া!
মেয়েটী শমনে দাও ডালি,
আমি ক'রে দিব ঘটকালি!*

১১

তুমি কে গো নিঠুর পাষাণ?
কুলীনে করিলে কন্যাদান?
মিশাইলে অভাগীরে সতিনীর পালে,
ফুরাল সুখের সাধ ও পোড়া কপালে!

---

* যাঁহারা সপত্নী-সন্তান অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতে পারেন, তাহারা আমার নমস্যা—এ শুভ সম্বন্ধ তাঁহাদের জন্য নহে।

পতি নিয়ে কেন কাড়াকাড়ি ?
সুখে যা'ক্ শমনের বাড়ী।

১২

কেবা তুমি, হায় রে কপাল!
বর দিলে পাপিষ্ঠ মাতাল;
দু'দিন পরে যে মেয়ে ভিক্ষা করি খাবে,
আজিকার বাবুয়ানা কালি সব যাবে!
কেন গো এরূপে মাথা খাও!
আমি বলি—শমনেরে দাও।

১৩

কচি কচি স্নেহের কমল,
বুকে কেন জ্বালাও অনল ?
বর যদি নাহি মিলে কেন এত ভয় ?
আগুনে জীবন্ত মেয়ে না দিলে কি নয় ?
বোঝ যদি, শমনেরে দিও,
মা বাপের গৌরব রাখিও।

১৪

যাই তবে ভাই পাঠিকারা!
পথ হেঁটে হ'য়ে গেছি সারা;
বেছে বেছে বড় ঘর বর আনিয়াছি.
কনে পেলে দুই হাত এক ক'রে বাঁচি—

সে দিন সন্দেশ দিব খেও,
বোম্বায়ের শাড়ী প'রে যেও!

বলি—

ঘটকালি কেমন লাগিল?—
"বিদায়ের" আশা কি রহিল?

ছোট ভাইটী আমার।

১

ছোট ভাইটী আমার!
এ জগতে তুমি যাহা,
ভাষায় আসে না তাহা,
সে দেব-শকতি নাই প্রাণে কবিতার;
বিধাতার প্রেম-ফুল,
মরতে মিলে না তুল!
নীরবে নীরবে শুধু বুকে রাখিবার!
ছোট ভাইটী আমার!

২

ছোট ভাইটী আমার!
এক ফোঁটা একটুক
তোর ওই কচি মুখ
হেরিলে উথলে তবু প্রীতি-পারাবার;

ও মুখ আনন্দ-খনি,
ভূতলে পরশমণি,
ও'ই চুমি সোণা হয় হৃদি সবাকার!
ছোট ভাইটী আমার!

৩

ছোট ভাইটী আমার!
বুঝি এ অমূল্য নিধি
মরতে দেছেন বিধি
জানা'তে জগত-জনে সুখ-সমাচার!
কি আছে নন্দনবনে,
পারিজাত-সমীরণে,
কেমন অমৃত-গন্ধ গা'য় দেবতার!
ছোট ভাইটী আমার!

৪

ছোট ভাইটী আমার!
তাই ওই মুখ চেয়ে
সুখে যায় ধরা ছেয়ে,
থাকে না সে রোগ শোক পাপ হাহাকার;
মলয়-পরশে যথা
হাসে সে শুকানো লতা,
তোরে পেলে হাসে, প্রাণে বড় জ্বালা যার!
ছোট ভাইটী আমার!

৫

ছোট ভাইটী আমার !
তোর ও অমিয় ভাষে
সুখ আসে সাধ আসে,
তুই এক স্নেহ-ছায়া বুক জুড়া'বার !
পাঁচ বছরের ছেলে,
এ শকতি কোথা পেলে !
এ স্নেহ-বাঁধন যে গো বিশ্ব বাঁধিবার !
ছোট ভাইটী আমার !

৬

ছোট ভাইটী আমার !
হেরি ক্ষুদ্র হৃদিখানি
অমি শত হারি মানি,
ও টুকুনি অফুরন্ত স্নেহের ভাণ্ডার !
বড় সাধ হয় তাই,
তোরি মত হ'য়ে ভাই !
প্রাণ ভ'রে ভালবাসা ঢালি একবার।
ছোট ভাইটী আমার !

৭

ছোট ভাইটী আমার !
দিন পর দিন যায়
সিতপক্ষ-শশী-প্রায়,
নব জীবনের পথে হও আগুসার !

চিরদিন বেঁচে থাক,
মা-বাপ-গৌরব রাখ,
স্বরগ-মাধুরী থাক্ হিয়ায় তোমার ;
নীরোগ নিষ্পাপ হও,
সত্য-সুখ-ভোগে রও,
স্বদেশের প্রাণে দিও সন্তোষ অপার !
চিরদিন অবিরত
জগদীশে রও রত,
অনন্ত মঙ্গল হোক্ জীবনে তোমার,
আমি তাই ভিক্ষা চাই পা'য় বিধাতার।

৮

ছোট ভাইটী আমার!
আজি দেবতার বরে
পা' দিয়েছ ছ' বছরে.
পুলকে গেঁথেছি তাই এ সাধের হার ;
তুই কি আদর ক'রে
দাঁড়াবি গলায় প'রে
জনম-দিনের তোর স্নেহ-উপহার ?
ছোট ভাইটী আমার !

বসন্ত সুহৃদ্।

১

জগতে এসেছ যদি
দিন কত যাও থেকে,
জুড়াব দগধ চিত
ওই হাসি-মুখ দেখে।

২

পাগল বিভল হিয়া
হেরি ও মধুর হাসি,
পোরে না মনের আশা
যত দেখি সুখে ভাসি!

৩

মন জানে প্রাণ জানে
জানেন অন্তরযামী,
তুমি তো জান না ভাই!
কত ভালবাসি আমি!

৪

দেহের সন্তাপ জ্বালা
মরমের "হায় হায়",
ওই মুখ চেয়ে চেয়ে
ভুলে গেছি সমুদায়!

৫

তোমারি মলয়া-বা'য়
পেয়েছি নবীন প্রাণ,
গড়িছে গগন হৃদি
তোমারি বিহগ-তান !

৬

তুমিই নবীন ভাবে
ভরিছ আমার ধরা,
মরম-মরম-তলে
কি যেন অমিয়া ভরা !

৭

তোমার ত্রিদিব-স্নেহে
জাগে নিতি সুপ্ত আশা,
কেমন দেবত্ব তব—
বলিতে মিলে না ভাষা !

৮

মনে তাই হয় ভাই !
চিরদিন ধরে রাখি,
ও মুখে নয়ন রেখে
নিমেষ ভুলিয়া থাকি !

৯

আমার মাথার কিরে
দিন কত থেকে যাও,
এমন নীরস হিয়ে
সরস করিয়া দাও !

১০

অথবা—

মিছে মোর সাধাসাধি
মিছে বুঝি ডাকাডাকি,
অমর-পুরের তুমি
মর-দেশে র'বে না কি ?

১১

বাতাসে আতর দিতে,
সাজাতে ফুলের মালা,
তোমারে নন্দনবনে
ডাকে বুঝি সুরবালা !

১২

সেথাও রয়েছে সবে
শীতের কুহেলি মেখে,
জাগিয়া উঠিবে পুন
ও অমিয়া-হাসি দেখে !

১৩

তবে কি বলিব মিছে
এস ! গিয়ে, সুখে থেক,
গরিবের ভালবাসা
ভালবেসে মনে রেখ।

১৪

বাহিরে আসিবে গ্রীষ্ম
তপনে তাপিবে ভূমি,
ভিতরে জাগিও মোর
সোণার বসন্ত ! তুমি।

১৫

এমনি মলয়া ব'বে,
এমনি ফুটিবে ফুল,
উথলিবে শ্যাম ছটা,
গাহিবে পাপিয়াকুল।

১৬

প্রীতির জগত ভরা
অনন্ত বসন্ত র'বে,
অমর এ মর প্রাণ,
সে আমার কবে হ'বে ?

দশরথের বাণে মুনিপুত্রের প্রাণত্যাগ

দশরথ নৃপবর
ছাড়ি শব্দভেদী শর
বালক সিন্ধুর বক্ষ, মৃগ ভেবে বিঁধিয়া,
শেষে করে হাহাকার,
উপায় না পায় আর,
কেমনে বাঁচাবে তারে, মৃত্যু-পাশ খুলিয়া !
রাখিতে সিন্ধুর প্রাণ
ধরি সে দারুণ বাণ
সবলে স্বকরে রায় নিল যবে কাড়িয়া,
বিষম বাজিল বুকে,
শোণিত উঠিল মুখে,
পড়িল বালক আহা ! ভূমে মাথা লুটিয়া !
তার সে শোকের দায়—
অসহ্য বেদনে হায় !
জীবন্তে মরিল ভূপ—মৃত সিন্ধু হেরিয়া,
শত মৃত্যু দাঁড়াইল দশরথে ঘেরিয়া !!

ভগ্ন হৃদয়।

১

ভেঙে দিবে ? ভেঙে দাও ভগন হৃদয়,
ক্ষতি তাহে কার ?
ব্যথিত তাপিত প্রাণ
হ'য়ে যাক্ শতখান,
অনন্তে মিশিয়া যাক্ তপ্ত অশ্রুধার !

২

আঁধারে কানন-কোলে ফুটিয়াছে যুঁই,
যাক্ শুকাইয়া—
গোলাপ চামেলি নয়,
তবে আর কিসে ভয়,
কি সুখে বাঁচাবে তারে সুধা-কণা দিয়া ?

৩

জ্বলিছে যে ক্ষুদ্র তারা আকাশের গা'য়
দূরে—এক কোণে,
সে নয় তপন, শশী,
যায় যদি যাক্ খসি,
একটুকু ক্ষুদে তারা, কার পড়ে মনে ?

৪

ছুটেছে একটী ঢেউ জাহ্নবীর বুকে
মৃদুল হিল্লোলে,
ওর মত কত শত
আসে যায় অবিরত,
ডুবে যায় ডুবে যাক্, অনন্ত কল্লোলে।

৫

গাহিছে তরুর ছায় যে অচেনা পাখী,
থাক্ না থামিয়া,
কত গান কত গীতি
জগত শুনিবে নিতি,
বসন্তে গাহিবে কত কোকিল পাপিয়া।

৬

বহিছে সাঁজের বায় নীরব সোহাগ—
দিতে বন-ফুলে,
কার বা পরাণ টানে,
কে চায় উহার পানে ?
ও নয় মলয়ানিল মল্লিকা-বকুলে।

৭

নীরবে হাসিছে দীপ ভগন কুটীরে
যায় নিভে যাক্,
একটী কণার তরে
কে কোথা বিবাদ করে ?
অমন কতটা হ'বে বিশ্ব-সৃষ্টি থাক্।

৮

তুচ্ছ এক ভাঙা হৃদি ভেঙে দিবে দাও—
পায়ে দাও দ'লে,
"উন্নত মহৎ" নয়,
তবে আর কিসে ভয় ?
কার বা বাজিবে হায়! শত চীর হলে ?

৯

ছোট খাট সুখ দুখ ছোট সাধ আশা—
যার মাঝে ভরা,
জীবন মরণ তার
একীভূত একাকার,
"মরণ" বেশি কি তার, সে তো বেঁচে মরা!

১০

ভেঙেও ভাঙেনি যদি নীরস পাষাণ,
আজ ভেঙে দাও,
মরতে "দধীচি-হাড়"
ঘৃণা উপেখার ভার—
সেই বাজ আঘাতিলে "জয়ী" হতে পাও!

১১

অনাথ কাঙাল দেখে সরবস্ব তার
পায়ে দিও ঠেলি,
হোক্ সে অস্পৃশ্য হেয়,
হোক্ ঘৃণ্য অবজ্ঞেয়,
মরমে মরিবে তবু, গেলে অবহেলি!

১২

তুচ্ছ এক ভাঙা হৃদি, দাও ভেঙে দাও,

ভেঙে চূরে যাক্,

ঘৃণা গালি অবহেলা—

সংসারের পা'য় ঠেলা,

সব ভুলে অণু রেণু কণা হয়ে থাক্ !

নিভে যাক্ ক্ষীণ আশা,

শেষ প্রীতি ভালবাসা,

ভাঙা বুক ভেঙে চূরে চির শান্তি যাক্,

সব ভুলে কণা, রেণু, অণু হয়ে থাক্ !

পিপাসী

১

সবে কয় "সুখ সুখ সুখ,"

মোর দেখি অনেক অসুখ ;

তপত তপন-গা'য়　　　ঊষাটী পুড়িয়া যায়

অমায় চাঁদিমাখানি ঢাকে চাঁদ-মুখ,

শৈশব যৌবন হায় !　　　সময়ে ফুরায়ে যায়

রোগ-শোক-পাপে ভাঙে মানবের বুক !

মোর কেন এ সব অসুখ ?

২

এ দশা কি সকলের তরে?—
না, শুধু আমারি ভয় করে?
শুনে কি আমারি কথা ললিতা বিজলীলতা
অমৃত বদলে বুকে বজ্রানল ধরে?
চেয়ে কি আমারি পানে জলধি নিঠুর প্রাণে
ধরা গরাসিতে চাহে রাক্ষস-উদরে?

৩

আমারে দেখে কি দুখ-বশে
প্রকৃতি বিধবা হ'য়ে বসে?
খোলে সে গহনা পাতি—মল্লিকা মালতী যাতি
সীঁথির সিঁদূর তার পলকেই খসে?
নিভে যায় সাধ হাসি ভেঙে যায় বীণা বাঁশি
বাতাস বিষাক্ত হয় আমারি পরশে?

৪

যদি

এত অমঙ্গল-মাখা প্রাণ,
তবে মোর কেন এতে টান?
মলয়ে বসন্ত ভাসে আমি কেন যাই পাশে
কেন বা চাঁদেরে সাধি খুলিতে বয়ান?
জ্যোছনা লাগিলে গা'য় ফুল ফোটে পাখী গায়,
শিলার কি আসে যায়, সে তো রে পাষাণ!

৫

তবে,

এ দেশে যাহার পানে চাই,
"সুখ সুখ" সাধিছে সদাই ;
আয়ু, যশ, ধর্ম্মধন তাও করি বিসর্জ্জন
সুখের সাধনা সাধে, দেখিবারে পাই ;
কি লোভে যে তার পা'য় ব্রহ্মাণ্ড বিকাতে চা'য়
কি মোহিনী মায়া "সুখ" আমি জানি নাই !

৬

বল্ তোরা "সুখ" কার নাম,
কোথা তার সুখময় ধাম ?
কেমন মুরতি হয় কি ক'রে সে কথা কয়
আমাদের দেশে তার কার মত ঠাম ?
কেমনে বা কাছে আসে কেমনে বা ভালবাসে
কিছু না জানিনু, তারে শুধু খুঁজিলাম !

৭

কত বার মনে আসে তাই,
"সুখ" বুঝি সত্য কেহ নাই ;
এ মরত মরুভূমি মরীচিকা সুখ। তুমি
আকুল পিপাসী আমি ধরিতে বেড়াই !
চকিতে চমক দিয়ে কোথা যাও লুকাইয়ে ?
নিঠুর তামাসা এত শিখেছ কি ছাই !

৮

তোরা সবে বল্ মোর কাছে,
সুখ কি তোদের দেশে আছে ?
নাই সেথা শোক তাপ নাই অবিচার পাপ
মরণ রহে না লুকি জীবনের পাছে ?
সবার প্রসন্ন মুখ সরলতা-ভরা বুক
স্বরগ মরত সেথা দুয়ে মিশিয়াছে ?

৯

তবে—আমি সেইখানে যা'ব,
পরাণের পিপাসা মিটাব।
আমারে গরীব ব'লে দিবিনে তো পা'য় দলে ?
তোদেরি রতনে মোর ভাণ্ডার পূরাব।
তোরা যাবি আগে আগে আমি যাব পা'র দাগে
তোদের মধুর ছা'য় এ হিয়া জুড়াব !

১০

তোদের তো মুখভরা হাসি,
আমি কেন আঁখি-জলে ভাসি ?
না হয় অভাগা দীন না হয় শকতিহীন
না হয় সুখের আমি নিত্য উপবাসী।
এবার তোদেরি সুখে পূরিব এ শূন্য বুকে
অফুরন্ত সুধা পাবে অনন্ত-পিপাসী।

১১

তোরা যারা সবারে সবাই,
আমিও তাদের হ'তে চাই ;
সকলে হাসিবি যদি আমি কেন নিরবধি
হাসির জগতখানি বিষাদ মাখাই।
চল ! তোরা আগে আগে আমি যাব পা'র দাগে
আমারে কি দেব-দেশে তোরা দিবি ঠাঁই ?
অনন্ত সুখের আশে এসেছি তোদের পাশে
তোরা কি আমার হ'বি সহোদর ভাই ?
আমারে জগত বিশ্ব স্নেহে কি করিয়া শিষ্য
কাণে কাণে ইষ্টমন্ত্র শিখাবে সদাই ?
আমি কি মিটায়ে আশা দিব তারে ভালবাসা
বেঁচে র'ব তারি হ'য়ে ?—বল্ তোরা তাই,
জীবনের সত্য সুখ-পিপাসা মিটাই।

হতাশে।

১

আশায় ছিলাম চেয়ে নীলিমের পানে,
উহুঃ ! প্রাণে ছাইল হতাশ !
সে সাধের কুঞ্জখানি ছিল যেই খানে
আজি সেথা পোড়া ছাই পাঁশ !

২

সহসা তপন-তাপে পড়িল শুকিয়ে,
বসন্তের কুসুম-মুকুল,
হায় রে ! সুখের ঘর পড়িল লুটিয়ে,
ভেঙে গেল স্বপনের ভুল !

৩

আর তো সে ফুল ক'টী সোণালী লতায়
দেখিব না কখনো ফুটিতে,
আর তো সে শ্যামা পাখী বকুল-পাতায়
আসিবে না সে গীতি ঢালিতে !

আর দেখিবে না বুঝি সেই শুক-তারা,
আমি তারে কত ভালবাসি !
আর খুঁজিবে না বুঝি—নিতি খোঁজে যারা
কেন আমি কাঁদি কেন হাসি ?

৫

সে সরলা আর বুঝি আসিবে না কাছে,
কহিবে না পরাণের কথা,
এ মরমে সাধ আশা আছে কি না আছে,
শুধিবে না সে সব বারতা ?

৬

ডুবিছে ও রাঙা রবি পশ্চিম সাগরে,
কালি পুন আসিবে ঘুরিয়া,
আমাদের যাহা যায়—জনমের তরে,
আসে না কো কখনো ফিরিয়া !

৭

পলে পলে ক্ষয়ে যায় মানব-জীবন,
সাধিলেও একটু রহে না,
কেন রেখে যায় স্মৃতি—হতাশা-দহন,
কাঁদিলেও খুলে তা' বলে না !

৮

অশনি, ভুজঙ্গ, বাঘ, যত হলাহল
গড়ি বিভো ! ভালই করেছ,
আমার মনের খেদ একটী কেবল,
কেন নাথ ! "হতাশা" গড়েছ ?

৯

জীবন্ত শরীর দিলে জ্বলন্ত অনলে
মরে নর যেই যাতনায় !
অসহ্য হতাশ-জ্বালা তারো চেয়ে জ্বলে,
তারো চেয়ে আরো ব্যথা পায় !

১০

ছুটিছে শ্যামা সুন্দরী কপোতাক্ষী নদী
দুকূল উছলি ঢেউ বয়,
আমার এ হতাশার সীমা নাই যদি
ঝাঁপ দিয়ে পড়িলে কি হয়?

অন্তিম-প্রার্থনা।

১

দূরে দূরে উঠে নিতি মরণের তান,
আকুল উদাস হিয়া শুনি সেই গান;
ভাঙিয়া সাধের ঘর
চলি যায় ক্ষুদ্র নর,
পিছনে সংসার থাকে সুমুখে শ্মশান!
কোথায় মেঘের প'রে
মরণ ঝঙ্কার করে,
জানি না সে কেন ডাকে, কেন চাহে প্রাণ,
কেন সে আগুনে ছুটি পতঙ্গ সমান?

২

তুমি যদি লহ হরি! এ অধম প্রাণ,
সুখে এ বাঁধন ছিঁড়ি করিব প্রয়াণ।

মরণে কিসের ভয়?
মরিব, মরিতে হয়,
দাসের এ ক'টী কথা রেখ ভগবান্!
যেন এ দীনের তরে
কেহ না বিষাদ করে,
না পড়ে মায়ের অশ্রু, না জাগে সন্তান,
মৃত্যু যেন করে স্নেহ-কোমল আহ্বান।

৩

অভাগার এ মিনতি অন্তিম শয্যায়,
তোমার প্রেমের ধরা
এত শোভা-সুখে ভরা,
সহজে ছাড়িতে বিভো! কার মন চায়?
তাই জীবনের সাঁঝে
এ মহাসৌন্দর্য্য-মাঝে
ডুবিব জন্মের মত—বড় সাধ যায়,
মনে রেখ, অভাগার অন্তিম শয্যায়।

৪

আমি যেন মরি হরি! বাসন্তী উষায়—
ফুলময়ী বসুন্ধরা
বাতাসে অমিয়া-ভরা,
দিগন্ত উছলি পাখী কল-কণ্ঠে গায়;

সোণার কিরণ দিয়ে
ধরাখানি সাজাইয়ে
বালক রবিটী যবে হাসিয়া দাঁড়ায়!
আমি যেন মরি সেই বাসন্তী উষায়।

৫

অথবা—

আমি যেন মরি হরি! শ্যামা বরষায়—
নীলাকাশে ঘনঘটা,
নিবিড় নীলিমছটা!
চঞ্চলা চপলা ছোটে ভীম ভঙ্গিমায়!
ধরণীর হৃদিতল
ছাপাইয়ে বহে জল,
তুফানে তুফান, বুঝি ব্রহ্মাণ্ড ডুবায়!
আমি যেন মরি সেই শ্যামা বরষায়।

৬

অথবা—

আমি যেন মরি হরি! শারদী সন্ধ্যায়-
বিমল চাঁদের ভাসে
আকাশ অবনী হাসে,
তরল জ্যোছনা ঢালা কমল-পাতায়!
প্রকৃতি করেন কেলি
পরিয়া সবুজ চেলি,

সোণার আঁচল উড়ে আকাশের গা'য় !
আমি যেন মরি সেই শারদী সন্ধ্যায় ।

৭

আমি যেন মরি হরি ! সেই নদী-তীরে—
যেখানে বাদাম গাছে
শারী শুক চেয়ে আছে,
চুমি চুমি বেলাভূমি ঢেউ চলে ধীরে !
সেই স্নেহ-সিক্ত বুকে
ডুবিব অসীম সুখে
ঘুমিব অনন্ত কাল পড়ি সশরীরে !
আমি যেন মরি সেই কপোতাক্ষী-তীরে !

৮

আমি যেন মরি হরি ! সেই গৃহ-তলে—
জনতার বহুদূর,
নিভৃত যে অন্তঃপুর,
নিঠুর কুটিল আঁখি যথা নাহি চলে ;
শৈশব-কৈশোর-রেখা
যেখানে রয়েছে লেখা
ভগ্ন হৃদয়ের অশ্রু দগ্ধ কালানলে !
আমি যেন মরি সেই প্রিয় গৃহতলে !

৯

আমি যেন মরি হরি ! সেই স্নেহ-ছায়—
যে পূত করুণারাশি
অনশ্বর অবিনাশী !
পলে পলে যে মমতা জীবনী জাগায় ।
যে সব হৃদয়, আহা !
ত্রিদিবে মিলে না যাহা !
অমৃতে অমৃতভরা অণু-কণিকায় !
আমি যেন মরি হরি ! সেই স্নেহ-ছায় ।

১০

আমি যেন মরি হরি ! হেরি শত সুখ—
আমি যেন দেখে যাই—
জগতে বেদনা নাই,
মানবের বুকে নাই ছলা ম'লা দুখ ;
সবাই আনন্দে ভাসে,
পরাপরে ভালবাসে,
[illegible]-ভরা দয়া, ধর্ম্ম, উৎসাহ, কৌতুক
আঁধার ভারতাকাশে
পুন রবি শশী ভাসে,
দেবতা প্রসন্ন তারে, সুখে ভরা বুক !
আমি যেন মরি হেরি ! সেই মহাসুখ !

১১

আমি যেন মরি হরি ! স্মরি সেই নাম—
সংসারের স্নেহ-প্রীতি,
মরমের সুখ-স্মৃতি,
জীবনের পুণ্য সত্য উল্লাস আরাম !
সে নাম স্মরণ করি
যতই মরণ মরি,
পূর্ণ পরাণের আশা পূর্ণ মনস্কাম !
জপি যদি ইষ্টমন্ত্র
স্তব্ধ হয় দেহ-যন্ত্র,
সে যে অমরতা, মোক্ষ, বৈকুণ্ঠে বিরাম !
আমি যেন ম'রে যাই ভেবে সেই নাম !

ভুল ভাঙা।

১

মানব-জীবনে সই ! কেন এত ভুল ?—
যতনে পুষিয়া পাখী
দিন রাত চোখে রাখি,
সে কিনা পলায়ে গেল করিয়া আকুল !
শিখিনু আমার বড় হয়েছিল ভুল !

২

মানব-জীবনে সই! কেন এত ভুল?—
আদরে রোপিয়ে লতা
ভেবেছিনু কত কথা,
সহসা সে শুকাইল—ফুটিল না ফুল!
শিখিনু আমার বড় হয়েছিল ভুল!

৩

মানব-জীবনে সই! কেন এত ভুল?—
সহসা দুপুরবেলা
আকাশে মেঘের মেলা,
অবনী ঢাকিল এসে আঁধার অকূল!
শিখিনু আমার বড় হয়েছিল ভুল!

৪

মানব-জীবনে সই! কেন এত ভুল?—
বাসন্ত বাগান মম
শোভা-মাখা অনুপম!
বরষা ডুবালে তারে করি কুল কুল!
শিখিনু আমার বড় হয়েছিল ভুল!

৫

মানব-জীবনে সই! কেন হেন ভুল?—
কে জানিত ভাগ্য-ফল—
"কমল-পাতার জল!"
অস্থির অবশ সদা, পলকে নির্ম্মূল!
শিখিনু আমার বড় হয়েছিল ভুল!

৬

মানব জীবনে সই! কেন এত ভুল?—

জীবনের সাধ আশা,

মরমের ভালবাসা

সংসারের পদতলে ঢালিনু বিপুল!

নিঠুর সংসার তবু

চেয়ে দেখিল না কভু,

সে উপেক্ষা অবহেলা, বুকে বাজে শূল!

শিখিনু এবার বড় হ'য়ে গেছে ভুল!

৭

মানব-জীবনে সই! কেন এত ভুল?—

রাজা সে "ঘটনা" যদি

মানবেরে নিরবধি—

বাঁধিছে দাসত্ব-পাশে হ'য়ে প্রতিকূল;

প্রাণে বাঁধা মহাপাশ,

আমরা দাসানুদাস!

'ঘটনা'য় দাস-খত লিখে দেছি স্থূল,

যদি সে চালালে চলি,

যদি সে বলালে বলি,

আমরাই যদি তার কলের পুতুল,

তুচ্ছ তবে সাধ আশা,

শত তুচ্ছ ভালবাসা,

অভিমান, আত্মাদর মানবের মূল?

ধিক্ এ অধম দীন !
হেন স্বাধীনতা-হীন !
এ কুহেলি-মাখা প্রাণ—ঘুমে ঢুল ঢুল !
এ ছাই পাঁশের ভরা,
কেন গো যতন করা ? —
থাকে থাক্ যায় যাক্, সমান দুকুল !
আজ ভেঙে গেল সই ! জীবনের ভুল !

ভালবাসি।

১

আমি তো তাদের ভালবাসি—
হোক্ "তারা দুখী দীন,"
হোক্ "খ্যাতি-কীর্ত্তি-হীন,"
থাক্ উন্নতির পথে বিঘ্ন-বাধা-রাশি ;
হোক্ তারা "অবজ্ঞেয়,
অপরের অশ্রদ্ধেয়,
বিশ্বে অপযশভাগী, আত্ম-হিত-নাশী,"
আমি তো তাদের ভালবাসি।

২

আমি তো তাদের ভালবাসি,
তারা যদি "রক্ত-শূন্য,
দুর্ব্বলতা-পরিপূর্ণ,
অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শুধু বক্তভাষী" ;

তারা যদি "পরদাস,
পরানুকরণে আশ!"
তারা যদি "হীনতায় স্ববাসে প্রবাসী,"
আমি তো তাদেরি ভালবাসি।

৩

আমি তো তাদের ভালবাসি,
এ জগতে তাঁরা বই
প্রকৃত মহৎ কই?—
কাহারা তাদের মত সরল বিশ্বাসী?
সাধিতে বিশ্বের হিত
আত্মত্যাগে হেন প্রীত,
কাহারা ধর্ম্মার্থে চাহে মরণের ফাঁসি?
সাধে কি তাদের ভালবাসি?

৪

আমি তো তাদের ভালবাসি,
দেব-সাধু-অনুরক্ত,
চিরদিন রাজভক্ত,
ভূপে জানে ভূদেবতা, ভক্তি-স্রোতে ভাসি;
জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ জনগণে
পূজনীয় ভাবে মনে,
সদা ভক্তিমান্ সদা পরার্থ-প্রয়াসী,
সাধে কি তাদের ভালবাসি?

আমি তো তাদের ভালবাসি—
বিশ্বের মঙ্গল্ কর্ম্ম
তাদের পরম ধর্ম্ম,
স্বজাতি স্বদেশে শুধু নহে প্রীতিরাশি ;
(তোমরা কি মনে কর—
নদী কি সমুদ্র বড়,
(এ প্রভেদ বুঝাইতে তাই আসে হাসি !)
সাধে কি তাদের ভালবাসি ?

৬

আমি তো তাদেব ভালবাসি—
তাহাদের "অবরোধ"
"স্বার্থ" বলে কে অবোধ,
দেখাবে কি লজ্জাবতী আত্ম-পরকাশি ?
পাতাঢাকা ফুলটীরে
রাখে তারা বুক চীরে,
ভাবে না কো পদানত ভাবে না কো দাসী ;
সাধে কি তাদের ভালবাসি ?

৭

আমি তো তাদের ভালবাসি,
শত জনমের তরে
তাঁরাই বিবাহ করে,
মরণে ছিঁড়ে না গ্রন্থি, স্থির অবিনাশী ;

তাদেরি বিধবা মেয়ে
স্বর্গপানে,রহে চেয়ে
দেখিবারে দয়িতের দেব-রূপ-রাশি !
সাধে কি তাদের ভালবাসি ?

৮

আমি তো তাদের ভালবাসি—
বলি না যে, এক চুল
তাহাদের নাহি ভুল,
বলি না, কৌলীন্য-প্রথা নহে অগ্নিরাশি ;
বলি না বিধবা বালা
সহে না সংসার-জ্বালা,
কাঁদে না বালিকা কচি হ'য়ে উপবাসী ;
বলি না হারা'লে দারা
ব্রহ্মচর্য্য করে তারা,
স্বর্গীয় প্রেমের তরে সাজিয়া সন্ন্যাসী ;
আমি বলি, ভুল চুক
কার্ নাই একটুক ?
নিখুঁত সম্পূর্ণ কারা যেন স্বর্গবাসী ?
তাতেই করিলে তুল,
তারা হয় বহুমুল,
সরল সুশীল শান্ত বিশ্বের বিশ্বাসী ;

এ জগতে তারা বই
হেন জাতি আর কই ?
স্বার্থত্যাগী পরার্থের চির অভিলাষী !
তাই তাহাদের ভালবাসি।

সাতক্ষীরায়। *

(১৪ই আশ্বিন—১৩০৩)

১

কোথা দেবতা আমার !
ত্রয়োদশ বর্ষে সেই—
অভাগা এসেছে এই,
দিতে তপ্ত অশ্রু—আজি যাহা আছে তার !
তুমি যে এসেছ চলি,
"ত্বরায় আসিব" বলি,
ত্রয়োদশ বর্ষে ফিরে গেলে না তো আর !
হায় দেবতা আমার !

---

* সাতক্ষীরা—খুলনা জেলার কোনও মহকুমা। পূর্ব্বে ইহা চব্বিশপরগণার অন্তঃপাতী ছিল।

২

হায় দেবতা আমার !

এ মহাশ্মশানে তুমি

কি সুখে র[illegible] ঘুমি,

কেন বা দিলে না দাসে কোন সমাচার ?

গণিয়া গণিয়া দিন

কাটাইনু এত দিন,

বিধাতা আনিলা আজি চরণে তোমার ;

হায় দেবতা আমার !

৩

একি দেবতা আমার—

ভুলি নিজ ঘর বাড়ী,

প্রিয় পরিজন ছাড়ি,

কে থাকে প্রবাসে ঘুমি, এত ঘুম কার ?

আমারে একেলা ফেলে

কেন তুমি চলে এলে ?

তোমায় আমার যে গো নিত্য দরকার !

হায় দেবতা আমার !

৪

দেখ দেবতা আমার !

তোমারে হইয়া হারা

আমি সত্য "লক্ষ্মী-ছাড়া"

হ'য়ে আছি জগতের গলগ্রহ ভার ;

সত্য প্রভো! তোমা বিনে
কেহ না জিজ্ঞাসে দীনে,
আশ্রয় মিলে না এবে মাথা রাখিবার!
হায় দেবতা আমার

৫

উঠ দেবতা আমার!
ত্রয়োদশ বর্ষ পরে
(বুঝি শত জন্মান্তরে)
আজি আসিয়াছে দাস চরণে তোমার;
কমল-আনন তুলি
কমল-নয়ন খুলি
অভাগারে কাছে ডাক আর একবার!
হায় দেবতা আমার!

৬

দেখ দেবতা আমার!
তোমার স্নেহের মেয়ে *,
সাগ্রহে রয়েছে চেয়ে,
সে যেন দেখিতে পাবে শ্রীচরণ কার!
সজল নয়ন হায়!
সলাজে লুকা'তে চায়,
অনাবৃত দীর্ঘ শ্বাস পড়ে বার বার!
হায় দেবতা আমার!

* সাতক্ষীরা দর্শনের দিনে "দেবতার" প্রিয় কন্যাটীও আমাদের সঙ্গে ছিল।

৭

হায় দেবতা আমার !

তবুও রয়েছ ঘুমি,

এতই নিষ্ঠুর তুমি,

কে সহে এ হেন অশ্রু প্রিয় দুহিতার ?

আর, চির-দাস 'পরে

কেবা নিষ্ঠুরতা করে ?

দারুণ অখ্যাতি, প্রভো ! হইল তোমার !

হায় দেবতা আমার !

৮

তুমি দেবতা আমার !

আরাধ্য আরাধ্যতম,

নমস্য উপাস্য মম,

তোমা বই আর কিছু নাই অভাগার !

তাই ডাকি জোড়করে,

উঠ ! চল যাই ঘরে,

খেলিগে' অপূর্ণ খেলা বিশ্ব-বিধাতার !

চল দেবতা আমার !

৯

উঠ দেবতা আমার !

তুমি দাঁড়াইলে উঠি

ত্রিদিব-বসন্ত ছুটি

ফুটাবে শুকানো বনে সোণার মন্দার !

তুমি দাঁড়াইলে উঠি
অমৃত-ফোয়ারা ছুটি
মিশাইবে স্বর্গ মর্ত্ত্য করি একাকার!
হায় দেবতা আমার!

১০

হায় দেবতা আমার!
জগৎ ঠেলিলে পায়
আমি তো কাঁদি না তায়,
ডরি না বিশ্বের শুনি বজ্র-তিরস্কার;
কিন্তু বড় ক্ষোভ এই,
এত দিন পরে সেই—
হতভাগা আসিয়াছে চরণে তোমার,
তুমি তো সে স্নেহভরে
ডাকিলে না নাম ধ'রে,
দেখিলে না কি আগুন বুকে জ্বলে তার!
তেরো বছরের কথা—
অনন্ত অসহ্য ব্যথা—
শুনিলে না, বলিলে না একটীও আর!
হায় দেবতা আমার!

১১

ও কি! দেবতা আমার!
ওখানে কি যায় দেখা—
তোমারি পদাঙ্ক-রেখা!
তুমি গিয়াছিলে আজো চিহ্ন আছে তার?
ওই তটিনীর জলে
ওই শ্যাম তরু-তলে
আজো সে অমৃত-গন্ধ জাগে কি তোমার?
নহে তো এ সমীরণে
এত কেন উঠে মনে,
ভাসাইছে মন প্রাণ কেন এ জোয়ার?
যত চাহি চারি দিক্
তত দেখি বাস্তবিক
সাতক্ষীরা-ভরা প্রভো! আলোক তোমার,
একটী হৃদয়ে কেন এতটা আঁধার?

১২

এই সেই সাতক্ষীরা, দেবতা আমার!
মানসে যা' পূজি নিত্য,
এ যে সেই মহাতীর্থ,
আমার শ্রীক্ষেত্র গয়া কাশী হরিদ্বার!
এই শ্মশানের মাঝে
আমারি দেবতা সাজে,
শত চোখে দেখি তাই অতৃপ্তি আমার!

যদি প্রভু জাগিল না,
মুখ তুলি চাহিল না,
মুছিল না দয়া করি অশ্রু হাহাকার!
তবু তুমি সাতক্ষীরে!
নীরবে নীরবে ধীরে
কহিলে আমার কাছে কত কথা তাঁর!
তোমাতে দেবতা আঁকা,
তুমি তাঁরি গন্ধ-মাখা,
এ হ'তে এ দগ্ধ প্রাণে কিবা পুরস্কার?
নমো নমঃ পুণ্যতীর্থ!
শিরোধার্য্য এ আতিথ্য,
নমো বিসর্জ্জন-ভূমি ইষ্টদেবতার!!
এ দেব-শ্মশানে পড়ি
অনন্ত মরণ মরি,
এই শুধু কর হরি! মিনতি আমার;
আর যা'—তা' মনে থাক্, নহে বলিবার!

পরিচিতা উদাসীনা।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি বিষয়ে মাননীয় মহাত্মা-দিগের অভিপ্রায়।

পূজনীয় ৺বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর. C. I. E. মহোদয়ের পত্র।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন আশীর্ব্বাদভাজনেষু।

প্রিয়বরেষু

কাব্যকুসুমাঞ্জলির কয়েকটী কবিতা পড়িলাম। কয়টীই বড় সুমধুর। এখনকার বাঙ্গলা কবিতার ভাষা কিছু বিকৃত রকম হইয়াছে; ইংরেজি যে না জানে, সে বোধ হয় সকল সময়ে বুঝিতে পারে না। এই কবিতাগুলিতে সে দোষ নাই। বাঙ্গলা-টুকু খাঁটি বাঙ্গলা। উক্তিও আন্তরিক। কবিতাগুলি সরল, সুমধুর ও সুপাঠ্য। গ্রন্থকর্ত্রীকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলাম।

১৩ই মাঘ। ১৩০০ সাল। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের পত্র।

ভাই তারাকুমার,

তুমি আমাকে 'প্রিয়প্রসঙ্গ'-রচয়িত্রীর "কাব্যকুসুমাঞ্জলি" পুস্তকখানি পাঠ করিতে দিয়া যথার্থই সুখী করিয়াছ। পুস্তক-খানি পড়িয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। যে খানেই খুলি, সেই খানেই মন আকৃষ্ট হয়। সকল কবিতাগুলিই বিশদ. উদার, গভীর এবং মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তিনিই গ্রন্থকর্ত্রীর আশ্চর্য্য ক্ষমতা এবং প্রভাব অনুভব করিতে পারিবেন. এবং তাঁহার প্রতিভার ছটায় মোহিত এবং পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। আমি আশীর্ব্বাদ করি

যে, গ্রন্থকর্ত্রী ভগবানের কৃপায় দীর্ঘজীবিনী হইয়া বঙ্গভাষাকে উজ্জ্বল এবং বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া চিরযশস্বিনী হউন।

২০এ জানুয়ারি। ৯৪। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাইকোর্টের জজ পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের পত্র।

নমস্কারপূর্ব্বকনিবেদনমিদং—

আপনার প্রকাশিত, শ্রীমানকুমারী-প্রণীত 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' নামক গ্রন্থখানির কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি ও পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ইহার কবিতা এতই সরল ও সুন্দর ও সুগভীর পবিত্র-ভাব-পুর্ণ, যে তাহা আপনার ন্যায় সাধু ও সহৃদয় ব্যক্তির নিকট যে এতাদৃশ প্রশংসা লাভ করিবে ইহা কিছুমাত্র বৈচিত্র নহে। এই রচনাগুলি দেখিয়া স্ত্রীশিক্ষার যে সুফল ফলিয়াছে ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। এই সুন্দর গ্রন্থখানি যথাযোগ্য সুন্দর আকারে প্রকাশ করিয়া আপনি সাহিত্যসমাজের যথার্থই উপকার করিয়াছেন। কিমধিকমিতি।

১০ই অক্টোবর। ৯৩। শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহোদয় গ্রন্থকর্ত্রীকে লিখিয়াছেন।

ভদ্রে!

* * * আপনি সেই অমর কবি (মাইকেল) মধুসূদন দত্তের স্বয়ং কবিতামৃতময়ী ভ্রাতুষ্পুত্রী। আপনার কবিতার ও কবিত্ব-শক্তির কথা আমি আর নূতন করিয়া কি লিখিব? পণ্ডিত ও কবিপ্রবর তারাকুমার আমার একজন ভক্তিভাজন শৈশব-বন্ধু।

তাঁহার মত আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আপনার সুললিত কবিতার অক্ষরে অক্ষরে আপনার সরল রমণী-হৃদয়ের কবিতামৃত প্রবাহিত, অক্ষরে অক্ষরে কল্পনার উচ্ছ্বাস, অক্ষরে অক্ষরে ভাবুকতার তরঙ্গ। নারায়ণ আপনাকে দীর্ঘজীবিনী করিয়া আপনার মত রমণীরত্নের দ্বারায় বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা সমুজ্জ্বল করুন।

২১এ অক্টোবর। ৯৩। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ট্রান্স্লেটার, চন্দ্রনাথ বসু
এম্, এ, বি, এল্, মহোদয়ের পত্র।

তারা!

শ্রীমতী মানকুমারী দাসীর অনেকগুলি কবিতা পড়িয়াছি। কবিতাগুলি বুঝিতে পারিয়াছি, চিনিতে পারিয়াছি, অর্থাৎ কি জন্য কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা জানিতে পারিয়াছি। এবং জানিতে পারিয়াছি বলিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। অনেক দিনের পর একটী খাঁটি মন, একটী ঋজু হৃদয়, একটী সত্বগুণের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। এখনকার বাঙ্গলা কবিতা প্রায়ই চিনিতে পারি না, সে জন্য আমি বড়ই কাতর। তাই মানকুমারীর কবিতা পড়িয়া আমার এত উল্লাস হইয়াছে। মনে হইয়াছে আমাদের মত স্থূল প্রাণীকে নিষ্কাম বিশ্বজনীন ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, এমন প্রাণীও দেশে এখনও আছে। শ্রীমতী মানকুমারীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা না হইলেও আমাদের পক্ষে ইহা বড়ই আহ্লাদের কথা। * * *

৬ই চৈত্র। ১৩০০ সাল। তোমার চন্দ্র।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ের পত্র।

ওঁ

কবিকুলরত্ন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহোদয়েষু
বিপুল সম্মান ও প্রীতিপূর্ব্বক নিবেদন—

মহাশয়ের নিকট হইতে 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' একখণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়া কি পর্য্যন্ত পুলকিত হইলাম তাহা বলিতে পারি না গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে আমার অপরিচিত নহে। যখন উহার অন্তর্গত 'আমাদের দেশ'-শিরস্ক কবিতা প্রথম নব্যভারতে প্রকাশিত হয়, তখন আমি উহার নিম্নলিখিত কয়েকটী পংক্তি মুখস্থ করিয়াছিলাম,—

"সদা ভোগে কর্ম্মভোগ,
দেহে ভরা নানা রোগ,
বয়স না হ'তে কুড়ি আগে পাকে কেশ ;
জাতিতে পুরুষ যারা
লিখি পড়ি ভাড়সারা,
ভাই ভাই দলাদলি সদা হিংসা দ্বেষ"।

পুনশ্চ—

"দিন কত ছুটোছুটি,
দিন কত কুটোকুটি,
তার পর ফিরে আসে হ'য়ে আধ মরা!
আমাদের দেশ শুধু বকাবকি-ভরা"।

কবি যেমন হাস্যরস উদ্রেক করিতে পটু, তদপেক্ষা করুণরসের উদ্রেক করিতে অধিক পটু। দেবতার প্রতি ভক্তিভাব, পিতামাতার স্নেহ, প্রেমাস্পদ ও প্রেমাস্পদার আন্তরিক প্রেমভাব,